সোশাল মিডিয়া

(Social Media)

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা

প্রকাশনায়ঃ
নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

সোশাল মিডিয়া

Social Media

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলিফা

প্রকাশনায়
নাযারত নশর ও এশাআত, কাদিয়ান

সোশাল মিডিয়া

লেখকের নাম	ঃ	হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব
সংস্করণ	ঃ	ফেব্রুয়ারী, ২০২২ (ভারত)
সম্পাদনায়	ঃ	বাংলা ডেস্ক, ভারত
সংখ্যা	ঃ	৫০০
মুদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

Title	**:**	**Social Media**
Author	**:**	**Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (Atba)** Khalifatul Masih V
Edition	**:**	**February, 2022 (India)**
Edited by	**:**	**Bangla Desk, India**
Copies	**:**	**500**
Published by	**:**	**Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab**
Printed at	**:**	**Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab**

بسم الله الرحمن الرحيم

অবতরণিকা

সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ভালো জিনিসের পাশাপাশি সারা বিশ্বে অনেক অপকর্মও ছড়িয়ে পড়ছে। তাই, আমাদের লাজনা ও নাসেরাতদের এটি খুব সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আমি যেসব দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছি, কেন্দ্রীয় লাজনা (যুক্তরাজ্য) সেগুলোকে সংকলন করে এই পুস্তকে প্রকাশ করছে। আপনাদের সবার এসব দিক-নির্দেশনা মেনে চলা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

পুস্তক ‘সোশাল মিডিয়া’ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনালীর সংকলন, যা সর্ব প্রথম ২০১৮ সালে যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্ ওসেগুলো সংকলন করে ‘সোশাল মিডিয়া’ নামে উর্দুভাষায় একটি পুস্তক প্রকাশ করে। কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্ ইউ কে থেকে প্রকাশনার ছাড়পত্রের সাথে পুস্তকটির প্রিন্ট রেডি ফাইল পাওয়ার পর ২০১৯ সালে পুস্তকটি কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত হয়।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডন-এর সহযোগিতায় পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ সর্বপ্রথম ২০১৯ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর অনুমোদনে পুস্তকটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

নবরূপে পুস্তকটির কম্পোজ করেছেন বুশরা হামীদ সাহেবা। পুস্তকটির সম্পূর্ণ সেটিং এবং প্রুফ রিডিং করেছেন জনাব রফিকুল ইসলাম (এম.এ) মুরুব্বি সিলসিলাহ্ এবং জনাব শেখ সরওয়ারউদ্দীন মোয়াল্লেম সিলসিলাহ্ । পুস্তকটির রিভিউ করেছেন জনাব মোহাম্মদ আলী সেক্রেটারী এশায়াত কমিটি পশ্চিম বঙ্গ, সাজিদা খাতুন সাহেবা কাদিয়ান এবং বুশরা হামীদ সাহেবা কোলকাতা। পুস্তকটির সম্পাদনা করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান। পাঠকের সুবিধার্থে পুস্তকটিতে উল্লেখিত হাদীসের সম্পূর্ণ তথ্যসূত্র তুলে ধরা হ’ল।

আল্লাহ্ তাআলা পুস্তকটির প্রকাশনা সার্বিকভাবে কল্যাণময় করুন। এবং পাঠকদের জন্য পুস্তকটি একটি আলোকবর্তিকা সাব্যস্ত হোক। আমিন

ফেব্রুয়ারী ২০২২

নাযির নশর ও এশায়াত
কাদিয়ান

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য	০১
	● মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য	০২
	● টিভি ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারের ফলে ইবাদতে ঔদাসীন্য	০৪
২	মু'মিন বৃথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে	১৪
	● লজ্জাবোধ বা শালীনতার মান উন্নত করার আবশ্যকতা	১৫
	● সৌন্দর্যের নামে নির্লজ্জতা বা অশালীনতা	১৬
	● আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সামাজিক অবক্ষয়ের বিস্তার	১৭
	● মহানবী (সা.)-এর অমৃতবাণী	১৮
৩	সন্তানসন্ততির শিক্ষাদীক্ষায় পিতামাতার ভূমিকা	১৯
	● ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মিডিয়ার মন্দপ্রভাব থেকে রক্ষা করুন	২০
	● শৈশব থেকেই সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিন	২৩
	● অল্পবয়স্ক শিশুর মোবাইল ফোনের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার	২৪
	● অনৈতিক টিভি প্রোগ্রাম ব্লক করে দিন	২৫
	● সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ নির্দেশনা	২৮
৪	বর্তমান যুগে মায়েদের দায়-দায়িত্ব	২৯
৫	আহমদী মেয়েদের জন্য উপদেশবাণী	৩৪
	● সোশাল মিডিয়ায় চ্যাটিং এবং মহিলাদের ছবির মাধ্যমে পর্দাহীনতার প্রবণতা	৩৬

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	● পর্দা-প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে	৩৭
	● Facebook ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বনের বিভিন্ন দিক	৩৯
	● তবলীগের জন্য মেয়েরা শুধুই মেয়েদের সাথে যোগাযোগ করবে	৪১
	● ইন্টারনেট এবং সোশাল মিডিয়ার নেতিবাচক ব্যবহারের ফলে অ-আহমদীদের সাথে বিয়েশাদি এবং পরবর্তী প্রজন্মের দুঃখজনক পরিণতি	৪৩
৬	**জামাতের যুব-সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশনা**	৪৪
	● যুব-সম্প্রদায়কে ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার তাগিদপূর্ণ নির্দেশ	৪৫
	● দৃষ্টি সংযত রাখা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এক প্রকার জিহাদ	৪৮
	● অভ্যাস - সংশোধনের পথে বাধ সাধে	৫০
	● পাপমুক্ত থাকার জন্য পূর্ণাঙ্গীন দোয়া	৫৩
৭	**ওয়াকফে নও ছেলেমেয়েরা কীভাবে স্পেশাল হতে পারে?**	৫৬
	● উন্নত মানে উপনীত হয়ে স্পেশাল হোন	৫৭
	● অনৈতিক বিষয়াদি থেকে দূরে থাকুন	৬০
	● মিডিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়ন করুন	৬১
	● MTA-তে নিয়মিত খুতবা শুনুন	৬২
৮	**মিডিয়ার মাধ্যমে মিথ্যা ও প্রতারণা**	৬৪
	● ভুয়ো Facebook একাউন্ট খোলা	৬৫
	● সাইবার এ্যাটাক (Cyber Attack)-এর মাধ্যমে সিস্টেম অকেজো করা	৬৬

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	● ধার নিয়ে মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতারিত করা	৬৭
	● খলিফাগণের ছবির অপব্যবহার এবং বিদআত থেকে বিরত থাকা	৬৮
৯	**সোশাল মিডিয়ার কল্যাণকর দিক**	৭২
	● MTA-র কল্যাণরাজি	৭৩
	● MTA খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যম	৭৫
	● MTA-র মাধ্যমে তবলীগ	৭৮
	● "বিরোধিতা জামাতের উন্নতিতে প্রতিবন্ধক হতে পারে না	৮২
	● "রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স" পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামের বাণী	৮৫
	● alislam.org- ইসলাম প্রচারের অন্যতম মাধ্যম	৮৫
	● জুমুআর খুতবা এক আধ্যাত্মিক খাদ্য	৮৭
	● খোদার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী	৯১
	● وَالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا	৯২

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

- মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য
- টিভি ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারের ফলে ইবাদতে ঔদাসীন্য

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী, এর দাবিসমূহ কী কী আর জীবনের লক্ষ্য অর্জনের উপায়গুলোই বা কী- এ বিষয়ে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) তাঁর জুমুআর খুতবা ও বক্তৃতাসমূহে বিভিন্ন সময় বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। জুমুআর এক খুতবায় হুযূর আনোয়ার (আই.) জামা'তের সদস্যদের এ প্রসঙ্গে উপদেশ প্রদান করে বলেন:

বান্দাদের প্রতি এটি আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বানিয়ে তিনি তাকে এমন বুদ্ধি ও মেধা দান করেছেন যা কাজে লাগিয়ে সে অন্যান্য জীব তথা অন্য সকল সৃষ্টিকে কেবল নিজের অধীনস্থই করে না বরং সেগুলোকে সর্বোত্তমভাবে কাজেও লাগায়। মানুষের এই বুদ্ধিশক্তির সুবাদে প্রতিদিনই নিত্যনতুন আবিষ্কারাদি সামনে আসছে। জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতি আজ যে পর্যায়ে রয়েছে তা দশ বছর পূর্বেও এমন ছিল না। আবার দশ বছর পূর্বে পৃথিবী যতটা উন্নত ছিল, বিশ বছর পূর্বে তা ছিল না। এভাবে যদি আমরা পেছনে যেতে থাকি তাহলে বর্তমান যুগের নতুন নতুন আবিষ্কারাদির গুরুত্ব ও মানুষের মেধাশক্তির সক্ষমতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বস্তুগত এই উন্নতিই কি মানবজীবনের পরম লক্ষ্য? সকল যুগের বস্তুবাদী মানুষ এটিই মনে করে এসেছে যে, আমার এই উন্নতি, আমার এই সক্ষমতা, এই প্রভাব-প্রতিপত্তি, আমার এই পার্থিব ভোগবিলাসে গা-ভাসানো, সম্পদের অহমিকায় নিজের চেয়ে কম সম্পদশালী লোকদের সামনে সম্পদের বড়াই করা, সম্পদকে দৈহিক সুখ-সম্ভোগের মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন এবং নিজ ক্ষমতাবলে অন্যদেরকে পদানত করাই আমার জীবনের মূল লক্ষ্য! অবশ্য বস্তুবাদী একজন সাধারণ মানুষ, যার কাছে ধনসম্পদ নেই, সেও এমনটিই মনে করে থাকে। অধিকন্তু বর্তমান যুগের যুবসমাজ, ধর্মের প্রতি যাদের কোন আকর্ষণ নেই, যারা পার্থিবতার মোহে আচ্ছন্ন, তারা মনে করে, অধুনা বিভিন্ন আবিষ্কার যেমন- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদিই সত্যিকার অর্থে আমাদের উন্নতির ধারক বাহক! আর অনেকেই এগুলোর প্রভাবে

প্রভাবিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এটি একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। এরূপ ধারণা বড় বড় নৈরাজ্যবাদীর জন্ম দিয়েছে, এই ধারণা বড় বড় অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী সৃষ্টি করেছে। এ ধারণা ভোগবিলাসে মত্ত মানুষের জন্ম দিয়েছে, এরূপ ধারণা প্রত্যেক যুগে ফিরাউনের জন্ম দিয়েছে, যারা ভাবে– আমাদের শক্তি আছে, সম্পদ আছে, আমাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক ও বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত জোরালোভাবে এমন ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, যেসব বিষয়কে তোমরা তোমাদের নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে কর তা তোমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য নয়। তোমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয় নি যে, পার্থিব এসব উপকরণ ভোগে মত্ত থাকবে আর পৃথিবী থেকে প্রস্থান করবে, না, বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ○

অর্থাৎ 'আর জিন্ন ও মানুষকে আমি কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি'।" (সূরা আয্ যারিয়াত 51: 57)

(খুতবা জুমুআ, ১৫ জানুয়ারি ২০১০, বায়তুল ফতুহ্,লন্ডন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০)

টিভি ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারের ফলে ইবাদতে ঔদাসীন্য

এক জুমুআর খুতবায় তাশাহুদ, তাআউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন এবং এর অনুবাদও উপস্থাপন করেন:-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

অনুবাদ: ‘হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে-ই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তার জানা উচিত, নিশ্চয় শয়তান নির্লজ্জতা এবং অপছন্দনীয় বিষয়েরই নির্দেশ দেয়। তোমাদের প্রতি যদি খোদার করুণা না থাকত তাহলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারত না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান পবিত্র করেন আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞানী।’ (সূরা আন্ নূর 24 : 22)

এরপর এই আয়াতের বরাতে হুযূর আনোয়ার (আই.) সেসব কাজ পরিহার করার উপদেশ দিয়েছেন, যেগুলো মানব জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের (অর্থাৎ তার স্রষ্টার ইবাদত করার) পথে অন্তরায়। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

“অতএব শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ঘরেই আমাদের এমন দুর্গ গড়ে তুলতে হবে যাতে তার হামলা থেকে শুধু নিরাপদই থাকবে না, বরং তার আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা জবাবও দেয়া হবে। শয়তানের ভালোবাসাকে ভালোবাসা জ্ঞান করে তাকে নিজেদের জীবনে অনুপ্রবেশ করতে দেবেন না বরং প্রতিটি মুহূর্ত ইস্তেগফারে রত থেকে খোদার আশ্রয়ে আশ্রিত থাকার জন্য প্রত্যেক আহমদীর সচেষ্ট হওয়া উচিত। শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা’লা। অতএব বিভ্রান্তির এই যুগে ইস্তেগফার করে আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আমাদের আসার

চেষ্টা করা উচিত। কেননা ইস্তেগফারই হচ্ছে সেই মাধ্যম, যদ্বারা মানুষ খোদার পবিত্র আশ্রয়ের গণ্ডিতে স্থান পেতে পারে।

কোন মানুষ জেনেশুনে কোন পাপের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। কোন্ কাজ করলে ক্ষতি হবে, তা জেনেও মানুষ সেই কাজ করার চেষ্টা করবে– এটি মানব প্রকৃতি পরিপন্থি। একজন প্রকৃত মু'মিনকে আল্লাহ্ তা'লা এমনিতেই ভালো ও মন্দের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষানুসারে পাপ-পুণ্য বিশ্লেষণ করে মানুষের পাপ বর্জন এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করা উচিত। শয়তানের একথা ভালোভাবে জানা আছে, যতক্ষণ মানুষ খোদার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে রয়েছে, তাঁর নিরাপদ দুর্গে রয়েছে, ততক্ষণ সে তার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। তাই শয়তান মানুষকে এই আশ্রয়স্থল থেকে, এই নিরাপদ দুর্গ থেকে বের করে তার নিজের পেছনে পরিচালিত করে। এটা স্পষ্ট যে, শয়তান প্রথমে পুণ্যের লোভ দেখিয়েই আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় থেকে মানুষকে বের করে, অর্থাৎ পুণ্যের লোভ দেখিয়েই একজন মু'মিনকে আল্লাহ্র আশ্রয় থেকে বের করা সম্ভব।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন,

"আজকাল বিভিন্ন পাপের মাঝে কতিপয় পাপ টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট-সংশ্লিষ্ট। জরিপ চালিয়ে দেখুন! বেশির ভাগ পরিবারে ছোট-বড় অনেকেই ফজরের নামায পড়ে না; এর কারণ হলো, গভীর রাত পর্যন্ত তারা টেলিভিশন দেখে বা ইন্টারনেটে বসে থাকে আর নিজেদের পছন্দের অনুষ্ঠান দেখতে থাকে। সকালে তাদের ঘুম ভাঙে না, বরং এমন লোকদের সকালে নামায পড়ার প্রতি মনোযোগই থাকে না। এ দু'টি বিষয় এবং এ ধরণের বাজে কার্যকলাপ এমন যে, তা কেবল দু'একবারই আপনাদের নামায নষ্ট করে না বরং যাদের অভ্যাস হয়ে যায়, তাদের নিত্যদিনের কাজ হলো, গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান দেখতে থাকা বা ইন্টারনেটে বসে থাকা। সকালে নামাযের জন্য ওঠা তাদের জন্য দুষ্কর বরং তারা উঠবেই না। সত্য কথা হলো, অনেকে এমনও আছে যারা নামাযকে কোন গুরুত্বই দেয় না।

নামায একটি মৌলিক তথা অবশ্য পালনীয় ইবাদত, যা আদায় করা সর্বাবস্থায় আবশ্যক; এমনকি যুদ্ধ, কষ্ট ও ব্যাধিগ্রস্থ অবস্থায়ও। মানুষ

নামায বসে পড়ুক বা শায়িত অবস্থায় পড়ুক অথবা যুদ্ধ ও সফরে কসর করেই পড়ুক না কেন, সর্বাবস্থায় তা পড়া আবশ্যক। স্বাভাবিকভাবে পুরুষদের জামা'তের সাথে এবং মহিলাদেরও সময়মত নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু শয়তান কেবল জাগতিক একটি অনুষ্ঠানের লোভ দেখিয়েও মানুষকে নামাযের কথা ভুলিয়ে দেয়। এছাড়া ইন্টারনেটও এমন একটি বিষয় যাতে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান রয়েছে, বিভিন্ন এপ্লিকেশন্স রয়েছে। মুঠোফোন, আইপ্যাড, ইত্যাদির মাধ্যমেও (শয়তান) মানুষকে এসব অনুষ্ঠানে জড়াতে থাকে। এগুলোতে প্রথমে ভালো অনুষ্ঠান দেখা হয়, এরপর আকর্ষণ বাড়তে থাকে আর এরপর ধীরে ধীরে সকল প্রকার নোংরা এবং চরিত্র বিধ্বংসী অনুষ্ঠান দেখা হয়। অনেক পরিবারে অশান্তির কারণ হলো, স্ত্রীর প্রাপ্য প্রদান করা হচ্ছে না, সন্তানের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা হচ্ছে না। এর মূল কারণ হলো, পুরুষ রাতের বেলা টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটে আজে-বাজে অনুষ্ঠান দেখায় মত্ত থাকে। এমন পরিবারের সন্তানসন্ততিও একই রঙে রঙিন হয়ে ওঠে আর তারাও সেসব অনুষ্ঠানই দেখে। অতএব একটি আহমদী পরিবারকে এসব রোগব্যাধি হতে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত।

শয়তানের আক্রমণ থেকে মু'মিনদের নিরাপদ রাখার ব্যাপারে মহানবী (সা.) কতইনা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা রাখতেন! তিনি (সা.) কীভাবে তাঁর (সা.) সাহাবীদেরকে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া শেখাতেন এবং কত পরিপূর্ণ দোয়া শেখাতেন– একজন সাহাবী তা এভাবে বর্ণনা করেছেন: **মহানবী (সা.) আমাদেরকে এই দোয়া শিখিয়েছেন যে, 'হে আল্লাহ্! আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসা সঞ্চার কর, আমাদের সংশোধন কর, আমাদেরকে শান্তি এবং নিরাপত্তার পথে পরিচালিত কর, অমানিশা থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদেরকে আলোর পানে পরিচালিত কর, আমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা থেকে রক্ষা কর আর আমাদের কানে, চোখে, আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে আমাদের জন্য কল্যাণ রেখে দাও আর আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দাও, নিশ্চয় তুমি তওবা গ্রহণকারী এবং বারবার কৃপাকারী। আমাদেরকে তুমি তোমার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ ও সেগুলোর গুণগ্রাহী বানাও এবং তা গ্রহণকারী বান্দায় পরিণত কর আর হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি তোমার নিয়ামতকে পূর্ণতা দান কর।'**

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাব: আত্ তাশাহ্হুদ, হাদীস নম্বর ৯৬৯)

অতএব এই দোয়াটি হলো, জাগতিক সকল অন্যায় বিনোদন থেকে বিরত রাখার মাধ্যম।"

(খুতবা জুমুআ ২০ মে ২০১৬, গুটেনবার্গ, সুইডেন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১০ জুন ২০১৬)

জুমুআর খুতবা ছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রযুক্তির অপব্যবহারকে ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধক বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওয়াকফে নওদের একটি ক্লাসে উপদেশ দিয়ে বলেন,

"হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয় থাকলে (তাঁর জন্য) ভালোবাসাও থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'তোমরা যদি আমার পথে এক পা অগ্রসর হও তবে আমি দু'পা অগ্রসর হই আর যখন কেউ আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে ছুটে যাই'।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন,

"জাগতিক কামনা-বাসনা যদি বেড়ে যায়, টিভি নাটক ও ইন্টারনেটে লাগামহীন আসক্তির কারণে নামাযে যদি দেরি হয়ে যায় তাহলে খোদার ভালোবাসা সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু এই ভালোবাসা অর্জন করতে হলে নিজের চাওয়াপাওয়া বিসর্জন দিতে হয়।"

(ওয়াকফে নও ক্লাস, ০৮ অক্টোবর ২০১১, বায়তুর রশীদ মসজিদ, জার্মানি;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৬ জানুয়ারি ২০১২)

"জাগতিক কামনা-বাসনা যদি বেড়ে যায়, টিভি নাটক ও ইন্টারনেটে লাগামহীন আসক্তির কারণে নামাযে যদি দেরি হয়ে যায় তাহলে খোদার ভালোবাসা সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু এই ভালোবাসা অর্জন করতে হলে নিজের চাওয়াপাওয়া বিসর্জন দিতে হয়।"

আহমদীদের বাহ্যিক আচার আচরণ উন্নত করার পাশাপাশি আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানের মান উন্নত করার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে এক জুমুআর খুতবায় হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"কিছু মানুষ পাশ্চাত্যের এসব দেশে এসে বস্তুবাদী পরিবেশে হারিয়ে গেছে আর মৌখিকভাবে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার

করলেও কার্যত তাদের কর্ম এর পরিপন্থি। আমাদের আহমদীরা এখানকার লোকদের সাথে মেলামেশা এবং অন্যদের সাথে উন্নত চরিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অনেক ভালো, কিন্তু ইবাদত ও আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে একজন আহমদীর যে উন্নত মান থাকা উচিত সেই মান পরিলক্ষিত হয় না....."

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দিক-নির্দেশনার আলোকে হুযূর আনোয়ার (আই.) কিছু চারিত্রিক দুর্বলতা চিহ্নিত করেন এবং সেগুলো দূরীভূত করার বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। এর পাশাপাশি বর্তমান যুগের কতিপয় আবিষ্কারের ক্ষতিকর ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক করে শির্‌কে কলুষিত বৈঠকাদি পরিহার ও ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার উপদেশ প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারবার নিজের জামা'তকে এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন যে, 'তাদের কেমন হওয়া উচিত এবং ঈমানের অবস্থা কীরূপ হওয়া উচিত'- এই বিষয়েও আমি তাঁর (আ.) একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি যেন আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই বয়আত করার পর যে দায়িত্ব বর্তায় তা পালন করতে পারে। নিজ জামা'তকে তিনি (আ.) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

বর্তমানে যুগ চরম অবক্ষয়ের দিকে ধাবমান, হরেক রকম শির্‌ক, বিদআত এবং বিভিন্ন প্রকার বিপত্তি দেখা দিয়েছে। বয়আতের সময় 'ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেব'– মর্মে যে অঙ্গীকার করা হয় এই অঙ্গীকার খোদার সামনে করা হয়।" প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, এই অঙ্গীকার খোদার সামনে করা হয় তাই আমৃত্যু এর ওপর যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করা উচিত নতুবা নিশ্চিত জেনো, বয়আত কর নি। কিন্তু যদি (এই অঙ্গীকারে) প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে আল্লাহ্ ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক আশিসে ধন্য করবেন।

তিনি (আ.) বলেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী পূর্ণ তাকওয়া অবলম্বন কর। যুগের অবস্থা খুবই ভঙ্গুর। খোদার ক্রোধ প্রকাশমান, খোদার ইচ্ছা অনুসারে যে নিজের ভেতর পরিবর্তন আনবে সে নিজের প্রাণ, পরিবার-পরিজন এবং সন্তানসন্ততির ওপর করুণা করবে।" বর্তমানে পৃথিবীর অবস্থায়

যে অবনতি ঘটছে সে দিকে দৃষ্টিপাত করে খোদা তা'লার প্রতি অনেক বেশি বিনত হওয়া উচিত। ..... তিনি (আ.) বলেন, "অপরাধ দু'ধরণের। একটি হলো, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, তাঁর মাহাত্ম্য অনুধাবন না করা এবং তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা। দ্বিতীয়টি হলো তাঁর বান্দাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করা এবং তাদের অধিকার প্রদান না করা। কাজেই উভয় প্রকার পাপ পরিহার কর আর আল্লাহ্‌র আনুগত্যে অবিচল থাক। বয়আতের সময় তোমরা যে অঙ্গীকার করেছ, এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহ্‌র বান্দাদের কষ্ট দেবে না, গভীর অভিনিবেশের সাথে কুরআন পাঠ কর এবং তদনুযায়ী আমল কর। সকল প্রকার হাসিঠাট্টা ও বৃথা কার্যকলাপ এবং পৌত্তলিকতাপূর্ণ বৈঠক পরিহার কর আর পাঁচবেলার নামায কায়েম কর। মোটকথা, ঐশী কোন নির্দেশ যেন তোমাদের দ্বারা লঙ্ঘিত না হয়। দেহকেও পবিত্র রাখ এবং মনকেও সকল প্রকার অন্যায় হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখ– এ বিষয়গুলোই খোদা তোমাদের কাছে আশা করেন।" *(মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৫-৭৬, ইংল্যাণ্ড সংস্করণ ১৯৮৫)*

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপরোক্ত বাণী পড়ে শোনানোর পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"এখন প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা দরকার যে, বৃথা কার্যকলাপ এবং শির্‌কে কলুষিত বৈঠক থেকে নিজেকে সে কতটা দূরে রেখেছে। এমন অনেকেই আছে যারা বলবে, 'আমরা এক খোদায় বিশ্বাস রাখি, শির্‌কে কলুষিত বৈঠকে আমরা বসি না'। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! ইন্টারনেট, টিভি বা যেকোন বৈঠকই হোক না কেন, যা নামায ও ইবাদতের ব্যাপারে উদাসীন করে দেয়– তা শির্‌কে কলুষিত বৈঠকই বটে।"

(খুতবা জুমুআ, ২১ এপ্রিল ২০১৭, ফ্রাঙ্কফোর্ট, জার্মানি;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ মে ২০১৭)

সোশাল মিডিয়ার অপব্যবহারের পরিণতিতে ইবাদতের মান এবং দোয়ার গ্রহণীয়তা কতটা প্রভাবিত হয়, এবিষয়টি হুযূর আনোয়ার (আই.) হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতির আলোকে তাঁর এক জুমুআর খুতবায় স্পষ্ট করেছেন।

"তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন,

'সম্পূর্ণভাবে খোদামুখী হয়ে যদি দোয়া করা হয় তাহলে দোয়ায় এক অলৌকিক কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এটি স্মরণ রাখতে হবে যে, দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার হাতে। দোয়ার জন্যও একটি বিশেষ সময় বা মুহূর্ত নির্ধারিত থাকে যেমনটি কিনা প্রভাতকালেও এমন একটি বিশেষ সময়ে এসে থাকে। এই সময়ের যে বিশেষত্ব আছে তা অন্য সময়ের মাঝে নেই। মোটকথা, দোয়ার জন্য কিছু বিশেষ মুহূর্ত নির্ধারিত আছে যখন দোয়া গৃহীত হয় বা সে সময়কার দোয়া কার্যকরী হয়ে থাকে।'

(মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৯, রাবওয়া সংস্করণ ২০০৩)

প্রভাতে নবোদ্যমে মানুষ যে কাজই করে এর ফলাফল উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। অবশ্য এ যুগে যারা সারা রাত অথবা গভীর রাত পর্যন্ত হয় ইন্টারনেটে বসে থাকে অথবা টিভির সামনে বসে থাকে কিংবা জাগতিক অন্য কোন কাজে লিপ্ত থাকে তাদের কথা ভিন্ন। তাদের রাতের ঘুম পূর্ণ হয় না। সকালে উঠলেও আধ-ভাঙা ঘুম নিয়ে ওঠে–এমতাবস্থায় নামায কী হবে? আর তাদের অন্যান্য কাজ কীইবা কল্যাণ বয়ে আনবে? প্রত্যেক ব্যক্তি, সে বস্তুবাদী হলেও সর্বোত্তম কর্মফল লাভের জন্য নবোদ্যমে কাজ করার চেষ্টা করে যেন পূর্ণ মনোযোগের সাথে কাজ করতে পারে আর যেন সেই কাজের সর্বোত্তম ফলাফল প্রকাশ পায়। তাই তিনি (আ.) বলেছেন, 'দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য তোমাদেরকে সর্বোত্তম কাল-ক্ষণ সন্ধান করা উচিত, সেই বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত যার কল্যাণে দোয়া গৃহীত হয়।"

(খুতবা জুমুআ, ১৫ মার্চ ২০১৩, বায়তুল ফতুহ্, লণ্ডন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৫ এপ্রিল ২০১৩)

ফজর নামাযের গুরুত্ব ও নামায সময়মত পড়ার ক্ষেত্রে কিছু অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতার কথা বলতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় ইবাদত ও জাগতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এভাবে উপদেশ প্রদান করেন:

পিতামাতা যদি সন্তানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেন তবে একদিকে যেখানে তারা নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে সেখানে তারা অনেক বাজে কাজ থেকেও রক্ষা পাবে। বিশেষ করে সপ্তাহান্তে অনেকেরই

রাত জেগে টিভি দেখার অথবা ইন্টারনেটে বসে থাকার অভ্যাস থেকে থাকে। সুতরাং নামাযের জন্য সময়মত জাগ্রত হলে সময়মত ঘুমানোর অভ্যাস গড়ে উঠবে আর অযথা সময় নষ্ট হবে না। বিশেষকরে যারা যৌবনে পদার্পন করছে, সকালে ওঠার কারণে ভারসাম্য বজায় রেখে জাগতিক কাজকর্ম করার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে; তবে কিছু অপারগতাও থাকে। দেখার মত ভালো অনুষ্ঠানাদিও থাকে, তথ্যসমৃদ্ধ প্রোগ্রামও থাকে– এসব অনুষ্ঠান দেখতে আমি বারণ করি না। মূলকথা হলো, প্রতিটি বিষয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন কিন্তু নামাযকে জলাঞ্জলি দিয়ে এসব জাগতিক বিষয়াদি অর্জন করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার শামিল।

এরপর পশ্চিমা দেশগুলোতে বসবাসকারীদের নামায আদায় করা ও যুগ-খলীফার কথা মনোযোগ সহকারে শোনার এবং সেগুলো পালন করার ব্যাপারে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"তাই আমি পুনরায় বলছি, আমাদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এসব দেশে বসবাসকারী লোকেরা জাগতিক ব্যস্ততার কারণে নামাযের দিকে মনোযোগ দেয় না। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শহরে বসবাসকারী লোকদের অবস্থাও তদ্রূপই, তা সত্ত্বেও কিছু লোক এমনও আছেন যারা মসজিদে গিয়ে থাকেন। ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দায়িত্বের প্রতি আমি বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করি আর আমার পূর্বের খলীফাগণও এ বিষয়ের প্রতি অসাধারণ গুরুত্বারোপ করে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এ যুগে খোদা তা'লা আমাদেরকে MTA-রূপী নিয়ামতে ধন্য করেছেন। পূর্বে খলীফাদের বাণী পৃথিবীর প্রান্তগুলোতে তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছতো না, কিন্তু এখন তাঁর (খলীফার) আহ্বান, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের বাণী সর্বত্র তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে যাচ্ছে। আমাদের মাঝে কিছু লোক যদি এ বক্তব্যগুলো না শোনে অথবা শুনলেও অনীহার সাথে শোনে অধিকন্তু এক কানে শোনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয় তাহলে 'ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেব এবং (যুগ-ইমাম) যে ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তই প্রদান করবেন তা মেনে চলব, তার পূর্ণ আনুগত্য করব' মর্মে বয়আতের যে অঙ্গীকার তারা করে তা রক্ষা করা হলো না। এক কানে শুনলাম আর অন্য কান দিয়ে

বের করে দিলাম; এটি আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়ারই নামান্তর। এটি এমন এক কর্ম যা পূর্ণ আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে নিয়ে যায়।"

(খুতবা জুমুআ, ২২ জুন ২০১২, বায়তুর রহমান মসজিদ, ওয়াশিংটন, আমেরিকা; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ জুলাই ২০১২)

যুক্তরাজ্য খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমায় ভাষণ দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) আহমদী যুবকদের বিশেষভাবে এই উপদেশই প্রদান করেন যে, 'তাদের উচিত নামাযকে নিজেদের প্রকৃত লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা'। তিনি বলেন,

"খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরা জীবনের এমন অংশে রয়েছে যখন তারা দৈহিকভাবে সবচেয়ে বেশি দৃঢ় থাকে এবং জীবনের যেকোন ক্ষেত্রে উন্নতি করার ও অগ্রসর হওয়ার শক্তিসামর্থ্য রাখে। তাই আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত ফরয বা আবশ্যকীয় ইবাদতগুলো তাদের জন্য পালন করা কঠিন হওয়া উচিত নয়। সুতরাং খোদ্দাম ও আতফালের উচিত নিয়মিত নামায পড়া এবং যতদূর সম্ভব জামা'তবদ্ধভাবে বা বাজামা'ত নামায আদায় করা। আপনাদের প্রত্যেকের উচিত নামায প্রতিষ্ঠা করাকে নিজেদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়া। কেননা জান্নাতের দ্বারসমূহ খাঁটি ইবাদতের মাধ্যমেই উন্মুক্ত করা হয়।"

(খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় যুবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬; সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ○

অনুবাদঃ আর আমি জিন্ন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।

(সূরা আয্ যারিয়াত 51: 57)

মু'মিন বৃথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে

- লজ্জাবোধ বা শালীনতার মান উন্নত করার আবশ্যকতা
- সৌন্দর্যের নামে নির্লজ্জতা বা অশালীনতা
- আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সামাজিক অবক্ষয়ের বিস্তার

লজ্জাবোধ বা শালীনতার মান উন্নত করার আবশ্যকতা

আধুনিক আবিষ্কারাদি ও যোগাযোগমাধ্যমের অসতর্ক ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বা চারিত্রিক ব্যাধি আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে। সমাজের ক্রমবর্ধমান এই অবক্ষয় থেকে জামা'তের সদস্যদের, বিশেষ করে আহমদী যুবকদের বাঁচার প্রতি গুরুত্বারোপ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বারবার উপদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হুযূর (আই.) এক জুমুআর খুতবায় বলেন,

"....শুরুতেও আমি বলেছিলাম, পৃথিবীর আধুনিক আবিষ্কারাদি যেমন টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদি লজ্জাবোধ বা শালীনতার সংজ্ঞাই যেন পাল্টে দিয়েছে। প্রকাশ্য নির্লজ্জতা সত্ত্বেও বলা হয়, 'এটা নির্লজ্জতা নয়'। তাই কোন একজন আহমদীর লজ্জাবোধের মানদণ্ড তা হওয়া উচিত নয় যা টিভি বা ইন্টারনেটে মানুষ দেখে। এটি শালীনতা নয়, বরং এটি প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাসত্ব। বাহ্যত কতক ভদ্র আহমদী পরিবারেও পর্দাহীনতা শালীনতার মানদণ্ড বদলে দিয়েছে। যুগের উন্নতির নামে এমন কিছু কথা বলা হয়, এমন আচার-আচরণ প্রদর্শন করা হয় যা কোন ভদ্র মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, তা সে স্বামী-স্ত্রীই হোক না কেন। এমন কিছু কাজ রয়েছে যা অন্যদের সামনে করাটা কেবল অবৈধই নয়, বরং তা পাপে পর্যবসিত হয়। আহমদী পরিবারগুলো যদি নিজেদের ঘরকে সেসব অশ্লীলতা থেকে পবিত্র না রাখে, তবে তারা সেই অঙ্গীকারেরও কোন তোয়াক্কা করল না, যে অঙ্গীকার তারা এ যুগে যুগ-ইমামের হাতে নবায়ন করেছে; পক্ষান্তরে তারা নিজেদের ঈমানকেও ধ্বংস করল। মহানবী (সা.) খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন,

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ-

অর্থাৎ 'শালীনতাবোধ বা লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম অঙ্গ'।

(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নম্বর ৫৯)

অতএব প্রত্যেক আহমদী যুবকের এটি বিশেষভাবে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, প্রচারমাধ্যমে বর্তমান যুগের নোংরামি দেখে এর ফাঁদে পা দেবেন না, নতুবা ঈমান হারিয়ে বসবেন। এসব নির্লজ্জতার কারণেই কেউ কেউ

এগুলোতে জড়িয়ে পড়ে এবং তারা সব সীমা ছাড়িয়ে যায় আর একারণেই কতককে আবার জামা'তের নেযাম থেকে বহিষ্কারমূলক শাস্তিও দিতে হয়। সর্বদা এটি মাথায় থাকা উচিত যে, আমার প্রতিটি কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে (নিবেদিত হওয়া উচিত)।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে মহানবী (সা.) বলেছেন, নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্লজ্জতা কুৎসিত বানিয়ে দেয় আর লজ্জাবোধ ও শালীনতা প্রত্যেক লজ্জাশীল ব্যক্তিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, চরিত্রবান করে।"

(সুনান তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস্ সিলাহ, হাদীস নম্বর: ১৯৭৪)

(খুতবা জুমুআ, ১৫ জানুয়ারি ২০১০, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০)

সৌন্দর্যের নামে নির্লজ্জতা বা অশালীনতা

বহুবার, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সমাজে ক্রমবর্ধমান নির্লজ্জ আচার-আচরণকে হুযূর আনোয়ার (আই.) অত্যন্ত ভয়াবহ আখ্যায়িত করেছেন আর একই সাথে এথেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য 'গায্যে বাসার' অর্থাৎ দৃষ্টি সংযত রেখে লজ্জাবোধের চেতনায় দৃষ্টি অবনত রাখা-সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষাও বিভিন্ন স্থানে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। নিজের এক বক্তৃতায় তিনি (আই.) আহমদী নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন-

"যেমনটি আমি বলেছি, পোশাক-পরিচ্ছদ অশালীন হয়ে চলেছে। এছাড়া বড় বড় বিজ্ঞাপনী বোর্ডের মাধ্যমে, টিভি ও ইন্টারনেটে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এমনকি সংবাদপত্রের মাধ্যমেও অশালীন বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছে। কোন শালীন ব্যক্তির চোখ যদি এগুলোর ওপর পড়ে, লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে যায় আর হওয়া উচিত। সবকিছুই করা হয় আধুনিক সামাজিকতা ও মুক্ত চিন্তার নামে। যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি, এই সৌন্দর্য এখন অশ্লীলতায় রূপ নিয়েছে, অর্থাৎ সৌন্দর্যের নামে নির্লজ্জতার প্রসার ঘটছে।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৯ জুন ২০১৩;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ অক্টোবর ২০১৩)

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সামাজিক অবক্ষয়ের বিস্তার

বর্তমান যুগে যোগাযোগমাধ্যমের অসাধারণ বিস্তৃতির ফলে চারিত্রিক রোগব্যাধির পরিধিও দ্রুত বিস্তৃত হয়ে চলেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টির প্রতি জামা'তের সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) তার এক জুমুআর খুতবায় বলেন:

"বর্তমানে বাস্তবে যে আশংকা বিরাজমান তা হল, পাপের লাগামহীন বিস্তার এবং এর পাশাপাশি ব্যক্তি ও বাক-স্বাধীনতার নামে কিছু নোংরামিকে আইনী বৈধতা প্রদান। ইতোপূর্বে নোংরামি ছিল সীমিত পরিসরে, অর্থাৎ পাড়ার নোংরামি পাড়ায় বা শহরের নোংরামি শহরে কিংবা দেশের নোংরামি দেশের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত; অথবা খুব বেশি হলে নিকট প্রতিবেশী তার দ্বারা প্রভাবিত হতো। কিন্তু এখন ভ্রমণের সহজসাধ্যতা, টিভি-ইন্টারনেট ও বিভিন্ন যোগাযোগমাধ্যম, প্রত্যেক ব্যক্তিগত ও স্থানীয় পাপকে বা নোংরামিকে আন্তর্জাতিক রূপ দিয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে হাজার হাজার মাইল দূরে যোগাযোগ করে অশ্লীলতা ও নোংরামি ছড়ানো হয়।"

(খুতবা জুমুআ, ০৬ ডিসেম্বর ২০১৩, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩)

মহানবী (সা.)-এর অমৃত বাণীঃ

اَلْحَيَآءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ-

অর্থাৎ- শালীনতাও ঈমানের একটি অঙ্গ।

(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নম্বর : ৫৯)

সন্তানসন্ততির শিক্ষাদীক্ষায়
পিতামাতার ভূমিকা

- ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মিডিয়ার মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষা করুন
- শৈশব থেকেই সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিন
- অল্পবয়স্ক শিশুর মোবাইল ফোনের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার
- অনৈতিক টিভি প্রোগ্রাম ব্লক করে দিন

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মিডিয়ার মন্দপ্রভাব থেকে রক্ষা করুন

২০১০ সালের ২৩ এপ্রিল সুইজারল্যান্ডে জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সুশিক্ষার বরাতে হুযূর আনোয়ার (আই.) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জুমুআর খুতবা প্রদান করেন, যাতে বিভিন্ন সমাজে মাথাচাড়া দেয়া চারিত্রিক দুর্বলতা, বিশেষ করে পশ্চিমা সমাজে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন চারিত্রিক ব্যাধি সম্পর্কে তিনি সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন এবং সেগুলো প্রতিরোধকল্পে পিতামাতার পাশাপাশি জামা'তী ব্যবস্থাপনা ও অঙ্গ সংগঠনগুলোর দায়দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হুযূর (আই.) বলেন:

"... অনেক সময় সন্তানরাও খোদা তা'লার নির্দেশের বিপরীতে দাঁড়িয়ে যায়। এটিও এক প্রকারের শির্ক। খোদা তা'লার স্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করে সন্তানদের কথা মানা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন শির্ক। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলোই আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করা ভুলিয়ে দেয়। এমন অনেকেই আছে যারা সন্তানদের কারণে জামা'ত থেকে দূরে সরে আছে। সন্তান'কে অযথা আহ্লাদ করা এবং লাগামহীন ছেড়ে দেয়া একদিকে যেখানে সন্তানকে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে অপরদিকে স্বয়ং পিতামাতাও ধর্ম থেকে দূরে সরে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এক স্থানে বলেন:

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَاٰمَنُوْالَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِاللّٰهِ ۚ

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে উদাসীন না করে...।" (সূরা আল্ মুনাফিকূন 63 : 10)

"অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একজন আহমদীর কাছে এই প্রত্যাশা রেখেছেন যে, সে সকল প্রকার মিথ্যা, ব্যভিচার, কু-দৃষ্টি, ঝগড়াবিবাদ, যুলুম-নির্যাতন, বিশ্বাসঘাতকতা, নৈরাজ্য, বিদ্রোহ ইত্যাদি থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকবে। সদা আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে যে, আমি কি এসব অপকর্ম থেকে বিরত থাকছি? কেউ কেউ এ বিষয়গুলোকে ক্ষুদ্র ও

তুচ্ছ জ্ঞান করে। ব্যবসা বাণিজ্যে ও নিজেদের দৈনন্দিন কার্যকলাপে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। তাদের কাছে মিথ্যা বলা অতি সামান্য একটি ব্যপার; অথচ আল্লাহ্ তা'লা এটিকেও শির্কের সমতুল্য আখ্যা দিয়েছেন। ব্যভিচার ও কু-দৃষ্টির ন্যায় অপকর্মগুলো মিডিয়ার বদৌলতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। বাড়িঘরে টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে এমনসব বাজে এবং নোংরা সিনেমা ও অনুষ্ঠান দেখানো হয় যেগুলো মানুষকে কু-কর্মে প্ররোচিত করে। অনেক আহমদী পরিবারে বিশেষ করে যুবক-যুবতীরা এসব অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমে আলোকিত চিন্তাধারা বা আধুনিকতার নামে এই ছবিগুলো দেখা হয়। এরপর কিছু দুর্ভাগা পরিবার কার্যতই এসব অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। অতএব এই ব্যভিচার হল মস্তিস্কের ব্যভিচার। অপরদিকে চোখের ব্যভিচারও রয়েছে আর এই ব্যভিচারই আরো অগ্রসর হয়ে প্রকৃত কু-কর্মে লিপ্ত করে। পিতামাতা প্রথম দিকে সাবধানতা অবলম্বন করেন না। বিষয় যখন হাতছাড়া হয়ে যায় তখন হা-হুতাশ আর কান্নাকাটি করে বলতে থাকেন, আমাদের সন্তানসন্ততি নষ্ট হয়ে গেছে! আমাদের সন্তানরা ধ্বংস হয়ে গেছে! প্রারম্ভেই দৃষ্টি রাখুন। বাজে প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে ছেলেমেয়েকে টিভির সামনে বসতে দেবেন না আর তাদের ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রতিও লক্ষ্য রাখুন।

অনেক এমন পিতামাতা আছেন যারা খুব একটা শিক্ষিত নন। তাদেরকে এসব বিষয়ে অবগত করার দায়িত্ব জামা'তী ব্যবস্থাপনার। অন্যান্য সংগঠন যেমন মজলিস আনসারুল্লাহ্, লাজনা ইমাইল্লাহ্ এবং খোদ্দামুল আহমদীয়াও রয়েছে। নিজ নিজ ব্যবস্থাপনার অধীনে তাদের দায়িত্ব হল, সেসকল মন্দ বিষয়াবলী থেকে মুক্ত রাখার নিমিত্তে প্রোগ্রাম তৈরি করা। যুবক-যুবতী ছেলেমেয়েকে জামা'তী ব্যবস্থাপনার সাথে ও অঙ্গসংগঠনের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করুন যেন ধর্ম সর্বদা তাদের কাছে অগ্রগণ্য থাকে। এ বিষয়ে পিতামাতাদের জামা'তী ব্যবস্থাপনার সাথে বা অঙ্গসংগঠনসমূহের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করা উচিত। পিতামাতা যদি কোন ধরনের দুর্বলতা দেখান তবে তারা নিজেরাই সন্তানদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য দায়ী হবেন। বিশেষ করে পরিবারের যিনি তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ পুরুষের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, সন্তানদের সে আগুনে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করা, যে আগুন থেকে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের ও আপনাদের গুরুজনদের

রক্ষা করেছেন এবং নিজ অনুগ্রহে যুগের ইমামকে গ্রহণ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। আজ সমগ্র বিশ্ব বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমান এক পথপ্রদর্শক নেতার সন্ধানে চরম অস্থিরতায় হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যার ফলে আপনারা যুগ-ইমামের হাতে বয়আত করে পথের দিশা পেয়েছেন। খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততার সুবাদে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতি অব্যাহতভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়ে থাকে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার এসব অনুগ্রহের দাবি হল, মনোযোগ আকর্ষণের পর প্রত্যেক পাপ বর্জন করার অঙ্গীকার করে, 'লাব্বায়েক' বলে এগিয়ে চলুন। পুণ্যের পথে নিজেও পদচারণা করুন এবং সন্তানদেরকেও এই পথে চলার উপদেশ দিতে থাকুন অর্থাৎ এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন। খোদা তা'লার নির্দেশ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের সন্তানদেরকে আগুন থেকে রক্ষা কর।' –মর্মে আয়াতটি সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখুন।

(সূরা আত্ তাহ্রীম 66 : 7)

বর্তমানে জাগতিক চাকচিক্য, ক্রীড়াকৌতুক এবং বিভিন্ন ধরণের অপকর্ম, যেগুলোকে পশ্চিমা বিশ্বে মন্দকর্ম হিসেবে গণ্য হয় না কিন্তু ইসলামী শিক্ষায় সেগুলো পাপাচার বলে পরিগণিত হয়, যেগুলো চারিত্রিক স্খলন ঘটায়, তা আজ সবাইকে গ্রাস করতে উদ্যত। পূর্বেও আমি বলেছি, প্রথমে আলোকিত চিন্তাধারা বা মুক্ত চিন্তার নামে বিভিন্ন মন্দ কাজ করা হয় এবং পরে সেগুলো ক্রমাগতভাবে পাপের দিকে ঠেলতে থাকে। এগুলো না কোন বিনোদন আর না কোন স্বাধীনতা বরং বিনোদন ও স্বাধীনতার নামে এক অগ্নিগহ্বর। নিজ বান্দার প্রতি অত্যন্ত সদয় খোদা, মু'মিনদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, এ হলো আগুন, এ হলো আগুন, এই আগুন থেকে নিজেও নিরাপদ থাক এবং সন্তানসন্ততিকেও রক্ষা কর। যেসব যুবক-যুবতী এই সমাজে বসবাস করছে, তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, তোমরা মনে করো না, এই ক্রীড়া কৌতুকে পড়ে থাকাই তোমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য আর এটিই

আমাদের জীবনের সবকিছু! বরং আহমদী হিসেবে তোমাদের এবং অ-আহমদীদের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য দৃশ্যমান থাকা আবশ্যক।"

(খুতবা জুমুআ, ২৩ এপ্রিল ২০১০, সুইজারল্যান্ড;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪ মে ২০১০)

শৈশব থেকেই সন্তানদের তরবিয়্যত বা শিক্ষাদীক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখুন

সন্তানদের মস্তিষ্কে পরিবেশ কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের চারিত্রিক গঠনে তা কী ধরনের ভুমিকা রাখে– এ বিষয়ে এক জুমুআর খুতবায় হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রকৃতিতে অনুকরণপ্রিয়তার বৈশিষ্ট্য রেখেছেন, যা শৈশব থেকেই প্রকাশ হওয়া শুরু হয়ে যায়, কারণ এটি মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। তাই শিশুদের প্রকৃতিতেও অনুকরণের এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় আমাদের কল্যাণের জন্যই, কিন্তু এর অপব্যবহার মানুষকে ধ্বংসও করে দেয় অথবা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এই অনুকরণ-প্রিয়তা ও পরিবেশের প্রভাবেই পিতামাতার কাছ থেকে সন্তান ভাষাজ্ঞান লাভ করে অথবা অন্যান্য কাজের শিক্ষা লাভ করে, ভাল কথাবার্তা শেখে এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়। পিতামাতা যদি পুণ্যবান, নামাযী ও কুরআন পাঠকারী হন আর পরস্পর প্রেম-প্রীতিঘন পরিবেশে বসবাসকারী হন, মিথ্যাচারকে ঘৃণা করেন, তাহলে শিশুরাও তাদের প্রভাবে পুণ্য অবলম্বনকারী হবে। কিন্তু ঘরে যদি মিথ্যাচার, ঝগড়া-বিবাদ, অন্যদের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রুপমূলক কথাবার্তা ও জামা'তের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবোধবিবর্জিত আচরণ প্রদর্শন করা হয় অথবা শিশু যখন এ ধরণের মন্দ বিষয়াদি দেখে তখন প্রকৃতিগতভাবেই অনুকরণ-প্রিয়তার কারণে অবশেষে সেও এসব পাপই রপ্ত করে। ঘরের বাইরে গিয়ে বাইরের পরিবেশে ও বন্ধুদের মাঝে সে যা কিছু লক্ষ্য করে তা শেখার চেষ্টা করে। তাই আমি পিতামাতা'র দৃষ্টি বারবার এদিকে আকর্ষণ করে থাকি যে, আপনাদের সন্তানরা বাইরে কেমন পরিবেশে সময় কাটাচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টি রাখুন। ঘরে শিশুদের যেসব প্রোগ্রাম রয়েছে

আর তারা টিভিতে যে সমস্ত অনুষ্ঠান দেখে অথবা ইন্টারনেট ইত্যাদির যে ব্যবহার তারা করে, তার ওপরও চোখ রাখুন।

(খুতবা জুমুআ, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৩ জানুয়ারি ২০১৪)

অল্পবয়স্ক শিশুদের মোবাইল ফোনের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার

মোবাইল ফোনসহ আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে শিশু-কিশোরদের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে এই বিষয়ে জার্মানিতে আতফালুল আহমদীয়ার ইজতেমায় তরুণ প্রজন্ম ও শিশু-কিশোরদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

"বর্তমানে এখানে শিশু-কিশোরদের একটি বড় ব্যাধি হলো- তারা পিতামাতার কাছে আবদার করে বলে, 'আমাদেরকে মোবাইল ফোন কিনে দাও। দশ বছর বয়সে উপনীত হওয়া মাত্রই আমাদের হাতে মোবাইল ফোন আসতে হবে।' (হে শিশু-কিশোরগণ!) আপনারা এমন কী ব্যবসা করছেন? আপনারা এমন কী কাজ করছেন, যেজন্য আপনাদের প্রতি মিনিটে ফোন করে খবরাখবর নিতে হবে? আর জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমরা আমাদের 'আব্বু-আম্মুকে ফোন করব'। আপনার ফোনের বিষয়ে পিতামাতার যদি চিন্তা না থাকে তবে আপনারও এ নিয়ে ভাবা উচিত নয়। কেননা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্ষতিকর বিষয়াদি সামনে আসে। মোবাইল ফোন থাকলে মানুষ যোগাযোগ করে আর পরবর্তীতে শিশু-কিশোরদেরকে ফুসলিয়ে বিভিন্ন বদ-অভ্যাসে অভ্যস্ত করে। অতএব মোবাইল ফোন মারাত্মক ক্ষতিকর জিনিস। ছেলেমেয়েরা বুঝে উঠতে পারেনা যে, মোবাইলের কারণেই তারা অন্যায় কাজে জড়িয়ে যায়। তাই মোবাইল ফোন এড়িয়ে চলুন। যেভাবে আমি একটু আগে টিভির অনুষ্ঠানাদির কথা বললাম; কার্টুন বা টিভির কতক তথ্যসমৃদ্ধ অনুষ্ঠান দেখা উচিত কিন্তু নিরর্থক ও বাজে যত অনুষ্ঠানাদি রয়েছে সেগুলো পরিহার করা উচিত"।

(আতফালুল আহমদীয়া জার্মানির বার্ষিক ইজতেমায় শিশু কিশোরদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৯ মার্চ ২০১২)

অনৈতিক টিভি প্রোগ্রাম ব্লক করে দিন

বিনোদনের উদ্দেশ্যে কেবল ছোটরা নয় বরং বড়রাও টেলিভিশনের সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে, ফলে কারো কারো মাঝে মন্দকে মন্দ মনে করার চৈতন্য লোপ পায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অশালীন টিভি প্রোগ্রাম দেখা এবং নির্লজ্জতার ভয়ানক পথ এড়িয়ে চলার নসীহত করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

"অতএব শয়তানের থাবা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করার প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার উক্তি অনুসারে 'আহসান কওল' বা উত্তম কথা আবশ্যক।"

এ প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা আহযাবের ৭০ নম্বর আয়াতে বর্ণিত 'কওলে সাদীদ' (তথা সহজ-সরল-সত্য) বলা সংক্রান্ত নির্দেশের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

"অতঃপর মান-সম্মত সত্য কীভাবে বলা যেতে পারে সে সংক্রান্ত নসীহতের পাশাপাশি এই তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে, যেসব সভায় সত্য কথা বলা হয় না, হীন এবং বাজে আলাপচারিতা হয়, সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কর। যেখানে খোদার শিক্ষা-পরিপন্থি কথাবার্তা হয়, সেসব বৈঠকে যাবে না। বর্তমানে অজান্তে ঘরোয়া বৈঠকগুলোতে অথবা নিজেদের বৈঠকেও এসব হীন ও বাজে কথাবার্তা চলতে থাকে। নেযাম বা জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথাবার্তা হয়। আমি বেশ কয়েকবার বলেছি, কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে আর নিম্নপর্যায়ে সমাধা না হলে আমাকে অবহিত করুন। কিন্তু মজলিসে বা সভায় বসে এসব আলোচনা করলে তা বৃথা বা বাজে কাজ গণ্য হবে। কেননা, এর মাধ্যমে সংশোধন হয় না বরং আশান্তি ও ঝগড়া-বিবাদ এবং বিশৃঙ্খলা আরো বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান যুগে টিভিতে নোংরা চলচ্চিত্র দেখানো হয়। ইন্টারনেটে চরম নোংরা ও অশ্লীল চলচ্চিত্র রয়েছে আর নৃত্য ও গান-বাজনা প্রদর্শিত হয়। ভারতীয় কিছু চলচ্চিত্রে এমন সব গান-বাজনা রয়েছে যাতে দেব-দেবীর দোহাই দিয়ে যাচনা করা হয় অথবা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের গীত গাওয়া হয়, যা পক্ষান্তরে এক-অদ্বিতীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান খোদা তা'লাকে অস্বীকার

করার নামান্তর। অথবা এটি প্রকাশ করা হয় যে, দেব-দেবী বা প্রতিমাগুলো আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম। এগুলোও বাজে কাজ এবং শির্ক বিশেষ। শির্ক এবং মিথ্যা- এক ও অভিন্ন বিষয়। এমন গানও শোনা উচিত নয়।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন:

"এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন -

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(সূরা হামীম আস্ সাজদা 41: 37)

অর্থাৎ- শয়তানের পক্ষ থেকে যদি কোন বিভ্রান্তিকর বিষয় তোমার কর্ণগোচর হয়, শয়তান যদি এমন কথা পৌঁছায় যা 'আহসান কওল' বা উত্তম কথার পরিপন্থি, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাহায্য যাচ্না কর। তুমি আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসার জন্য অনেক বেশি দোয়া কর আর **'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম'** এবং **'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্'** পাঠ কর। সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, পবিত্র উদ্দেশ্যে যদি দোয়া করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তা শ্রবণ করেন।"

(খুতবা জুমুআ, ১৮ অক্টোবর ২০১৩, মসজিদ বায়তুল হুদা, সিডনী, অস্ট্রেলিয়া; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৮ নভেম্বর ২০১৩)

নিরর্থক বা বাজে বিষয়াদি (অর্থাৎ টিভি, ইন্টারনেট প্রভৃতি) থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) বেশ কয়েকটি স্থানে উপদেশ প্রদান করেছেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানির এক ইজতেমায় হুযূর (আই.) নির্দেশনা দিয়ে বলেন :

"এছাড়া রয়েছে নিরর্থক কার্যকলাপ। এ সম্পর্কে আমি বিশেষভাবে শিশু কিশোরদেরকেও বলতে চাই যে, বৃদ্ধারা এক সাথে বসে যেসব খোশগল্প ও বৃথা আলাপচারিতায় মেতে উঠে, কেবল তা-ই নিরর্থক কথাবার্তা নয়- তারা তো তা করেই থাকে, তাদেরকেও এ থেকে বিরত রাখতে হবে, কিন্তু দশ-বারো বছর বয়সের মেয়ে থেকে শুরু করে যুবতী মেয়েদের জন্য বর্তমানে টিভি এবং ইন্টারনেটে যেসব প্রোগ্রাম রয়েছে সেগুলোও বৃথা কাজের অন্তর্গত।

আপনারা যদি সারাদিন বসে বসে এমন সব অনুষ্ঠান দেখতে থাকেন যা ধর্মীয় নীতির পরিপন্থি তাহলে তা বাজে বা বৃথা কার্যকলাপ। ইন্টারনেট কখনো কখনো আপনাদেরকে এমন জায়গায় নিয়ে যায় যেখান থেকে আপনাদের জন্য আর ফিরে আসা সম্ভব হয় না বরং অশ্লীলতা ক্রমাগতভাবে ছড়াতে থাকে। কখনো কখনো এমন বিষয়াদিও সামনে আসে যে, ছেলেরা মেয়েদেরকে বিভিন্ন দুষ্কৃতকারী দলের জালে ফাঁসিয়ে দিয়েছে, যার ফলে তাদেরকে বাড়ি ছাড়া হতে হয়েছে। এরা নিজেদের পরিবার ও জামা'ত উভয়ের জন্যই দুর্নাম বয়ে এনেছে। এজন্য ইন্টারনেট বা এ ধরণের মাধ্যমগুলোর অপব্যবহার থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা উচিত। এ ছাড়াও চিন্তাভাবনাকে কলুষিত করার জন্য ইন্টারনেটে অনেক প্রোগ্রাম রয়েছে। টিভিতেও অনেক অশালীন প্রোগ্রাম দেখানো হয়ে থাকে। পিতামাতার উচিত, সেসব চ্যানেল ব্লক (Block) করে রাখা যা সন্তানদের চিন্তাচেতনায় নোংরা প্রভাব ফেলে। এগুলো স্থায়ীভাবে লক (Lock) করতে হবে। সন্তানরা দু'এক ঘন্টা অথবা যতক্ষণই টিভি দেখতে চায়, দেখুক! তবে তা হতে হবে শালীন নাটক বা কার্টুন। যদি অশালীন অনুষ্ঠান দেখা হয় তবে এর দ্বায়ভার পিতামাতার ওপরও বর্তায়। তবে বারো-তেরো বছর বয়সের মেয়েরা বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে, তাই নিজ থেকেই তাদের এগুলো পরিহার করা উচিত। আপনারা আহমদী সন্তান, আহমদীদের আচার-আচরণ অতি সুন্দর ও আকর্ষণীয় হওয়া উচিত, যেন দেখেই বোঝা যায় যে, এরা 'আহমদী সন্তান'।

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানির বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ; ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৬ নভেম্বর, ২০১২)

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ-নির্দেশনা

"আমি বারবার পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি, সন্তানরা বাইরে কেমন পরিবেশে ওঠা-বসা করে তার প্রতিও দৃষ্টি রাখুন আর ঘরে যখন তারা টিভির প্রোগ্রাম দেখে বা ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে তখনো সজাগ দৃষ্টি রাখুন।"

(খুতবা জুমুআ, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩, বায়তুল ফুতুহ্,লন্ডন)

বর্তমান যুগে মায়েদের দায়-দায়িত্ব

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

অনুবাদঃ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের জীবনসঙ্গী এবং সন্তানসন্ততিদের মাধ্যমে আমাদের চোখের স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম (নেতা) বানিয়ে দাও।

(সূরা ফুরকান 25 : 75)

বর্তমান যুগে মায়েদের দায়-দায়িত্ব

ঈবাদুর রহমানের (অর্থাৎ রহমান খোদার বান্দাদের) বৈশিষ্ট্যাবলী তুলে ধরতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) নিজ বক্তৃতায় লাজনা ইমাউল্লাহ্'র সদস্যাদেরকে বৃথা ও বাজে কার্জকলাপ থেকে বিরত থাকার নসীহত করে বলেন:

"এরপর আল্লাহ্ তা'লা এক স্থানে বলেন, মু'মিন বৃথা ও বাজে কার্জকলাপ থেকে বিরত থাকে। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, বৃথা ও বাজে কার্জকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে সেগুলো এড়িয়ে চলে; (এই বিশ্বাসের সাথে যে,) আমরা আহমদী, তাই বৃথা ও জাগতিক বাজে কাজে সময় নষ্ট করা আমাদের শোভা পায় না। যেমন ধরুন, বর্তমানে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে একেবারেই অর্থহীন এবং বাজে অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারিত হয়। দৈবাৎ কিছু ভালো অনুষ্ঠানও দেখানো হয়। কিন্তু এগুলোর মাঝেও হঠাৎ করে অর্থহীন ও অশালীন বিজ্ঞাপন আরম্ভ হয়ে যায়। তাই নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর নির্বিশেষে প্রত্যেক আহমদীর উচিত, এ জাতীয় অনুষ্ঠান যদি সম্প্রচারিত হওয়া শুরু হয় অথবা এধরণের বাজে ছবি আসতে থাকে তাহলে টিভি তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেয়া। যেভাবে আমি বললাম, অনুষ্ঠানের মাঝেই বিজ্ঞাপন আরম্ভ হয়ে যায়, সেগুলোও দেখা উচিৎ নয়। অতএব আহমদী মেয়ে, ছেলে এবং আহমদী মহিলাদের এই ধরনের বাজে অনুষ্ঠানের ধারেপাশেও যাওয়া সমীচীন নয়।

ইন্টারনেটে কিছু সাইট্স রয়েছে এগুলোতেও অত্যন্ত জঘন্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে। এগুলো থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। একজন প্রকৃত আহমদীর বৈশিষ্ট্য হলো এ জাতীয় বৃথা ও অর্থহীন কার্যকলাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা; কেননা আল্লাহ্ তা'লার পুরষ্কারে ধন্য হওয়া এবং তা থেকে কল্যাণ লাভের জন্য এটি আবশ্যক।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই দোয়াও করো আর এ লক্ষণটি এমন লোকদেরই যারা এ দোয়া করে যে,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অনুবাদ: "হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের জীবনসঙ্গী এবং সন্তানসন্ততির মাধ্যমে আমাদেরকে নয়নের স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম (পূর্বসূরী) বানিয়ে দাও" (সূরা ফুরকান 25 :75)। অতএব এই দোয়া আপনাকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার পাশাপাশি আপনার সন্তানসন্ততিকেও জাগতিক অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রেখে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করবে। স্বামী ধর্মের প্রতি উদাসীন এবং নামাযে অনিয়মিত বলে যেসব স্ত্রী অভিযোগ করেন তাদের জন্যেও এই দোয়াটি কাজে আসবে। আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত দোয়া আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই গ্রহণ করেন। পুরুষরাই শুধুমাত্র মুত্তাকীদের ইমাম– এমনটি মনে করবেন না। এমন প্রতিটি মহিলা যে নিজ সন্তানের জন্য দোয়া করে আর আগামী প্রজন্মের মাঝে এই চেতনা সঞ্চারিত করার চেষ্টা করে যে, আল্লাহ্‌কে ভালোবাসো, তাঁর সম্মুখে অবনত হও, পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও– এরাই মূলত মুত্তাকীদের ইমাম হওয়ার চেষ্টা করে আর ইমাম হয়ও বটে; নিজ পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সে ইমাম।

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ০৪ নভেম্বর ২০০৭; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৬)

আয়ারল্যাণ্ডের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার কর্মকর্তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে মায়েদের দায়দায়িত্ব প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন :

"যেখানে ছেলেমেয়েরা সহশিক্ষা গ্রহণ করে, সেখানে (স্মরণ রাখতে হবে) পড়ালেখা করতে কোন অসুবিধা নেই কিন্তু শর্ত হলো, ছেলেমেয়ে পরস্পর যেন বন্ধুত্ব না গড়ে আর একে অপরের সাথে কেবল প্রয়োজন হলেই যেন কথা বলে; তবে এস.এম.এস, ফেইসবুক, চ্যাট এবং ফোন করা থেকে বিরত থাকবে। পিতামাতাকে বলুন, তারা যেন সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। সর্বদা কম্পিউটার ও মুঠোফোন হাতে রাখা ঠিক নয়। যেসব মায়েরা কম্পিউটার চালাতে জানেন না, তারা শিখে ফেলুন, যেন সন্তানদের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিতে পারেন"।

(ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার মিটিং, লাজনা ইমাউল্লাহ্, আয়ারল্যাণ্ড, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ অক্টোবর ২০১০)

এমনিভাবে সামাজিক বৃথা কার্যকলাপের কবল থেকে নিজ পরিবারকে মুক্তরাখা প্রসঙ্গে আহমদী মহিলাদেরকে উপদেশ দিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"... একইভাবে নোংরা ও অশ্লীল চলচ্চিত্রও বৃথা কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত। তেমনিভাবে নোংরা ও অশ্লীল বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা এবং সাময়িকীও রয়েছে। এযুগে যৌন সম্পর্কের বিষয়ে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় যেন এর ক্ষতিকর দিক থেকে নিরাপদ থাকা যায়! এমন অজুহাত দেখিয়ে বাজারে এসব পত্রপত্রিকা ছড়ানো হয়ে থাকে। তারা এসবের ক্ষতিকর দিক থেকে রক্ষা পায় কিনা জানি না; কিন্তু যা অবশ্যই ঘটে তা হলো রাস্তাঘাটে, অলি-গলিতে এধরণের বিজ্ঞাপন অবশ্যই চরিত্র-বিধ্বংসী রোগব্যাধিতে সমাজকে নিমজ্জিত করে। যে বিষয়টি মানুষের প্রকৃতির অংশ তা যথাসময়ে স্বাভাবিকভাবেই সে জেনে যাবে। জ্ঞানের নামে মানসিক এই বিকার গ্রস্ততা থেকে নিজেকে দূরে রাখা উচিত। তাই তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নিজের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ব্যভিচার হতে পবিত্র রাখ। অতএব প্রত্যেক মহিলার উচিত এক ব্যাকুলতা নিয়ে নিজ সন্তানদেরকে বোঝানো। প্রত্যেক সাবালক মেয়ে, যার চিন্তাভাবনায় পরিপক্কতা এসেছে, তার এই অনুভুতি থাকা আবশ্যক যে, এসকল ক্ষতিকর বিষয় তাকে আরো নোংরামীর মাঝে ঠেলে দেবে, তাই এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। যে জিনিসেরই অবৈধ ব্যবহার আরম্ভ হবে তা-ই বৃথা বা নিরর্থক কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ ইন্টারনেটের কথা আমি আগেও বহুবার বলেছি। এটি অধুনা যুগের আবিষ্কার আর এসব আবিষ্কার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের বিশেষত্ব। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আবিষ্কারের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, ইন্টারনেট তন্মধ্যে একটি। টেলিফোন এবং টেলিভিশনও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার কথা।

কিন্তু এই আবিষ্কারগুলোর অপব্যবহার করলে তা বৃথা কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে, অথচ এমন বৃথা কাজ করতে আল্লাহ্ তা'লা বারণ করেছেন এবং বৃথা কাজ পরিহারের নির্দেশ দিয়েছেন। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

মু'মিনের বৈশিষ্ট্যই হল عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ অর্থাৎ তারা বৃথা আচার-অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলে বা বৃথা কাজ পরিহারকারী। ইন্টারনেটে বন্ধুদের সাথে চ্যাট

করা, অন্যদেরকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা, অশালীন কথাবার্তা বলা, ইন্টারনেটকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা অথবা মানুষের সম্পর্ক-বন্ধনে ফাটল সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা, কারো স্বামীর সাথে ইন্টারনেটে কথা বলে তার জীবন ধ্বংস করে দেয়া অথবা পরচর্চা প্রভৃতি করা হলে এই কাজের জিনিসটিই বৃথা বলে পরিগণিত হবে আর একই সাথে তা পাপেও পর্যবসিত হবে। অধিকন্তু বর্তমানে মোবাইল ফোনে 'ক্ষুদে বার্তা' আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। এটিও একটি নতুন রীতি আরম্ভ হয়ে গেছে। বর্তমানে গালগল্প করে এবং না মাহরাম'দের (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) সাথে খোশগল্প করে সময় অপচয় করার সস্তা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। খুব সহজে মানুষ বলে দেয়, টেক্সট মেসেজই (Text message) তো ছিল, কথাতো বলি নি! এভাবে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বান্ধবীদের মধ্য থেকে কেউ কোন একজনের ফোন নম্বর বন্ধুদের কাছে দিয়ে দেয়। যেকোনভাবে একজনের ফোন নম্বর অন্যজনের হস্তগত হয় আর সাথে সাথে লাগাতার ক্ষুদে-বার্তা আদান প্রদান শুরু হয়ে যায়। আরো দেখা যায়, বারো থেকে চৌদ্দ বছরের শিশু-কিশোররা হাতে মোবাইল নিয়ে ঘোরাফেরা করে আর তথ্য আদান প্রদান করে। এটিই নষ্ট হবার বয়স। একপর্যায়ে সেই অহেতুক কর্মই পাপে পর্যবসিত হয়। কাজেই স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষার্থে, সম্মান রক্ষার্থে এবং বংশের মান-মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার নিমিত্তে আর নিজেকে যে (আহমদী) জামা'তের সদস্য বলে পরিচয় দেয় এবং যার সাথে সে সম্পৃক্ত, সেই জামা'তের পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি রেখে আহমদী মেয়েদের উচিত ঐ সমস্ত পাপ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখা। একইভাবে আহমদী পুরুষ, যারা আমার এই বক্তৃতা শুনছেন তাদেরও উচিত এসব পাপ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখা।

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানির বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ;
১১ জানুয়ারি ২০০৬; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ জুন ২০১৫)

আহমদী মেয়েদের জন্য উপদেশবাণী

- সোশাল মিডিয়ায় চ্যাটিং এবং মহিলাদের ছবির মাধ্যমে পর্দাহীনতার প্রবণতা
- পর্দা– প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে
- **Facebook** ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বনের বিভিন্ন দিক
- মেয়েদের তবলীগি যোগাযোগ শুধুমাত্র মেয়েদের সাথেই হওয়া উচিত
- ইন্টারনেট এবং সোশাল মিডিয়ার নেতিবাচক ব্যবহারের ফলে অ-আহমদীদের সাথে বিয়ে-শাদি এবং পরবর্তী প্রজন্মের দুঃখজনক পরিণতি

আহমদী মেয়েদের প্রতি উপদেশ

আহমদীয়াতের কল্যাণে লব্ধ-আশিষ হতে উপকৃত হবার জন্য ইসলাম-ধর্ম আরোপিত বিধি-নিষেধ শিরোধার্য করা এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশসমূহ মেনে চলা অপরিহার্য। এ বিষয়ে হুযূর (আই.) বলেন :

"...কোন কোন সময় একটি বয়ঃসীমায় পৌঁছে কিছু যুবতী মেয়ের মনে এ ভাবনার উদয় হয় যে, ধর্ম আমাদের ওপর কিছু বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দিচ্ছে। যেমন (আমি বলেছি) কিছু আজে-বাজে ও অপ্রয়োজনীয় টিভি চ্যানেল ও ওয়েবসাইট আছে, সেগুলো দেখবেন না। কিন্তু অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হবার কারণে প্রশ্ন ওঠে, এগুলো দেখলে ক্ষতি কী? টিভি চ্যানেলে প্রদর্শিত কর্মকাণ্ডে আমরা তো লিপ্ত হচ্ছি না। মনে রাখবেন, দু'চারবার বা ছয়বার দেখার পর এসব অপকর্ম করা আরম্ভ হয়ে যায়। কিছু পরিবার ধ্বংস হয়েছে এজন্য যে, তারা বলতো, এতে কী আর ক্ষতি হবে! তারা দ্বীন-দুনিয়া দু'টোই হারিয়েছে আর সন্তানসন্ততিও তাদের হাতছাড়া হয়েছে। এটি করলে ক্ষতি কী বা কিছুটা স্বাধীনতা দেয়া প্রয়োজন– এমনটি বলা অত্যন্ত ক্ষতিকর বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা তার সৃষ্টজীবের স্বভাব-প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত। একারণেই তিনি বলেছেন যে, তোমরা বৃথাচার বা বৃথা কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চল। আল্লাহ্ জানেন, স্বাধীনতার নামে কী ঘটবে এবং কী ঘটে থাকে। সর্বদা একথাটি মনে রাখবেন, শয়তান আল্লাহ্ তা'লাকে এটিই বলেছিল যে, আমি সকল দিক থেকে তোমার বান্দা- তথা আদম সন্তানের কাছে, তাদেরকে বিপথগামী করার মানসে আসবো। 'ঈবাদুর রহমান' (অর্থাৎ রহমান খোদার বান্দা) ছাড়া বাকী সবাইকে বশীভূত করবো। প্রকাশ্যেই সে এ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল।

অতএব বর্তমান যুগের বিভিন্ন আবিস্কারের অপব্যবহারও শয়তানের আক্রমণেরই অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তাই প্রতিটি আহমদী মেয়ের উচিত, এসব এড়িয়ে চলা। সর্বদা মনে রাখবেন, আমরা আহমদী। আহমদী থাকতে হলে আমাদেরকে এসব বৃথা-কার্যকলাপ বর্জনের চেষ্টা করতে হবে। সর্বদা স্মরণ রাখবেন, আমরা যদি আহমদীয়াতকে সত্য বলে গ্রহণ করে থাকি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সত্যদাবিদার মেনে তাঁর হাতে বয়আত করে থাকি, তাহলে যেসব কর্ম হতে বিরত থাকার আদেশ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের

দিয়েছেন, সেসব বৃথা কর্ম আমাদের পরিহার করে চলতে হবে। কেবল তবেই আমরা সেসব পুরস্কার লাভ করতে পারব, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ০৪ নভেম্বর ২০০৭; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৬)

সোশাল মিডিয়াতে চ্যাটিং এবং মহিলাদের ছবির মাধ্যমে পর্দাহীনতার প্রবণতা

সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক সম্পর্ক ও মহিলাদের ছবি আদান-প্রদান করা আমাদের নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের স্পষ্ট পরিপন্থি। আহমদী যুবক-যুবতীদেরকে এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুযূর (আই.) জামা'তের সদস্যদের সতর্ক করে বলেন :

"বর্তমানে ইন্টারনেট বা কম্পিউটারের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে পরিচিত হওয়ার একটি নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে, যাকে Facebook বলা হয়। যদিও এটি তেমন নতুন নয়; তবে এটি কয়েক বছর পূর্বের সৃষ্টি। আমি এটি ব্যবহার করতে একবার বারণ করেছি এবং খুতবাতেও বলেছি যে, এটি লজ্জাহীনতার খোরাক জোগায়, পারস্পরিক লাজ-লজ্জা, শালীনতাবোধ ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার আবরণকে ছিন্ন করে। গোপনীয়তা ফাঁস করে, অশ্লীলতায় উস্কে দেয়। এই সাইটটির উদ্ভাবক স্বয়ং বলেছে, এ উদ্ভাবনের পেছনে আমার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের (দেহে) যা কিছু আছে তা যেন পরিস্কার ও স্পষ্টভাবে সবার সামনে এসে যায়। তার দৃষ্টিতে খোলাখুলি ও প্রকাশ্যে সামনে আসার অর্থ হলো, কেউ নিজের নগ্ন ছবিও যদি সাইটে দিতে চায়, নিঃসংকোচে সে তা দিক আর সে যদি কাউকে এ নিয়ে মন্তব্য করার আমন্ত্রন জানায়, তাও সিদ্ধ– ইন্না লিল্লাহ্! অন্যরাও যে কোন কিছু বা যে কারো সম্পর্কে যা কিছু দেখে, ফেসবুকে তা অনায়াসে দিতে পারে। নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের এটি চরমসীমা বৈ আর কী? এহেন নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের প্রেক্ষিতে বিশ্ববাসীকে নৈতিকতা ও পুণ্যের উন্নত মার্গ সম্পর্কে

অবহিত করা একজন আহমদীরই দায়িত্ব।"

(জার্মানির সালানা জলসার সমাপনী ভাষণ, ২৬ জুন ২০১১; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৩ জুলাই ২০১৫)

সোশাল মিডিয়ার অশুভ প্রভাব হতে যুবতী নারীদেরকে রক্ষার নিমিত্তে বিকল্প কাজে ব্যস্ত রাখা বা অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে আহমদী মায়েদের উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন,

"বর্তমানে সোশাল মিডিয়ায় অনেক ধরনের পাপ মাথাচাড়া দিচ্ছে। পিতামাতার সামনেই যুবক যুবতীরা চুপিসারে চ্যাটিং করতে থাকে আর বার্তা ও ছবির আদান-প্রদান চলতে থাকে। নতুন নতুন প্রোগ্রামে নিজেদের একাউন্ট খোলা হয় আর ফোন, আইপ্যাড অথবা কম্পিউটার ইত্যাদিতে বসে দিনভর সময় নষ্ট করা হয়। এর ফলে তাদের চরিত্র নষ্ট হয়, তারা খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায় আর দেখতে দেখতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এসব বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং এসব প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন রয়েছে। এর বিকল্প কাজকর্মে তাদের ব্যস্ত রাখার কথাও ভাবতে হবে। তাদেরকে পারিবারিক কাজকর্মে ব্যস্ত রাখুন এবং জামাতের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করুন। এমন কার্যক্রম হাতে নিন যা তাদের নিজেদের জন্য এবং সমাজের জন্য গঠনমূলক ও কল্যাণকর হবে। এটি অনেক বড় একটি গুরুদায়িত্ব যা আহমদী মহিলাদের পালন করতে হবে।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানির বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে প্রেরিত বার্তা, ১০ জুলাই ২০১৬)

পর্দা– প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে

অশ্লীলতা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন মাধ্যমের বরাতে হুযূর (আই.) তাঁর এক খুতবায় জামা'তের সদস্যদের এই পাপের ভয়ংকর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সূরা আন্ আমের ১৫২, ১৫৩ আয়াত উদ্ধৃত করে বিস্তারিতভাবে ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরেছেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"...আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা এসব অশ্লীলতার ধারে কাছেও যাবে না। অর্থাৎ এমন সব বিষয়, যা অশ্লীলতার প্রতি আকৃষ্ট করে, তা হতে তোমরা বিরত থাক। বর্তমান যুগে এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মাধ্যম উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন রয়েছে ইন্টারনেট এতে অশ্লীল চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ওয়েব সাইট ও টিভিতে আজে-বাজে বা অশ্লীল ছায়াছবি দেখানো হয়। বাজে ও অশ্লীল পত্র পত্রিকাও রয়েছে। এসব আজে-বাজে বা অশ্লীল পত্র-পত্রিকা যাকে পর্নোগ্রাফী নাম দেয়া হয়ে থাকে, এর বিরুদ্ধে বর্তমানে এখানেও অনেকেই সোচ্চার হচ্ছে যে, বুকস্টল এবং দোকান-পাটে যেন এসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা না হয়। কেননা, এর কারণে শিশু-কিশোরদের নৈতিক চরিত্রের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। এসব লোকের এতদিনে বোধোদয় হয়েছে, অথচ পবিত্র কুরআন আজ হতে চৌদ্দশত বছর পূর্বে এই আদেশ প্রদান করে রেখেছে যে, এ সব-ই অশ্লীলতা, তোমরা এর ধারে কাছে যেও না– এগুলো তোমাদেরকে নির্লজ্জ বানিয়ে ছাড়বে, তোমাদেরকে খোদা ও ধর্ম হতে দূরে ঠেলে দেবে, বরং তোমাদেরকে আইন লঙ্ঘনকারী বানিয়ে ছাড়বে। ইসলাম কেবল বাহ্যিক অশ্লীলতা থেকেই বিরত রাখে না, বরং গোপন অশ্লীলতায় জড়াতেও বারণ করে; পর্দা করার আদেশও এ কারণেই দেয়া হয়েছে। অবাধ মেলামেশার কারণে লাগামহীন যে সম্পর্ক ছেলে ও মেয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে, পর্দা ও শালীন পোশাক তাতে একটি প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড়ায়। ইসলাম বাইবেলের মত এ কথা বলে না যে, তোমরা মহিলাদের প্রতি কু-দৃষ্টি দিও না, বরং এ কথা বলে যে, তোমরা তাকাবেও না। কেননা দৃষ্টি পড়লে আকর্ষণ সৃষ্টি হবে এবং এরপর ক্রমান্বয়ে অশ্লীলতাও ছড়াবে। এমনকি ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণের বোধশক্তি থাকবে না। ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ যখন এভাবে প্রকাশ্যে অবাধ মেলামেশা ও সহাবস্থান করে, তখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি অনুযায়ী সেখানে, তোমাদের মধ্যে তৃতীয় এক সত্ত্বা শয়তানও জুড়ে বসবে।

(সুনান তিরমিযী, কিতাবুর রেযা, হাদীস নম্বর ১১৭)

ইন্টারনেট ইত্যাদির যে উদাহরণ আমি দিলাম, এতে Facebook ও Skype প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর মাধ্যমে চ্যাটিং করা হয়। এসবের

কারণে আমি বেশ কয়েকটি সংসার ভেঙ্গে যেতে দেখেছি। অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের আহমদীদের মাঝেও এমন ঘটনা ঘটে থাকে। সুতরাং তোমরা 'অশ্লীলতার ধারে কাছেও ঘেঁষবে না' আল্লাহ্ তা'লার এ আদেশ সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। নতুবা শয়তান তোমাদের ওপর নিজের থাবা বিস্তৃত করবে।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সৌন্দর্য হলো- পবিত্র কুরআন কেবল একথা বলে না যে, তোমরা তাকাবে না অথবা চোখে চোখ মেলাবে না, বরং সর্বদা দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ দিয়েছে। নারী পুরুষ উভয়কে এ আদেশ দিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের দৃষ্টি সর্বদা অবনত রাখবে। দৃষ্টি অবনত থাকলে অবাধ মেলামেশায় নিশ্চয়ই এক অন্তরায় সৃষ্টি হবে। এরপর রয়েছে অশ্লীলতায় লিপ্ত না হওয়ার নির্দেশ। যেসব অশ্লীল ও নোংরা ছবি তারা দেখে, উক্ত নির্দেশ মেনে চলার ফলে সেগুলো দেখাতেও এক অন্তরায় সৃষ্টি হবে। এছাড়া স্বাধীনতার নামে যারা এসব বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বা আগ্রহ রাখে, নিজেদের কল্পকাহিনী শোনায় এবং অন্যদেরকে এদিকে প্রলুব্ধ করে, তোমরা এমন লোকদের সাথে ওঠা-বসা করবে না। Skype বা Facebook, ইত্যাদির মাধ্যমে নারী বা পুরুষ একে অপরের সাথে আলাপচারিতায় মত্ত হবে না, একে অপরের চেহারাও দেখবে না এবং এগুলোকে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যমও বানাবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতার পরিণামে তোমরা কু-প্রবৃত্তির স্রোতে ভেসে যাবে। তোমাদের চিন্তা-চেতনা ও কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাবে এবং অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অমান্য করার কারণে তোমরা তাঁর অসন্তুষ্টিকে আমন্ত্রণ জানাবে।

(খুতবা জুমুআ, ০২ অগাস্ট ২০১৩, বায়তুল ফতুহ, লন্ডন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ আগস্ট ২০১৩)

'Facebook' ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বনের বিভিন্ন দিক

ওয়াক্‌ফে নও ক্লাসের এক প্রশ্নোত্তর সভায় Facebook সম্পর্কে জনৈক কিশোরীর এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আই.) বলেন,

"আমি এ কথা বলি নি যে, এটি না ছাড়লে তুমি পাপাচারী বলে

পরিগণিত হবে, বরং আমি বলেছিলাম, এর কল্যাণ নিতান্তই কম বরং ক্ষতি অনেক বেশী। আজকাল যেসব ছেলেমেয়ে Facebook ব্যবহার করে, তারা এর মাধ্যমে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেখানে পাপের বিস্তার ঘটতে থাকে। ছেলেরা সম্পর্ক গড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েরা ফেঁসে যায় আর Facebook-এ নিজেদের বেপর্দা বা অশালীন ছবি পোস্ট করে বসে। ধরুন, আপনি অকৃত্রিম ও ঘরোয়া পরিবেশে নিজের ছবি বান্ধবীকে পাঠালেন। সেই ছবি সে তার ফেসবুকে পোস্ট করে দিল আর এটি ছড়াতে ছড়াতে হামবুর্গ (জার্মানির শহর) থেকে বেরিয়ে নিউইয়র্ক এবং অস্ট্রেলিয়াতে পৌঁছে গেল; এরপর সেখান থেকে পরস্পরের যোগাযোগ আরম্ভ হয়ে যায়। অধিকন্তু নারী ও পুরুষের গ্রুপ তৈরী হয় আর ছবি বিকৃত করে ব্ল্যাকমেইল করা হয়। এভাবে অপকর্ম বা নোংরামি অনেক বেশি ছড়ায়, তাই অশ্লীলতার ধারেপাশে না যাওয়াই উত্তম।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন,

"আমার কর্তব্য কেবল উপদেশ প্রদান করা। কুরআন শরীফ বলে, উপদেশ দিতে থাকো, যারা মানবে না তাদের পাপ তাদেরই ওপর বর্তাবে। ফেসবুকে তবলীগ করতে হলে করুন। আল্-ইসলাম ওয়েব সাইটে এটি রয়েছে। তবলীগের জন্য সেখানে এটি ব্যবহৃত হয়।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন,

"মেয়েরা সহজেই প্রতারিত হয়। অচেনা কেউ তোমার প্রশংসা করলে তুমি নির্দ্বিধায় তাকে বলে দেবে, 'তোমার চেয়ে ভালো মানুষ আর হয় না'। অথচ পিতামাতা যদি উপদেশ দেন তাহলে তুমি বলবে, আমি জার্মানিতে লেখাপড়া করেছি আর আপনারা তো কোন এক গ্রাম থেকে উঠে এসেছেন!"

একটি হাদীসের বরাতে হুযূর (আই.) বলেন,

"اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ" অর্থাৎ প্রতিটি ভালো কথা, যেখান থেকে বা যেস্থান হতেই পাও -তা গ্রহণ কর। এদের সব আবিস্কার ভালো নয়। যারা কথা মানে না, তারা পরবর্তীতে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে চিঠি লেখে যে, ভুল হয়ে গেছে, আমাদেরকে অমুক জায়গায় ফাঁদে ফেলা হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ...যে ব্যক্তি এই Facebook বানিয়েছে, সে নিজেই এটি বানানোর

উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছে যে, প্রতিটি ব্যক্তিকে উলঙ্গ করে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরাই হলো এর মূল উদ্দেশ্য। আহমদী মেয়েরা কি উলঙ্গ হওয়া পছন্দ করবে? এরপরও যে মানতে না চায়, সে না মানুক।

(ওয়াক্‌ফাতে নও ক্লাস, ০৮ অক্টোবর ২০১১, মসজিদ বায়তুর রশীদ, জার্মানি;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৬ জানুয়ারি ২০১২)

তবলীগের জন্য মেয়েরা শুধুই মেয়েদের সাথে যোগাযোগ করবে

হুযূর আনোয়ার (আই.) বার বার এই উপদেশ দিয়েছেন যে, তবলীগের জন্য আহমদী মেয়েদের যোগাযোগ কেবল মেয়েদের সাথেই হওয়া উচিত। এ বিষয়ে লাজনা ইমাইল্লাহর কর্মকর্তাদের নসীহত করে হুযূর (আই.) বলেন,

"লাজনার তবলীগ বিভাগের উচিত, মহিলা ও মেয়েদের সমন্বয়ে কিছু 'তবলীগ টিম' গঠন করা এবং তাদেরকে তবলীগের কাজে লাগানো। তবে একটি কথা ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, মেয়েরা যেন কেবল মেয়েদের বা মহিলাদের সাথেই তবলীগের জন্য যোগাযোগ করে। তবলীগের উদ্দেশ্যে কিছু লোকের সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়ে থাকে; সেক্ষেত্রে মহিলাদের যোগাযোগ কেবল মেয়েদের ও নারীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। পুরুষদের মাঝে তবলীগের কাজটি পুরুষদের ওপরই ছেড়ে দিন। অন্যথায় কোন কোন সময় কিছু অনভিপ্রেত বিষয়াদি সামনে আসে। বাহ্যতঃ বলা হয়, আমি তবলীগ করছি, কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে এবং অভিজ্ঞতা বলে যে, ইন্টারনেটে যোগাযোগে এমনকিছু ফলাফল প্রকাশ পায়, যা কোনভাবে এক আহমদী মেয়ে ও মহিলার শোভা পায় না।

এছাড়া কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির শিক্ষানবিশ মেয়েদের উচিত, কোন ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও হীনম্মন্যতার শিকার না হয়ে নিজেদের সম্পর্কে এবং ইসলাম সম্পর্কে সহপাঠী মেয়েদের সাথে আলোচনা করা। নিজেদের সঠিক পরিচয় তুলে ধরুন, এভাবে ইসলামের পরিচিতি ফুটে উঠবে।"

(আস্ট্রেলিয়ার সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৫ এপ্রিল ২০০৬;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ জুন ২০১৫)

তবলীগ করার জন্য অনেক আহমদী মেয়ে ইন্টারনেট প্রভৃতির ওপর

নির্ভর করে আর মনে করে যে, সরাসরি তবলীগ করার পরিবর্তে এ মাধ্যম অধিক নিরাপদ ও কার্যকরী; কিন্তু পরবর্তিতে এরও নেতিবাচক দিকসমূহ প্রকাশ পেতে শুরু করে। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে পর্দা সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষার প্রয়োগ কীভাবে সম্ভব? এ বিষয়ে এক খুতবায় আহমদী মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুযূর (আই.) খুবই কার্যকরী এক নসীহত প্রদান করেছেন। তিনি (আই.) বলেন,

"এখন আমি ইন্টারনেট সম্পর্কেও (কথা) বলতে চাই, যার মাধ্যমে অবাধে চ্যাটিং করাটাও পর্দাহীনতার শামিল। ইন্টারনেট খুলে চ্যাটিং যখন আরম্ভ করেন, অনেক সময় বোঝা যায় না যে, অপর প্রান্তে কে আছে? এখানে আমাদের মেয়েরা বসে আছে (তা আমরা জানি কিন্তু ইন্টারনেটে) অপর প্রান্তে ছেলে না মেয়ে, তা জানা যায় না। অনেক ছেলেরা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে মেয়েদের সাথে মেয়ে সেজে চ্যাটিং বা আলাপচারিতা চালিয়ে যায়।

তেমনিভাবে আমি জানতে পেরেছি, (কোন সময়) মেয়ে মনে করে কথাবার্তা আরম্ভ হয়, এরপর জামা'তের পরিচয় দেয়া আরম্ভ হয়ে যায় আর আহমদী মেয়ে খুশী হয়ে যায় যে, আমি তবলীগ করছি। কিন্তু সে জানে না, অন্য প্রান্তে থাকা মেয়েটির উদ্দেশ্য কী! যদিও আপনার উদ্দেশ্য সৎ, কিন্তু ইন্টারনেটের অপর প্রান্তে মেয়ে সেজে যে ছেলেটি বসে আছে তার উদ্দেশ্য কী- তা আপনি জানেন না। ধীরে ধীরে বিষয় এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে যে, ছবির আদান প্রদানও শুরু হয়ে যায়। ছবি দেখানো অনেক বড় পর্দাহীনতার কাজ। কোন কোন ক্ষেত্রে এভাবে ঘটনা বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়েছে! সুতরাং আমি যেমনটি বলেছি, (এসবের কারণে) ভয়ানক পরিণতি প্রকাশ পেয়েছে। এমন বিয়েগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বল্পতম সময়েই ভেঙ্গে যায়।

মনে রাখবেন! তবলীগ করতে হলে বা দাওয়াতে ইলাল্লাহ'র কাজ করতে হলে, মেয়েরা কেবল মেয়েদেরকেই তবলীগ করবেন, ছেলেদের তবলীগ করার প্রয়োজন নাই। এ কাজটি ছেলেদের জন্য ছেড়ে দেন। কেননা, পূর্বেও আমি এ প্রসঙ্গে বলেছি যে, এটি একটি সামাজিক ব্যাধি, যার ভয়ানক পরিণতি প্রকাশ পাচ্ছে।" *(লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৯ অক্টোবর ২০০৩; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ এপ্রিল ২০১৫)*

ইন্টারনেট এবং সোশাল মিডিয়ার নেতিবাচক ব্যবহারের ফলে জামা'তের বাইরে বিয়ে এবং নতুন প্রজন্মের দুঃখজনক পরিণতি

কতক আহমদী মেয়ে এবং মহিলার ইন্টারনেটের মাধ্যমে অ-আহমদী পুরুষদের সাথে শুরু হওয়া পারস্পরিক যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত বিয়েতে গড়িয়েছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানেই এরূপ বিয়েগুলোর অনুমেয় বা স্বাভাবিক নেতিবাচক পরিণতি প্রকাশ পাওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মের আহমদীয়াত থেকে দূরে সরে যাওয়ার ভয়ানক পরিণতির দিকও সামনে আসতে থাকে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে আহমদী মহিলাদেরকে সতর্ক করে হুযূর আনওয়ার (আই.) বলেন,

"ইন্টারনেট হলো আজকের যুগের বিষয়, কিন্তু এর পূর্বেও যেসব মহিলা অ-আহমদী পুরুষের সাথে বিয়ে করেছে, তারা উৎকণ্ঠা ও আক্ষেপের বহিঃপ্রকাশ করে লিখে থাকে যে, জামা'তের বাইরে বিয়ে করে আমরা ভুল করেছি। প্রধানতঃ সন্তানরা অ-আহমদী পিতার প্রতি অধিক আকৃষ্ট থাকে, কেননা এতে স্বাধীনতা বেশি ভোগ করা যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েরা মায়ের প্রভাবাধীন হয়ে অল্প বিস্তর জামা'তের সাথে সম্পর্ক রাখলেও পিতা তাদেরকে অ-আহমদীর মাঝেই বিয়ে করতে বাধ্য করে। কোন কোন মেয়ে পিতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তারা (অর্থাৎ এমন মেয়েরা) লেখে, আমরা জামা'তের বাইরে বিয়ে করতে চাই না, আমাদের সাহায্য করা হোক; কিন্তু প্রায়শই তারা বাইরে বিয়ে করতে বাধ্যই হয়। তাই পিতামাতা উভয়েই এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন যেন এভাবে ইন্টারনেটে অবাধ যোগাযোগ না হয়। তাদেরকে স্নেহের সাথে ও শান্তভাবে বোঝান। যেসব মেয়ে বোঝার বয়সে পদার্পণ করেছে, তারা নিজেরাও উপলব্ধি করুন। নতুবা মনে রাখবেন, আহমদী মায়ের গর্ভে জন্ম নেয়া সন্তানকে আপনারা নিজেরাই অন্যের কোলে তুলে দেবেন। আপনারা নিজেদের প্রতি আর নিজেদের বংশধরদের প্রতি কেন এমন অবিচার করছেন?

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৯ অক্টোবর ২০০৩; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ এপ্রিল ২০১৫)

জামা'তের যুব-সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশনা

- জামা'তের যুব-সম্প্রদায়কে ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার তাগিদপূর্ণ নির্দেশ
- দৃষ্টি সংযত রাখা, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ বিশেষ
- অভ্যাস– সংশোধনের পথে বাধ সাধে
- পাপমুক্ত থাকার জন্য পূর্ণাঙ্গীন দোয়া

যুব-সম্প্রদায়কে ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার তাগিদপূর্ণ নির্দেশ

আহমদী যুব-সম্প্রদায় ও শিশুদেরকে হুযূর আনোয়ার (আই.) বারংবার জামা'তি রীতিনীতি এবং নিজেদের অঙ্গীকারের কথা দৃষ্টিপটে রেখে জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ভারতের বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে এক বিশেষ বার্তায় তাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আপনারা ইজতেমা ও সভাগুলোতে এই অঙ্গীকারের পুনরাবৃত্তি করে থাকেন যে, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেব; তাই প্রত্যেকের উচিত, নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতের বিষয়টি নিশ্চিত করা। কেননা, এটি হলো সেই আধ্যাত্মিক জ্যোতি, যা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থেই ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার শিক্ষা দেয়। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে জানিয়েছে যে, সফল মু'মিন বিগলিত চিত্তে ও আকুতি-মিনতির সাথে নামায পড়ে থাকে। তাই পাঁচ বেলার নামাযকে আপনাদের সবার জীবনের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত এবং নামায যথাসাধ্য জামা'তের সাথে পড়া উচিত। কেননা, জামা'তের সাথে নামায পড়ার পুণ্য বা প্রতিদান একাকী নামায পড়ার তুলনায় ঢের বেশি। জামা'তবদ্ধ নামায একতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে আর জামা'ত মু'মিনদের সংহতি ও শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এছাড়া আপনাদের ইজতেমাগুলো পুণ্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরের মাঝে প্রতিযোগীতামূলক হওয়া উচিত। খোদ্দাম এবং বড় আতফালের উচিত, সর্বদা ভালো বন্ধু এবং সৎসঙ্গ অবলম্বন করা।

এছাড়া ইন্টারনেট এবং সোশাল মিডিয়ার অবৈধ ব্যবহার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। মন-মস্তিষ্কে যদি কোন জিনিস বা কাজের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, তবে পবিত্র কুরআনের নীতি অনুযায়ী তা বাজে বা বৃথাকর্ম বলে গণ্য হবে। অথচ মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হলো, সে বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলে।

একইভাবে পবিত্রতা ও শালিনতা বা লজ্জাশীলতা বজায় রাখা পুরুষদের জন্যও আবশ্যক। তাদের জন্য নির্দেশ হলো, দৃষ্টি সংযত রাখার দাবি অনুসারে তারা যেন চোখ অবনত রাখে এবং নোংরা চিন্তাভাবনা ও মন্দ বাসনা থেকে মন-মস্তিষ্ককে পবিত্র রাখে। ইসলামের প্রতিটি নীতি অত্যন্ত

প্রজ্ঞাপূর্ণ ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দৃষ্টি সংযত রাখার এ নীতির মাধ্যমে ইসলাম আত্মসংবরণের শিক্ষা দেয়। অতএব স্মরণ রাখবেন! পবিত্রতা হলো একজন খাদেমের আবশ্যিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে আপনারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারেন।"

(ভারতের খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে প্রেরিত বার্তা, ১০ অক্টোবর ২০১৭; সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান, ০২ নভেম্বর ২০১৭)

খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্যে, যুবকদের উন্নত গুণাবলীসমৃদ্ধ হয়ে রিপুর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) অত্যন্ত যুক্তিপ্রমাণসমৃদ্ধ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ নসীহত করে বলেন:

"এছাড়া আরো কিছু মন্দকর্ম ও পাপ রয়েছে যেগুলো বর্তমান সমাজে চারিত্রিক ব্যাধি ছড়ানোর কারণ হচ্ছে। পরিতাপের বিষয় হলো, প্রতিনিয়ত এগুলো বেড়েই চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, ইন্টারনেট এবং সোশাল মিডিয়ার ভ্রান্ত ব্যবহার সর্বত্র বিস্তার লাভ করছে, যাতে ছেলে এবং মেয়েদের পারস্পরিক অসংগত অনলাইন চ্যাটিংও অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাজে ও নোংরামীতে ভরা চলচ্চিত্র দেখা হয়, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পর্ণোগ্রাফী বা নীল ছবিও। ধূমপান এবং মাদকের ব্যবহারও ক্রমবর্ধমান বা প্রসারমান পাপগুলোর একটি।

এছাড়া এ কথাও স্মরণ রাখবেন যে, অনেক সময় বৈধ উপকরণের অবৈধ ব্যবহারও ক্ষতিকর হতে পারে। এর একটি উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি মাঝরাত পর্যন্ত টিভি দেখতে থাকে অথবা ইন্টারনেটে কাজ করতে গিয়ে রাত জাগে, যার ফলে তার ফযরের নামায নষ্ট হয়ে যায়। সে ভালো প্রোগ্রাম দেখলেও ফলাফল যা বের হয়, তাহলো সে পুণ্য ও তাকওয়া থেকে দূরে ছিটকে পড়ছে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ একটি কর্মও পাপাচারভুক্ত হলো, যা একজন সত্যিকার মুসলমানের মান-মর্যাদার সাথে একেবারেই খাপ খায় না।

অতএব, কারো মন-মস্তিষ্কে কোন কাজের বিষাক্ত বা ক্ষতিকর প্রভাব পড়লে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে সেই কাজ বা বিষয় বৃথাকর্ম বলেই গণ্য হবে।"

সূরা মু'মিনূনের ৬ নম্বর আয়াতের বরাতে হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন–

"আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনের আরো একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন আর বলেছেন-

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ

অর্থাৎ– এবং তারা নিজেদের লজ্জাস্থানের সুরক্ষা করে। (সূরা আল মু'মিনূন 23 : 06)

নিজের সতীত্ব ও সম্ভ্রম-শালীনতা বজায় রাখা কেবল একজন মহিলারই দায়িত্ব নয়, বরং পুরুষদের জন্যও অবশ্য কর্তব্য। নিজের পবিত্রতা বজায় রাখার অর্থ কেবল এটি নয় যে, বিবাহিত জীবনের বাইরে এক ব্যক্তি অবৈধ যৌনাচার এড়িয়ে চলবে, বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এর এ অর্থ শিখিয়েছেন যে, একজন মু'মিনের উচিত তার চক্ষু ও কর্ণকে এমন সব বিষয় থেকে সর্বদা পবিত্র রাখা, যা অসঙ্গত এবং যা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাপ বিশেষ। যেভাবে আমি বলেছি, একটি অত্যন্ত নোংরা ও বাজে বিষয় হলো Pornography তথা অশ্লীল চলচ্চিত্র। এটি দেখা নিজের চোখ ও কানের শালীনতা ও পবিত্রতা জলাঞ্জলী দেয়ার নামান্তর। পবিত্রতা ও শালীনতার নিরিখে ছেলে ও মেয়েদের পারস্পরিক অবাধ ও লাগামহীন মেলামেশা এবং তাদের পারস্পরিক অবৈধ সম্পর্ক ও অসঙ্গত বন্ধুত্ব ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি।"

(খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় যুবকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ; ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬; সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

দৃষ্টি সংযত রাখা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এক প্রকার জিহাদ

বর্তমান যুগ তরবারির জিহাদের যুগ নয়, বরং কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংশোধনমূলক জিহাদের যুগ। পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী অনুসরণের মাধ্যমেই পুণ্যের পথে অবিচল থাকা সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে রিপুর নিয়ন্ত্রণ ও দৃষ্টি অবনত রাখার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেন:

"আমাদের আহমদীদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, এ যুগ খুবই ভয়ঙ্কর এক যুগ। শয়তান সব দিক থেকেই প্রবল আক্রমণ হানছে। মুসলমানরা আর বিশেষত সব আহমদী মুসলমান পুরুষ ও মহিলা এবং যুবক মিলে ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রাখার চেষ্টা যদি না করে, তবে আমাদের বাঁচার কোন নিশ্চয়তা নেই। আমরা অন্যদের চেয়ে আল্লাহ্ তা'লার বেশি শাস্তি-যোগ্য হয়ে যাব। কেননা, আমরা সত্য চিনেছি-বুঝেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে বুঝিয়েছেন, তবুও আমরা তা মেনে চলি নি। তাই আমরা যদি নিজেদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই, তাহলে প্রতিটি ইসলামী শিক্ষার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে পৃথিবীতে জীবন কাটানো আবশ্যক। এটি মনে করবেন না যে, উন্নত বিশ্বের এই উন্নতিই আমাদের উন্নতি ও জীবনের নিশ্চয়তা আর এর সাথে তাল মিলিয়ে চলার মাঝেই আমাদের স্থায়িত্ব নিহিত। উন্নত এসব জাতি তাদের উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে, কিন্তু তাদের নৈতিক দুর্দশা ও নৈতিকতা-বিবর্জিত কর্মকাণ্ড তাদেরকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে এবং এর লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়ে গেছে। এরা আল্লাহ তা'লার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছে। অতএব এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাদের রঙে রঙ্গিন হওয়ার পরিবর্তে মানবিক সহানুভূতির অধীনে সঠিক পথের দিশা দিয়ে তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা আমাদেরকেই করতে হবে। এসব লোকের সংশোধন যদি না হয়, যা তাদের দাম্ভিকতা ও ধর্মের সাথে দূরত্বের কারণে বাহ্যত খুবই কঠিন মনে হয়, তবে (জেনে রাখুন) অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের উন্নতির ক্ষেত্রে কেবল সেসব জাতিই ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে যারা নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখবে।

অতএব, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, বিশেষভাবে আমাদের যুব-

শ্রেণির আল্লাহতা'লার মনোনীত শিক্ষার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করা আবশ্যক। জগতের মোহে আকৃষ্ট হয়ে এর অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে বরং জগতকেই নিজেদের পিছনে পরিচালিত করতে হবে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন,

"ইসলামের উন্নতির জন্য এমন প্রতিটি বিষয়ই আবশ্যক, যার নির্দেশ খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.) দিয়েছেন। পর্দার শিক্ষা কেবল নারীদের জন্যই প্রযোজ্য নয়। ইসলামী অনুশাসন কেবল নারীদের জন্যই নয়, বরং নর-নারী উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। লজ্জাবোধ ও পর্দার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা প্রথমে পুরুষদেরকেই দিয়েছেন। তিনি বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ○

অর্থাৎ- তুমি মু'মিনদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, এটি তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। যা কিছুই তারা করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

(সূরা আন্ নূর 24: 31)

সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'লা মু'মিন পুরুষদেরকে সম্বোধন করেছেন যে, 'গায্যে বাসার' বা দৃষ্টি অবনত রাখার পদ্ধতি অবলম্বন কর। কিন্তু কেন? এর কারণ হলো ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ -কেননা, পবিত্রতার জন্য এটি আবশ্যক। পবিত্রতা না থাকলে খোদাকে পাওয়া যায় না। তাই নারীর পর্দার (কথা বলার) পূর্বে পুরুষদেরকে বলেছেন যে, এমন প্রতিটি বিষয় এড়িয়ে চল যার ফলে তোমাদের কামনা-বাসনা কুৎসিতভাবে মাথাচাড়া দেয়ার আশঙ্কা থাকে। বাছবিচার না রেখে মহিলাদেরকে দেখা, তাদের সাথে মেলামেশা করা (mix up), নোংরা চলচ্চিত্র দেখা, না-মাহরাম (অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ বৈধ এমন) নারীর সাথে Facebook অথবা অন্য কোন মাধ্যমে চ্যাট করার মত বিষয়গুলো- পবিত্রতার গণ্ডিতে কখনো সীমাবদ্ধ থাকে না। এজন্য অনেক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে নসীহত করেছেন। এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন,

"এটি সেই খোদারই বাণী, যিনি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদেরকে প্রতিটি কথা, কর্ম এবং চালচলন ও আচরণে সুনির্দিষ্ট ও সুবিদিত সীমারেখার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর মানবীয় শিষ্টাচার ও পবিত্র জীবনযাপনের রীতি শিখিয়েছেন। তিনিই সেই সত্তা যিনি চোখ, কান, জিহ্বা ও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুরক্ষার জন্য একান্ত তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ

(সূরা আন্ নূর 24: 31)

অর্থাৎ মু'মিনদের উচিত, তাদের চোখ, কান এবং লজ্জাস্থানগুলোকে না-মাহরাম (অর্থাৎ যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ) তাদের কবল থেকে রক্ষা করা আর প্রত্যেক অদর্শনীয়, অশ্রাব্য ও অকরণীয় বিষয় থেকে বিরত থাকা। এ রীতি তাদের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার কারণ হবে, অর্থাৎ তাদের হৃদয় প্রবৃত্তির বিভিন্ন প্রকার অবৈধ আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকবে। কেননা এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে উদ্দীপ্ত করে এবং পাশবিক ইন্দ্রিয়কে পরীক্ষার মুখে ঠেলে দেয়। এখন দেখুন! পবিত্র কুরআন না-মাহরামদের এড়িয়ে চলার ওপর কত জোর দিয়েছে এবং কত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, বিশ্বাসীরা যেন তাদের চোখ, কান ও লজ্জাস্থানকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং অপবিত্র স্থান ও অপবিত্র উপলক্ষ্য যেন এড়িয়ে চলে।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ টিকা)
(খুতবা জুমুআ, ১৩ জানুয়ারি ২০১৭, বায়তুল ফতুহ, লন্ডন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

অভ্যাস– সংশোধনের পথে বাধ সাধে

ব্যবহারিক সংশোধনের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে বড় একটি বাধা হলো পুরোনো বা নিত্যকার অভ্যাস। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"একদা এক ব্যক্তির সব কথায় গালি দেয়ার অভ্যাস ছিল। অনেক সময় সে নিজেই বুঝত না যে, সে গালি দিচ্ছে। তার বিরুদ্ধে হযরত মুসলেহ্

মাওউদ (রা.)-এর নিকট কেউ একজন অভিযোগ করলে তিনি (রা.) তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন- শুনলাম, আপনি নাকি খুব মুখ খারাপ করেন বা গালি দেন? একথা শোনা মাত্রই সে তাকে গালি দিয়ে বসল আর বলল- কে বলে যে আমি মুখ-খারাপ করি। সুতরাং বদঅভ্যাসের কারণে মানুষ কী বলছে, তা বুঝতেই পারে না। কোন কোন মানুষের অভ্যাস পুরোপুরিই বদলে যায়। অভ্যাসের কারণে তাদের চেতনাই লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু মানুষ যদি চেষ্টা করে, তাহলে হারানো বা অবলুপ্ত সেই চেতনাবোধ পুনর্বহাল করা যেতে পারে এবং সংশোধনও সম্ভব।

যাহোক, ব্যবহারিক অবস্থার অবনতির ক্ষেত্রে অভ্যাসের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করছি, বাজে চলচ্চিত্র দেখার আগ্রহ খুব বেশি। মানুষ ইন্টারনেটে আসক্ত, আর কিছু লোকের অবস্থা এমন, যেন তারা নেশাগ্রস্ত। নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়ে তারা চলচ্চিত্র দেখছে তো দেখছেই, ইন্টারনেটে বসা তো বসেই থাকবে। ঘুম পেলেও তারা বসে বসে দেখতেই থাকবে। এমন লোকও আছে যারা স্ত্রী-সন্তানের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না। অতএব ব্যবহারিক সংশোধনের ক্ষেত্রে এসব অভ্যাস অনেক বড় বাধা হিসেবে কাজ করে থাকে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন,

"মহিলাদের জন্যও আমি একটি উদাহরণ দেবো- পর্দা ও লজ্জাবোধের বিষয়টিকে নিন। একবার যদি এটি হারিয়ে যায় তাহলে এর পরিণাম অনেকদূর পর্যন্ত গড়ায়। আমি জানতে পেরেছি বয়োজ্যেষ্ঠ কিছু মহিলা সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে অস্ট্রেলিয়ায় তাদের সন্তানদের কাছে গিয়েছিলেন। তারা যখন দেখেন যে তাদের মেয়েরা পর্দা করে না, তখন পর্দার কথা বলতে গিয়ে তারা তাদেরকে বলেন, কমপক্ষে শালীন পোশাক পরিধান কর, স্কার্ফ পর। তখন তাদের কোন কোন মেয়ে যারা পর্দা করত না, তাদেরকে (তথা পাকিস্তানি ঐ মহিলাদেরকে) বলে, এখানে পর্দা করা অনেক বড় অপরাধ, তাই আপনারাও পর্দা করা ছেড়ে দিন। তখন সেই মহিলারা যারা পর্দা করতে বলে, তারা নিজেরাও 'অপরাধ হবে'- এই ভয়ে বাধ্য হয়েই পর্দা করা ছেড়ে দেয় অথচ সারাটা জীবন তাদের পর্দা করার অভ্যাস ছিলো। সত্য কথা হলো, সেখানে এমন কোন আইনই নেই আর এটি কোন অপরাধও নয়।

এমন কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই আর এ বিষয় নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। মূলত শুধুমাত্র ফ্যাশনের জন্য গুটিকতক যুবতী নারী ও মেয়ে পর্দা ছেড়ে দিয়েছে। বিয়ের সুবাদে পাকিস্তান থেকে সেখানে আসা এক মেয়ে আমাকে লিখেছে, আমাকেও জোরপূর্বক পর্দা ছাড়ানো হয়েছিল অথবা পরিবেশের কারণে আমিও এই ফাঁদে পা দিয়েছিলাম আর পর্দা করা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এবার সেখানে আমার সফরকালে সে আমাকে লেখে, জলসা উপলক্ষ্যে মহিলাদের উদ্দেশ্যে আপনি যখন ভাষণ দিয়েছেন এবং পর্দা সম্পর্কে সচেতন করেছেন তখন আমি বোরকা পরিহিত অবস্থায় ছিলাম আর সেই থেকে আমি আর বোরকা ছাড়িনি, এখনও আমি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি, এতে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টাও করছি আর দোয়াও করছি। সে আমার কাছে দোয়ার আবেদন করে। অতএব পর্দা-সংক্রান্ত যে নির্দেশ কুরআনে রয়েছে, তা বারবার স্মৃতিপটে জাগ্রত করা হয় না, আর ঘরেও এ বিষয়টির উল্লেখ করা হয় না, যার ফলে পর্দাহীনতা দেখা দিচ্ছে। সুতরাং ব্যবহারিক সংশোধনের জন্য পাপ-পুণ্যের বিষয়টি বারবার স্মরণ করানো আবশ্যক।

(খুতবা জুমুআ, ২০ ডিসেম্বর ২০১৩, বায়তুল ফতুহ, লন্ডন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ জানুয়ারি ২০১৪)

পাপমুক্ত থাকার জন্য পূর্ণাঙ্গীন দোয়া

বর্তমান যুগে, আধুনিক প্রযুক্তি ও মিডিয়ার অপব্যবহার নিঃসন্দেহে একটি শয়তানি কাজ। শয়তানি এমন আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দোয়ার গুরুত্ব পূর্বের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে জামা'তের সদস্যদের উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"মু'মিনদেরকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য মহানবী (সা.) অত্যন্ত ব্যাকুল থাকতেন। তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন দোয়া শেখাতেন। তিনি (সা.) যে কত সুন্দর আর কত পূর্ণাঙ্গীন দোয়া শেখাতেন, তার বিবরণ এক সাহাবী এভাবে দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.) আমাদের এই দোয়া শিখিয়েছেন, "হে আল্লাহ্! আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি কর, আমাদের সংশোধন কর, আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে পরিচালিত কর, অমানিশা থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদেরকে আলোর পানে পরিচালিত কর, আমাদেরকে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা থেকে রক্ষা কর। আমাদের জন্য আমাদের কানে, চোখে এবং আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাঝে কল্যাণ রেখো আর আমাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও; নিশ্চয় তুমিই তওবা গ্রহণকারী এবং বার বার কৃপাকারী। আমাদেরকে তোমার কল্যাণরাজীর জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা ও এর উত্তম স্মৃতিচারণকারী বান্দা এবং তা গভীর আগ্রহের সাথে গ্রহণকারী বান্দায় পরিণত কর। হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর তোমার নিয়ামতকে পূর্ণ কর।"

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাব: আত্ তাশাহ্হুদ, হাদীস নম্বর ৯৬৯)

অতএব এ দোয়া হলো প্রমমতঃ জাগতিক অন্যায় বিনোদন থেকে বিরত রাখার জন্য; দ্বিতীয়তঃ সব-ধরনের বৃথা কার্যকলাপ এবং শয়তানি আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য।

বিনোদনের নামে এযুগেও পৃথিবীতে বিভিন্ন বাজে কার্যকলাপ ক্রমান্বয়ে চলছে। মানুষ যখন কান এবং চোখের কল্যাণের জন্য দোয়া করবে আর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করার জন্য এবং অন্ধকার থেকে আলোতে যাওয়ার জন্য দোয়া করবে আর স্ত্রীদের অধিকার প্রদানের সামর্থ্য লাভের জন্য দোয়া করবে, অর্থাৎ যখন এই দোয়া করবে যে, সন্তানরা চোখের

স্নিগ্ধতা বয়ে আনুক, তখন বৃথা কার্যকলাপ এবং অশ্লীল কর্মকাণ্ড থেকে দৃষ্টি এমনিতেই বিরত থাকবে।

আর এভাবে এক মু'মিন তার পুরো ঘর বা পরিবারকে শয়তানের কবল থেকে বাঁচানোর মাধ্যম হয়ে যায়।

(খুতবা জুমুআ, ২০ মে ২০১৬, মসজিদে নাসের, গুটেনবার্গ, সুইডেন; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ জুন ২০১৬)

প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য হলো, শয়তানসৃষ্ট অন্ধকার পথ পরিত্যাগ করে প্রতিটি মুহূর্তে আলোর পানে ধাবিত হওয়া, যা শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেন,

"কেউ যখন এ পন্থায় নিজের সংশোধনের চেষ্টা করে, নিশ্চিত জেনো, এটিই হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তির পথ অন্বেষণ করার মাঝেই নিহিত। নতুবা যেভাবে তিনি বলেছেন, তোমরা আলো থেকে অমানিশার দিকে চলে যাবে। আলো থেকে অমানিশার দিকে যাওয়াটাই হলো শয়তানের পথ। অতএব শয়তানের খপ্পর থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাক। আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর অনুগ্রহ যাচনা কর আর এই দোয়া কর, "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে অমানিশা থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর পানে পরিচালিত কর, সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর, তা অপ্রকাশ্য অশ্লীলতাই হোক না কেন। কিছু ভয়ভীতি এমন আছে যা প্রকাশ্য অপকর্ম থেকে বিরত থাকতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কিন্তু গোপন বা অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা এমন যে, মানুষের ওপর তা প্রভাব বিস্তার করে তাকে অনেক দূরে ঠেলে নিয়ে যায়। যেমন– অনেক সময় অশ্লীল দৃশ্য, নোংরা চলচ্চিত্র- একেবারেই নগ্ন চলচ্চিত্র, এধরনের আরো বিভিন্ন জিনিস দেখে মানুষ চোখের ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এছাড়াও রয়েছে ব্যভিচারমূলক ধ্যানধারণা। আজে-বাজে ও নোংরা বই-পুস্তক পড়া বা অশ্লীল চিন্তাধারা মাথায় আমদানী করা। কিছু পরিবেশ এমন রয়েছে যেখানে বসে মানুষ এ ধরনের অশ্লীলতার চোরাবালিতে নিমজ্জিত হতে থাকে। এরপর রয়েছে অশ্লীল কথা-বার্তা শোনা। এসব কিছু থেকে বাঁচার জন্য এ দোয়া শেখানো হয়েছে, "হে আল্লাহ্! আমাদের অঙ্গকে নিজ কৃপায় পাক-পবিত্র করে দাও। সর্বদা

পবিত্র রাখ, যেন আমরা শয়তানের পথে না চলি। আমাদের সবাইকে শয়তানের পথে অগ্রসর হওয়া থেকে রক্ষা কর।"

(খুতবা জুমুআ, ১২ ডিসেম্বর ২০০৩, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪)

ওয়াকেফে নও ছেলেমেয়েরা কীভাবে স্পেশাল হতে পারে?

- উন্নত মানে উপনীত হয়ে স্পেশাল হোন
- অনৈতিক বিষয়াদি থেকে দূরে থাকুন
- মিডিয়া (গণমাধ্যম বা প্রচারমাধ্যম) বিষয়ক পড়ালেখা করুন ও এক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করুন
- **MTA**-তে নিয়মিত খুতবা শুনুন

উন্নত মানে উপনীত হয়ে স্পেশাল হোন

বিভিন্ন উপলক্ষে ওয়াক্‌ফে নও ছেলেমেয়ের পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেছেন, নিজ বংশধরকে খোদার পথে উৎসর্গ করার যে সৌভাগ্য লাভ হয়েছে, এর সুবাদে ওয়াক্‌ফে নও ছেলেমেয়ের তরবিয়্যত বা সুশিক্ষার গুরুদায়িত্ব তাদের (পিতামাতার) ওপরই ন্যস্ত হয়। ওয়াক্‌ফে নও পিতামাতার সর্বদা এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, এই সন্তান তাদের কাছে জামা'তের আমানত। তেমনিভাবে বাল্যকাল থেকেই এই সন্তানদের সুশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে জামা'ত এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর মানুষে পরিণত করা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই প্রেক্ষাপটে হুযূর আনোয়ার (আই.) ওয়াক্‌ফে নও ছেলেমেয়ের উদ্দেশ্যে খুতবা ও বক্তৃতা ছাড়াও বিশেষ ক্লাসেও সরাসরি অমূল্য উপদেশাবলী প্রদান করে থাকেন। এক জুমুআর খুতবায় তিনি (আই.) বলেন,

"হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বরাতে বিশ্বস্ততার বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন 'খোদার নৈকট্য অর্জনের পথ হলো, খোদার জন্য নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা।' তোমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও আর তোমাদের বিশ্বস্ততা যেন সত্যিকার বিশ্বস্ততা হয়। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) আল্লাহ তা'লার যে নৈকট্য অর্জন করেছেন, এর কারণও এটিই ছিল। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰٓى○ (সূরা আন্ নজম 53 : 38)

অর্থাৎ ইনিই হলেন সেই ইব্‌রাহীম, যিনি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা প্রদর্শন এক মৃত্যুর দাবি রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ বস্তুজগত এবং এর সমস্ত আনন্দ ও মানসম্মানকে পদদলিত করার জন্য প্রস্তুত না হয়ে যায় আর সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা খোদার খাতিরে সহ্য করতে প্রস্তুত না হবে, ততক্ষণ (তার মাঝে) এ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে পারে না। প্রতিমাপূজা কেবল কোন বৃক্ষ বা পাথর পূজাকে বলে না বরং প্রতিটি এমন বস্তুই হচ্ছে প্রতিমা যা খোদার নৈকট্যের পথে অন্তরায় হয় এবং তাঁর চেয়ে অগ্রগণ্য হয়। মানুষ নিজ অন্তরে এতো প্রতিমা লালন করে রেখেছে যে, সে বুঝতেই পারে না 'আমি প্রতিমা

পূজা করছি'।" আজকের যুগে কোথাও নাটক, কোথাও ইণ্টারনেট, কোথাও জাগতিক আয়-উপার্জন প্রতিমায় রূপ নিয়েছে আর কোথাও অন্যান্য কামনাবাসনা প্রতিমা হয়ে বসে আছে। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ জানেই না যে, সে প্রতিমাপূজায় লিপ্ত অথচ ভিতরে ভিতরে সে প্রতিমাপূজা করছে।" "যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আন্তরিকভাবে খোদার না হবে এবং তাঁর পথে সকল সমস্যা মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত না হবে ততক্ষণ সেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হওয়া কঠিন।" তিনি (আ.) বলেন, "ইব্রাহীম (আ.) যে উপাধি লাভ করেছেন এটি কি এত সহজেই লাভ হয়েছে? না, মোটেই না।

وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰٓى○ (সূরা আন্ নজম 53 : 38) ধ্বনি তখন এসেছে যখন তিনি সন্তানকে জবাই করতে উদ্যত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমল বা কর্ম চান এবং সৎকর্মের কারণেই তিনি সন্তুষ্ট হন আর দুঃখ-বরণের মাধ্যমেই সৎকর্মের সৌভাগ্য লাভ হয়।" দুঃখের ফলে সৎকর্ম সম্পাদিত হয় অর্থাৎ মানুষকে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং নিজেকে দুঃখকষ্টের মাঝে নিপতিত করতে হয়। কিন্তু মানুষ সব সময় দুঃখের মাঝে থাকে না। তবে মানুষ যখন খোদার জন্য দুঃখ বরণে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে দুঃখকষ্টে নিপতিত করেন না। ... ইব্রাহীম (আ.) যখন আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালনের জন্য স্বীয় পুত্রকে জবাই করতে চাইলেন এবং পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তখন খোদা তা'লা তার সন্তানকে রক্ষা করেন। ছেলের জীবনও রক্ষা পেল আর সন্তানকে কুরবানী করার ফলে পিতার যে মর্মযাতনা পাওয়ার ছিল, সে কষ্ট থেকেও তিনি রক্ষা পেলেন।' তিনি (আ.) বলেন, 'ইব্রাহীম (আ.) আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু আগুন তাঁর ওপর কোন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় নি।' তিনি (আ.) বলেন, 'মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'লার পথে কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও তাকে দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করেন।"

(মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৪৩০, ইংল্যান্ড সংস্করণ ১৯৮৫)

অতঃপর হুযূর (আই.) বলেন,

"সংক্ষেপে কিছু প্রশাসনিক বিষয় এবং জীবন উৎসর্গকারীদের

কর্মবিধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অনেকেই এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, কোন কোন ওয়াক্‌ফে নও-এর মাথায় এ ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, ওয়াক্‌ফে নও হিসেবে তাদের আলাদা একটি পরিচিতি রয়েছে। অবশ্যই তাদের একটি পৃথক পরিচিতি রয়েছে কিন্তু এই পরিচিতির কারণে তাদের সাথে অসাধারণ বা স্বতন্ত্র্য কোন ব্যবহার করা হবে না, বরং এ পরিচিতির সুবাদে তাদেরকে তাদের ত্যাগের মান উন্নত করতে হবে। কোন কোন ব্যক্তি তাদের ওয়াক্‌ফে নও সন্তানের মাথায় একথা ঢুকিয়ে দেয় যে, তোমরা স্পেশাল সন্তান। এর ফলে বড় হয়েও তাদের মাথায় এ ধারণাই বদ্ধমূল থেকে যায় যে, আমরা স্পেশাল। এখানেও এ ধরণের কথা আমার কর্ণগোচর হয়েছে। তারা ওয়াক্‌ফের চেতনা বা মর্মকে খাটো করে দেয় আর ওয়াক্‌ফে নও-এর উপাধিকেই তারা জীবনের মূল উদ্দেশ্য মনে করে অর্থাৎ আমরা স্পেশাল হয়ে গেছি।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন,

"আমি যেভাবে বলেছি, ওয়াক্‌ফে নও অবশ্যই স্পেশাল। কিন্তু স্পেশাল হওয়াটা তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে। কী প্রমাণ করতে হবে? প্রমাণ দিতে হবে যে, খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে তারা অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী আর তখনই তারা স্পেশাল বলে আখ্যায়িত হবে। তাদের মাঝে খোদাভীতি যদি অন্যদের চেয়ে বেশি হয় তবেই তারা স্পেশাল বলে গণ্য হবে। তাদের ইবাদতের মান যদি অন্যদের তুলনায় অনেক উন্নত হয় তখন তারা স্পেশাল বা বিশেষ বলে সাব্যস্ত হবে। তারা যদি ফরযের পাশাপাশি নফলও আদায় করে তবেই তারা স্পেশাল আখ্যায়িত হবে। তাদের সার্বিক চারিত্রিক মান হবে অতি উন্নত - স্পেশাল হওয়ার এটি একটি লক্ষণ। তাদের কথাবার্তা ও আচার আচরণ অন্যদের তুলনায় অনেক ভিন্ন হবে যাতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তারা বিশেষভাবে তরবিয়তপ্রাপ্ত এবং ধর্মকে সর্বাবস্থায় জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দানকারী মানুষ, তবেই তারা স্পেশাল হবে। মেয়ে হলে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পর্দা সঠিক ইসলামী শিক্ষার আদলে হতে হবে যা দেখে অন্যরাও ঈর্ষা করে এ কথা বলতে বাধ্য হবে যে, এ সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও তাদের পোষাক ও পর্দা সত্যিই অসাধারণ এক দৃষ্টান্ত আর তখনই এরা স্পেশাল বলে বিবেচিত হবে। ছেলে হলে তাদের দৃষ্টি লজ্জাবনত থাকবে আর এদিক সেদিক মন্দ কাজের প্রতি দৃষ্টি

না দিলে তবে তারা স্পেশাল হবে। ইণ্টারনেট এবং অন্যান্য মাধ্যমে বৃথা ও বাজে কিছু দেখার পরিবর্তে সেই সময়টুকু ধর্মীয় জ্ঞানার্জনে ব্যয় করলে স্পেশাল বলে গণ্য হবে। ছেলেদের চেহারা-সুরত ও বৈশিষ্ট্য যদি অন্যদের মাঝে তাদেরকে স্বতন্ত্র প্রমাণ করে তবেই তারা স্পেশাল বলে গণ্য হবে।"

(খুতবা জুমুআ, ২৮ অক্টোবর ২০১৬, মসজিদ বায়তুল ইসলাম, টরেণ্টো, কানাডা; আল্ ফযল ইণ্টারন্যাশনাল, ১৮ নভেম্বর ২০১৬)

অনৈতিক বিষয়াদি থেকে দূরে থাকুন

অনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুধু পাপই নয় আর তা কেবল পথভ্রষ্টতার দিকেই নিয়ে যায় না, বরং মানুষের স্বভাবের ওপরও এর যথেষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এ বিষয়ে ওয়াক্‌ফে নওদের উদ্দেশ্যে স্বর্ণালী উপদেশ প্রদান করে এক স্থানে হুযূর (আই.) বলেন-

"মু'মিনের আরেকটি লক্ষণ হলো, সে অসঙ্গত এবং অনৈতিক কার্যাবলী থেকে দূরে থাকে। বিশেষ করে যুবক বয়সে পশ্চিমা বিশ্বে অশ্লীলতায় প্রভাবিত হয়ে পথভ্রষ্ট হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, অশালীন ও অশ্লীল প্রোগ্রাম টিভিতে নিয়মিত প্রদর্শিত হয় আর ইন্টারনেটে সেগুলো সহজলভ্য হওয়া সেখানে একটি সামান্য বিষয়। এগুলো একেবারেই ঘৃণ্য বিষয় এবং পাপের মূল কারণ যা থেকে একজন মু'মিনের অবশ্যই দূরে থাকা উচিত। বিশেষ করে একজন ওয়াক্‌ফে নও সন্তানের তো আবশ্যিকভাবে অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকা উচিত যার পিতামাতা তার জন্মের পূর্বেই এই অঙ্গিকার করেছিল যে, তাদের ঘরে আগত সন্তান আজীবন ধর্মসেবায় অতিবাহিত করবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন বিষয়াদি মানুষকে ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যায়। তাই এমন বাজে কাজ এবং সকল প্রকার ভ্রান্ত বিষয়াদি থেকে প্রকৃত মু'মিনদের উচিত নিজেদেরকে দূরে রাখা।"

(যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ওয়াক্‌ফে নও ইজতেমার ভাষণ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ আগস্ট ২০১৬)

মিডিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়ন করুন

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গণমাধ্যমের ব্যাপকতা ও পরিব্যাপ্তির বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে এক্ষেত্রে আহমদীদের দক্ষতা অর্জনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। মিডিয়া জগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে মিডিয়া বিশেষজ্ঞ তৈরি এবং এই বিভাগে জামা'তের প্রয়োজনের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বারবার ওয়াক্‌ফে নও ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেমন এক স্থানে হুযূর (আই.) বলেন,

"আমাদের মিডিয়া ও গণমাধ্যমের বিভিন্ন শাখায় পড়াশোনা করা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ওয়াক্‌ফীনদের প্রয়োজন রয়েছে। MTA-র কাজ দিন দিন ব্যাপকতা লাভ করছে আর এখন আমরা Voice of Islam-রেডিও স্টেশনও চালু করেছি। বর্তমানে এই রেডিও স্টেশন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, কিন্তু আমরা এটিকে পর্যায়ক্রমে আরো শক্তিশালী করা এবং এর গন্ডিকে আরো বিস্তৃত করার বাসনা রাখি। এর জন্য আমাদের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকবল প্রয়োজন। এছাড়া MTA ইন্টারন্যাশনালের পাশাপাশি অন্যান্য স্থানীয় MTA স্টুডিও সমূহও রয়েছে। কিছু স্থানে হয় নতুন MTA স্টুডিও চালু করা হচ্ছে অথবা বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান MTA ব্যবস্থাপনাকে আরো উন্নততর করা হচ্ছে। তাই আপনাদের মাঝে যাদের যোগ্যতা আছে কিংবা এ বিভাগের প্রতি আগ্রহ রাখে, তাদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্রডকাস্ট মিডিয়া বা 'গণ-সম্প্রচার'-এর কারিগরি বিষয়াদি তাদের নির্বাচন করা উচিত। সাংবাদিক এবং মিডিয়াতে দক্ষ লোকেরও আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা গণমাধ্যমের প্রভাব ও গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আমাদের প্রয়োজন নিজেদের এমন লোক, যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষামালাকে মিডিয়ার মাধ্যমে জগতের সামনে তুলে ধরবে। অতএব ওয়াক্‌ফে নও হিসেবে জামা'তের প্রয়োজনকে আপনাদের সামনে রাখা উচিত। সেই প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং যথাসাধ্য পরিশ্রম করা উচিত। সংশ্লিষ্ট বিভাগে আপনাদের পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর এ সম্পর্কে জামা'তকে অবহিত করা এবং নিজেকে রীতিমত ওয়াকফে যিন্দেগী হিসেবে উপস্থাপন করার

বিষয়টি নিশ্চিত করুন। অতঃপর জামা'তের কাজ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।"

(যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ওয়াক্‌ফে নও ইজতেমার ভাষণ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ আগস্ট ২০১৬)

গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয় সম্পর্কে উপরোক্ত বক্তৃতা প্রদানের একদিন পূর্বেও হুযূর আনোয়ার (আই.) ওয়াক্‌ফে নও মেয়েদের বার্ষিক ইজতেমায় প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন:

"আমাদের জামা'তে আহমদী মেয়েদের ডাক্তার কিংবা শিক্ষক হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া মিডিয়ার বিভিন্ন শাখায় লেখাপড়া করা মেয়েদের সেবাও প্রয়োজন, যারা MTA এবং জামা'তের অন্যান্য বিভাগে দায়িত্ব পালন করতে পারবে; অধিকন্তু সাংবাদিকতা বিভাগেও আমাদের মেয়েদের প্রয়োজন রয়েছে। আপনাদের যারাই এসব বিষয়ে আগ্রহ রাখেন তাদের উচিত এসব বিভাগে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করা।"

(যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ওয়াকেফাতে নও ইজতেমার ভাষণ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬; মরিয়ম, ওয়াকেফাতে নও, সংখ্যা: ১৮, এপ্রিল-জুন, ২০১৬)

MTA-তে নিয়মিত খুতবা শুনুন

আহমদীদের আধ্যাত্মিক জীবনের নিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের সংশোধন ও তরবিয়তের জন্য যুগ-খলীফার নির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে থাকে। এ কারণে জুমুআর খুতবা শোনার প্রতি বিশেষভাবে ওয়াক্‌ফে নও ছেলে ও মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"অন্ততপক্ষে আমার খুতবাসমূহ MTA-তে রীতিমত শুনতে হবে। এই কথাগুলো শুধু ওয়াক্‌ফীনে নও-এর পিতামাতাদের জন্যই আবশ্যক নয়, বরং প্রত্যেক আহমদী, যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত রাখতে চায়, তাদের উচিত নিজেদের ঘরকে জগৎপূজারিদের ঘর নয় বরং আহমদী ঘরে পরিণত করা। নতুবা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বস্তুজগতের পিছনে ছুটে শুধু আহমদীয়াত থেকেই দূরে সরে যাবে না, বরং খোদা থেকেও দূরে চলে যাবে এবং নিজেদের ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বরবাদ করবে।

আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার দোয়া থাকবে যে, শুধু ওয়াক্ফীনে নও শিশুরাই যেন খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনকারী ও তাকওয়ার পথে বিচরণকারী না হয় বরং তাদের আত্মীয়স্বজনের কর্মও যেন তাদেরকে সকল প্রকার দুর্নাম থেকে রক্ষাকারী হয়। বরং প্রত্যেক আহমদীই যেন সেই প্রকৃত আহমদী হয়ে যায় যে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারবার আমাদেরকে নসীহত করেছেন, যাতে আমরা স্বল্পতম সময়ে পৃথিবীতে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের পতাকা উড্ডীন দেখতে পাই।"

(খুতবা জুমুআ, ২৮ অক্টোবর ২০১৬, মসজিদ বায়তুল ইসলাম,টরেণ্টো, কানাডা;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ নভেম্বর ২০১৬)

মিডিয়ার মাধ্যমে মিথ্যা ও প্রতারণা

- ভুয়ো **Facebook** একাউন্ট খোলা
- সাইবার এ্যাটাক **(Cyber Attack)**-এর মাধ্যমে সিস্টেম অকেজো করা
- ধার নিয়ে মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতারিত করা
- খলীফাগণের ছবির অপব্যবহার এবং বিদআত থেকে বিরত থাকা

ভুয়ো Facebook অ্যাকাউন্ট

মিডিয়ার মাধ্যমে বর্তমানে কেবল সব ধরনের চারিত্রিক গুণাবলীকেই পদদলিত করা হচ্ছে না, বরং অনেকেই লোকদেখানো ও প্রতারণার নানান পন্থা অবলম্বন করে অন্যদেরকে শুধু প্রতারিত করে না বরং তাদের ক্ষতিও সাধন করে থাকে। এ ধরনের প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকতে জামা'তের সদস্যদেরকে নসীহত করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"তৃতীয় বিষয় হিসেবে আজ আমি এটি বলতে চাই, আমি জানতে পেরেছি, বর্তমানে ইন্টারনেট ইত্যাদিতে আমার নামে Facebook রয়েছে। আমার নামে একটি Facebook একাউন্ট খোলা হয়েছে যে সম্পর্কে আমি ঘুণাক্ষরেও কিছু জানি না। আমি কখনোই এটি খুলি নি আর এতে আমার কোন আগ্রহও নেই, বরং আমি তো কিছুকাল পূর্বে জামা'তকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছিলাম যে, এই Facebook এড়িয়ে চলুন, এর অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। এটি জানা নেই যে, কেউ বোকামির কারণে এই কাজ করেছে নাকি কোন বিরোধী এমন করেছে, নাকি কোন আহমদী সৎ উদ্দেশ্যে তা করেছে। কিন্তু যে কারণেই করে থাকুক তা বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে আর তা বন্ধ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। কেননা এর ক্ষতিকর দিক বেশি আর উপকারিতা কম। বরং ব্যক্তিগতভাবেও আমি মানুষকে বলে থাকি যে, ফেসবুকের মাধ্যমে ভ্রান্ত কিছু কথা ছড়িয়ে পড়ে যা পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তির জন্যও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষত মেয়েদের অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সার্বিকভাবে আমি এ ঘোষণা দিতে চাই যে, ফেসবুকে যাদের নিজ একাউন্ট আছে, তারা অবাধে এই একাউন্টে ঢুকে এর পোস্ট পড়ে আর নিজেদের মন্তব্যও দিচ্ছে, যা নিতান্তই গর্হিত কাজ। সুতরাং এ কাজ পরিহার করুন এবং কেউই যেন এতে না জড়ায়।

জামা'তীভাবে Facebook ধরনের কোন কিছু যদি আরম্ভ করতে হয় তাহলে তা সুরক্ষিত করে চালু করা হবে যাতে সবার প্রবেশাধিকার থাকবে না এবং তাতে শুধুমাত্র জামা'তের অবস্থানই সামনে আসবে আর যে চাইবে সে এর সাথে যুক্ত হতে পারবে। কেননা আমাকে বলা হয়েছে যে, (বর্তমানে) কোন কোন বিরোধীও উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে নিজেদের মন্তব্য লিখে দিচ্ছে। কোন ব্যক্তিকে না জানিয়ে তার নামে কোন কাজ শুরু করা

এমনিতেই একটি অনৈতিক বিষয়, যদিও তা সৎ উদ্দেশ্যেই করা হোক। তাই যে ব্যক্তিই এটি করেছে, তার উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তার উচিত অনতিবিলম্বে তা বন্ধ করে দেয়া এবং ইস্তেগফার করা। কিন্তু এটি যদি দুস্কৃতিমূলক হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লাই তাদের সাথে বোঝাপড়া করবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং জামা'তকে ক্রমাগতভাবে উন্নতির পথে পরিচালিত করুন।"

(খুতবা জুমুআ, ৩১ ডিসেম্বর ২০১০, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ জানুয়ারি ২০১১)

সাইবার এ্যাটাক (Cyber Attack)-এর মাধ্যমে সিস্টেম অকেজো করা

পৃথিবীর বিবদমান কিছু দেশের মাঝে বিরাজমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে নিত্যনতুন পদ্ধতিতে একে অপরের ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখকালে এক জুমুআর খুতবায় হুযূর আনোয়ার (আই.) নিজের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করে বলেন:

"এরপর রয়েছে নতুন আবিষ্কারাদি। পারস্পরিক যোগাযোগ, রেকর্ড সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য মানুষ অনেক সহজসাধ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। কম্পিউটার অনেক কাজ সামলে নিয়েছে। কিন্তু এসব আবিষ্কারই পৃথিবীর ধ্বংসের কারণও হতে পারে। আজকাল বারবার কখনো কোন বিশেষ দেশে আবার কখনো সারা বিশ্বে সাইবার হামলা হচ্ছে আর তাতে পুরো ব্যবস্থাপনাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এখানকার NHS বা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এয়ারপোর্টের ব্যবস্থাপনা অকেজো হয়ে গেছে। সমরাস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং যুদ্ধের কারণ হিসেবেও এই সাইবার হামলা ভয়াবহ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে আনতে পারে, যেমন NATO সদস্যদেশের একজন প্রতিনিধি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ন্যাটোর ওপর অথবা পৃথিবীর স্পর্শকাতর স্থাপনাগুলোর কোন একটিতেও যদি সাইবার হামলা হয় তাহলে সেটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে পর্যবসিত হতে পারে আর এ ধরনের কোন হামলা সহ্য বা লাঘব করার মতো সামর্থ

আমাদের নেই। এই সতর্কবাণী তিনি ইতোমধ্যেই শুনিয়েছেন। অতএব পৃথিবীর মানুষ নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছে। তারা মনে করছে যে, জগৎপূজারিদের উন্নতি তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে, অথচ এটি তাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে। এছাড়া বস্তুবাদী মানুষ এবং বিভিন্ন বস্তুপূজারি রাষ্ট্রপ্রধানরা ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, বাহ্যত শক্তিশালী দেশের প্রেসিডেন্ট যখন নিজের খোলসে বসে অলীক বুলি আওড়ান আর মনে করেন যে, পৃথিবী এখন আমার কথা অনুসারে চলবে, তখন তার এসব কথা পরিস্থিতিকে আরো অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয়ার কারণ হয়। এ থেকে একটি কথা স্পষ্ট যে, অহঙ্কারের কারণে তিনি তার সব বিরোধীকে আর মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার কারণে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে উদ্যত। নিজের বিরোধীদের ধ্বংস করতে তিনি বদ্ধপরিকর; সে যে-ই হোক না কেন। আর এ বিষয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই যে পৃথিবীতে বিভিন্ন কারণে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে তিনি নিজেও নিরাপদ থাকবেন না।"

(খুতবা জুমুআ, ৩০ জুন ২০১৭, বায়তুল ফতুহ্, লণ্ডন;
আলা ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ জুলাই ২০১৭)

ধার নিয়ে মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতারিত করা

অপরিচিত বা পরিচিত কোন ব্যক্তিকে নিজের মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেয়া চরম বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে। যদিও বিভিন্ন সময় সাহায্য করতেই হয়। যেমন– সিরিয়া, যা বহু বছর যাবৎ যুদ্ধ-বিগ্রহের শিকার, সেখানকার একজন নিষ্পাপ আহমদীও এমনই কোন প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তার জানাযার নামায পড়ানোর ঘোষণা দিতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন:

"আমি এক ব্যাক্তির গায়েবানা জানাযাও পড়াব। এটি সিরিয়া নিবাসী জনাব আব্দুন নূর জাবী সাহেবের জানাযা। তিনি ১৯৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। খুব সম্ভব সেখানকার সরকারী বাহিনী তাকে গ্রেফতার করেছে। তার সাথে সম্পর্কযুক্ত তথ্য সঠিকভাবে লেখা হয় নি। যাহোক, যেসব তথ্য সামনে

রয়েছে তদনুযায়ী কয়েকমাস পূর্বে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে স্নাতক করেছেন। ২০১৩ সনের ৩১ ডিসেম্বর সেখানকার সরকারী এজেন্ট তাকে গ্রেফতার করেছিল আর গ্রেফতার করার কারণ ছিল, কেউ তার মোবাইল ফোন ধার করে সিরিয়ান বিদ্রোহীদেরকে ফোন করেছিল। এটি প্রারম্ভিক দিনগুলোর কথা যখন সিরিয়ায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। সেসময় প্রয়োজন সাপেক্ষে কাউকে ফোন ধার দেয়া আপত্তিকর কোন ব্যাপার ছিল না। যাহোক, বিদ্রোহীদের কেউ তার ফোন ধার নিয়ে নিজের সঙ্গীদের সাথে অর্থনৈতিক লেনদেন-সংক্রান্ত কথা বলে। সরকারী এজেন্সিসমূহ এধরনের ফোনকলে আড়ি পেতে থাকে বা চেক করে। তারা এ কথোপকথন রেকর্ড করে ফেলে। তদন্তে প্রমাণিত হয় যে, তার ফোন থেকেই ফোন করা হয়েছিল আর (তাদের ধারণানুসারে) বিদ্রোহীদের সাথে তার যোগাযোগ ছিল। এ কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং এরপর তাকে শহীদও করা হয়। মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রেফতার হওয়ার তৃতীয় দিন মাথায় মারাত্মক আঘাতের কারণে মরহুম মৃত্যু বরণ করেন, কেননা পুলিশ চরম নির্যাতন করে থাকে। বিদ্রোহীদের অবস্থা যেমন, সরকারী বাহিনীর অবস্থাও তদ্রুপই। যাহোক তার পরিবার মৃত্যুর সংবাদ পায় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ।"

(খুতবা জুমুআ, ১৮ মার্চ ২০১৬, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৮ এপ্রিল ২০১৬)

খলীফাগণের ছবির অপব্যবহার ও বিদআত থেকে দূরে থাকা

যত্রতত্র ছবির প্রচার ও প্রদর্শন (যেমন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি ছড়ানোর মাধ্যমে) বিদআত ছড়িয়ে পড়ার ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) জামা'তের সদস্যদেরকে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এক স্থানে তিনি (আই.) বলেন:

"হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে,

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের ছবি উঠিয়েছেন কিন্তু তাঁর কাছে যখন তাঁর নিজ ছবিসম্বলিত একটি কার্ড (বা পোস্টকার্ড) উপস্থাপন করা হয়, তিনি (আ.) বলেন, এর অনুমতি দেয়া যায় না। একই সাথে জামা'তকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এমন কার্ড ক্রয় না করে। এর ফলে পরবর্তীতে আর কেউ এমনটি করার সাহস দেখায় নি।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২১৪)

ইদানিং পুনরায় কোন কোন স্থানে, কোন টুইটস্-এ বা হোয়াট্স্ এ্যাপ-এ আমি দেখেছি, মানুষ কোন স্থান থেকে সেই পুরোনো কার্ড পুনরায় বের করে বা প্রবীণ বুযূর্গদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করে অথবা কেউ কেউ পুরোনো বইপুস্তকের দোকান থেকে ক্রয় করে তা ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। এটি একটি ভ্রান্ত রীতি যা বন্ধ করা উচিত। তাঁর (আ.) ছবি ওঠানোর কারণ হলো দূরদূরান্তের মানুষ, বিশেষতঃ ইউরোপীয় মানুষ, যারা চেহারা চেনে, তারা তাঁর ছবি দেখে পরখ করে সত্য সন্ধান করবে এবং তাদের অনুসন্ধিৎসা জাগবে। কিন্তু যখন তিনি (আ.) দেখেন, কার্ডে ছবি ছাপিয়ে মানুষ সেটিকে ব্যবসার মাধ্যম বানানোর চেষ্টা করছে বা কোথাও না আবার ব্যবসার মাধ্যম বানিয়েই বসে অধিকন্তু যখন তাঁর এই আশঙ্কা হয় যে, এর ফলে কোথাও আবার বিদআত না ছড়িয়ে পড়ে অথবা এটি না আবার বিদআত ছড়ানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন তিনি কঠোরভাবে এতে বাধা দেন বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি বলেন, এগুলো নষ্ট করে ফেলা হোক। সুতরাং যেসব মানুষ ছবির ব্যবসা করে, যারা ছবিকে ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে এবং এর জন্য চড়া মূল্য আদায় করে তাদের এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এছাড়া কিছু লোক এমনও আছে যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবিতে রঙিন ইফেক্ট দেয়ার চেষ্টা করে, অথচ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর কোন রঙিন ছবিই নেই। এটিও সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত রীতি, এটি থেকেও বিরত থাকা উচিত। অনুরূপভাবে, খলীফাদের ছবির অপব্যবহার করা থেকেও বিরত থাকা উচিত।

একবার এক শূরা'য় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর সামনে সিনেমা বা চলচ্চিত্র এবং বায়োস্কোপ সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ হয়। তখন তিনি (রা.) বলেন, সিনেমা বা বায়োস্কোপ অথবা ফোনোগ্রাফ নিজ সত্তায় মন্দ জিনিস–

একথা বলা সঠিক নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং ফোনোগ্রাফ শুনেছেন বরং এর জন্য তিনি নিজে একটি কবিতাও লিখেছেন এবং পড়িয়েছেন আর সেখানকার হিন্দুদের ডেকে তিনি সেই নযম শুনিয়েছেন। সেই নযমের একটি পঙ্‌ক্তি হলো,

আওয়ায আ রাহী হ্যায় ইয়ে ফোনোগ্রাফ সে
ঢুন্‌ডো খোদা কো দিল সে, না লাফ ও গুযাফ সে

অর্থ: ফোনোগ্রাফ থেকে এই ধ্বনি ভেসে আসছে যে, খোদা তা'লাকে আন্তরিকভাবে সন্ধান কর শুধু কথার খৈ ফুটিয়ে নয়।

সুতরাং সিনেমা নিজ বৈশিষ্ট্যে মন্দ নয়। (মানুষ বারংবার বলে যে সিনেমায় যাওয়াতো পাপ নয়?! সত্য, এটি নিজ বৈশিষ্ট্যে মন্দ নয়) বরং এই যুগে এর যে বিভিন্ন রূপ রয়েছে, সেগুলো চরিত্র বিধ্বংসী। কোন চলচ্চিত্র যদি একান্তই প্রচার ও শিক্ষমূলক হয় এবং তাতে অশালীন কোন কিছু না থাকে, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই।" (তবে কোন নাটকীয়তা যেন না থাকে।) হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মতামতও এটিই। তবলীগের ক্ষেত্রেও নাটকীয়তা অবৈধ। এটি এক ভুল পন্থা।

(রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত ১৯৩৯, পৃ. ৮৬)

অতএব যারা বলে, MTA-তে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কখনো যদি মিউজিক বা সঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই অথবা ভয়েস অব ইসলাম নামে যে রেডিও আরম্ভ হয়েছে তাতেও যদি তা যোগ করা হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই, তাদের সামনে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এসব কথা এবং এসব বিদআত নির্মূলের জন্যই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছেন। তাঁর আগমনের যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের চিন্তাধারাকে সে অনুসারে পরিবর্তন করতে হবে। নতুন নতুন আবিষ্কার থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া নিষিদ্ধ নয় আর এটি বিদআতও নয়, কিন্তু এসবের অপব্যবহারই এগুলোকে বিদআতে পর্যবসিত করে।

কেউ কেউ এই প্রস্তাবও দেয় যে, তবলীগি বা তরবিয়তী অনুষ্ঠানগুলো নাটকের মত করে বানানো হলে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আপনারা যদি একটি ভ্রান্ত রীতিতে প্রবেশ করেন বা কোন ভ্রান্ত বিষয় নিজেদের অনুষ্ঠানমালায় সংযোজিত করেন তাহলে কিছুকাল পর

শত প্রকার বিদআত নিজ থেকেই অনুপ্রবেশ করবে। অ-আহমদীদের দৃষ্টিতে হয়তো কুরআন শরীফও মিউজিকের সাথে পড়া বৈধ, কিন্তু একজন আহমদীকে বিদআতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। তাই আমাদের এসব বিষয় হতে দূরত্ব বজায় রাখা উচিত, বরং দূরে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত।"

অতঃপর হুযূর (আই.) বলেন: "এক অ-আহমদী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছে যা একটি চুটকি বা কৌতুক বটে কিন্তু এর মাধ্যমে এক মৌলভী সাহেবের অজ্ঞতারও প্রমাণ পাওয়া যায়, অধিকন্তু তাদের চিন্তাধারা কেমন তারও ধারণা পাওয়া যায় অর্থাৎ এরা এসব বিষয়কে বৈধ মনে করে। সেই লেখক লিখেছে, এক জায়গায় এক আরব গায়িকা আরবিতে বাদ্যের তালে তালে গান গাইছিল। সেই মৌলভী সাহেবকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি গভীরভাবে বিমোহিত হয়ে তা শুনছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, মৌলভী সাহেব! আপনি এই আরবি শুনে এত বিমোহিত হচ্ছেন কেন? সেই মৌলভী সাহেব, একই সাথে সুবহানাল্লাহ্, মাশাআল্লাহ্ এবং আল্লাহু আকবরও বলছিলেন। তিনি (অর্থাৎ লেখক) বলেন, আপনি এত আত্ম-নিমগ্ন হচ্ছেন কেন? তিনি (অর্থাৎ মৌলভী) বলেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, সে কত সুললিত কণ্ঠে কুরআন শরীফ পড়ছে? গানটি যেহেতু আরবি ভাষায় ছিল তাই তিনি একে কুরআন বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব এভাবে বিদআত ছড়িয়ে পড়লে মানুষের চিন্তাধারাও বিকৃতির শিকার হয়।"

(খুতবা জুমুআ, ১৮ মার্চ ২০১৬, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৮ এপ্রিল ২০১৬)

সোশাল মিডিয়ার কল্যাণকর দিক

- **MTA**'র কল্যাণরাজি
- **MTA** খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখার মাধ্যম
- **MTA**'র মাধ্যমে তবলীগ
- বিরোধিতা জামা'তের উন্নতির পথে অন্তরায় হতে পারে না
- "রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স" পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামের বাণী প্রচার
- **alislam.org-** ইসলাম প্রচারের মাধ্যম
- জুমুআর খুতবা একটি আধ্যাত্মিক খাদ্য
- আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবেই
- وَالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا অর্থ: আর তাদের (কসম) যারা ব্যাপকভাবে ছড়ায় (সূরা আল্ মুরসালাত 77 : 4)

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর বক্তৃতাসমূহে আমাদের দৃষ্টি বার বার এদিকে আকর্ষণ করেছেন যে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলিকে ধর্মের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ার কাজে ব্যবহার করুন, যাতে আপনারা এই জ্ঞানমূলক ও আধ্যাত্মিক খাদ্য হতে লাভবান হতে পারেন। এসব মাধ্যমই পৃথিবীর পুণ্যাত্মাদেরকে সঠিক পথ-পানে আকৃষ্ট করে ইসলামের কোলে আশ্রয় দিচ্ছে।

MTA'র কল্যাণরাজি

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল আধ্যাত্মিক খাদ্যের এমন এক মাধ্যম যার কল্যাণরাজি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"কাজেই আমরা এখন যে যুগ অতিবাহিত করছি তাতে প্রচারমাধ্যম আমাদেরকে পরস্পরের নিকটবর্তী করে দিয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে পুণ্যের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী করার পরিবর্তে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের অধিক নিকটতর করে দিয়েছে আর এটি নির্দিষ্ট কোন একটি রাষ্ট্রের কথা নয়, বরং গোটা বিশ্বের অবস্থাই এমন। এমতাবস্থায় এক আহমদীকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্যাটেলাইট টেলিভিশন MTA দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জামা'তের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ওয়েবসাইটও দান করেছেন। আমরা যদি আমাদের পূর্ণ মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ করি তবেই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকবে আর আমরা শয়তানের কবল থেকে বাঁচতে সক্ষম হব।"

(খুতবা জুমুআ, ২০ মে ২০১৬, মসজিদ নাসের, গুটেনবার্গ, সুইডেন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ জুন ২০১৬)

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া জামা'তের বার্ষিক জলসায় সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) জামা'তের সদস্যদের জন্য যে বাণী প্রেরণ করেছেন তার ইতি টানেন নিম্নোক্ত বচনে:

"সমগ্র পৃথিবীর আহমদীদের দৃষ্টি বারংবার আমি এদিকে আকর্ষণ করেছি যে, MTA-তে যেসব অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয় তা দেখুন। পিতামাতারাও এদিকে দৃষ্টি দিন আর আপনাদের সন্তানদেরকেও MTA'র সাথে সম্পৃক্ত করুন। এটি আধ্যাত্মিক খাদ্য যাতে রয়েছে আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের নিশ্চয়তা। এর মাধ্যমে আপনার ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি হবে এবং খিলাফতের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে আর বিশ্বের অন্যান্য চ্যানেলের বিষাক্ত ছোবল থেকে নিরাপদ থাকবেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে আমার এসব উপদেশ মেনে চলার সামর্থ দান করুন। আমীন।

(অস্ট্রেলিয়ার সালানা জলসা উপলক্ষ্যে প্রেরিত বাণী, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ জুলাই ২০১৬)

একইভাবে MTA'র কল্যাণরাজি থেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়ার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) একবার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বলেন:

"যেমনটি আজ আমি বলেছি, আমাদের শিক্ষা প্রচারের জন্য আমরা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিতে পারি। MTA ছাড়াও জামা'তের বিভিন্ন ওয়েবসাইট রয়েছে যাতে জ্ঞান ও তথ্যসমৃদ্ধ অনুষ্ঠানমালা এবং বইপুস্তক খুবই সহজলভ্য। আপনাদের উচিত এসব মাধ্যম ব্যবহার করে সব সময় নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির কাজে লেগে থাকা।

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রত্যেক সদস্যার উচিত নিজেকে MTA'র সাথে সম্পৃক্ত করা এবং নিয়মিত এর অনুষ্ঠানমালা দেখা। নিদেনপক্ষে এটি নিশ্চিত করুন যে, জুমুআর খুতবা এবং খলীফাতুল মসীহ্‌র অন্যান্য প্রোগ্রামও অবশ্যই দেখবেন। অনুরূপভাবে তাদের সন্তনরাও বসে এসব অনুষ্ঠান অবশ্যই দেখবে- এটিও নিশ্চিত করুন। এখানে যুক্তরাজ্যে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে তাদেরও উচিত MTA এবং জামা'তের বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সাথে যুক্ত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা। এটিও তাদের সুনিশ্চিত করা উচিত যে, যুগ-খলীফার প্রোগ্রাম তারা অবশ্যই দেখবে। কেননা এটি তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণে সহায়ক হবে আর ধর্মীয় বিষয়েও তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষ MTA'র মাধ্যমে সত্যকে অনুধাবন করে আহমদীয়াতের ক্রোড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। যেমন কিছুকাল পূর্বে ফ্রান্সের নিকটবর্তী খুবই ছোট্ট একটি দ্বীপের বাসিন্দা এক ব্যক্তি লেখেন, ঘটনাক্রমে আমার MTA দেখার সুযোগ ঘটে আর তখন আমার (অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্‌র) খুতবা সম্প্রচারিত হচ্ছিল। সেই খুতবায় আমি ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি উল্লেখ করি। সেই ব্যক্তি এটি শুনে বলেন, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মায় যে, এটিই সঠিক শিক্ষা। এরপর তিনি ইন্টারনেটে জামা'ত সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং YouTube-এ আমাদের অনুষ্ঠান দেখেন। তিনি বলেন, পরবর্তীতে আহমদীয়াতের সত্যতা সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে আর এভাবে আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে বেশ কিছু ভদ্রমহিলাও আমাদের জামা'তভুক্ত হয়েছেন এবং তারা ঈমানের ওপর খুবই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ; ২৫ অক্টোবর ২০১৫; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৫ মার্চ ২০১৬)

MTA-খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যম

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া একটি মহান নিয়ামতের চেয়ে কম নয় যা থেকে সম্ভাব্য সব কল্যাণ অর্জন করা উচিত। অতএব হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"যেমনটি আমি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েছি, এ যুগে এমন অনেক বিষয় আছে যা মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায়। সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার পাপ নয় কিন্তু সেগুলোর অপব্যবহার বিভিন্ন পাপের প্রসার, নোংরামি ও পাপাচার বিস্তারের অনেক বড় মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এসব উপকরণ পুণ্য বিস্তারেরও মাধ্যম। যেমন টিভি; যা একদিকে তথ্যবহুল এবং জ্ঞাণগর্ভ বিষয়ও প্রচার করে আর অপরদিকে এর মাধ্যমে সর্বত্র অশ্লীলতাও ছড়াচ্ছে। এ যুগে টিভি'র সর্বোত্তম ব্যবহার আমরা আহমদীরাই করছি বা আহমদীয়া জামা'ত করছে। জলসার দিনগুলোতেও আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম আর কতিপয় লোকের ওপর এর ভালো প্রভাব পড়েছে। তারা আমাকে বলেছে, ইতোপূর্বে আমরা MTA দেখতাম না, কিন্তু এখন

আপনার নির্দেশ ও দৃষ্টি আকর্ষণের পর আমরা MTA দেখতে আরম্ভ করেছি। তারা এখন অনুতাপ করে যে, পূর্বে কেন MTA দেখি নি, কেন আমরা এর সাথে যুক্ত হই নি। কেউ কেউ লিখেছেন, (MTA 'র কল্যাণে) এক সপ্তাহ বা দশ দিনের মধ্যেই আমাদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত মানের উন্নয়ন ঘটেছে; জামা'ত সম্পর্কে আমরা সঠিকভাবে অবগত হয়েছি।

অতএব আমি পুনরায় স্মরণ করাচ্ছি- এদিকে অনেক বেশি মনোযোগ দিন আর নিজেদের পরিবারকে এই নিয়ামত থেকে উপকৃত করুন যা আমাদের তরবীয়ত বা শিক্ষাদীক্ষার জন্য, আমাদের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার উন্নতির জন্য, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা নিশ্চিৎ করার জন্য আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন। অতএব আমাদের উচিত নিজদেরকে MTA 'র সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা। এখন খুতবা ছাড়াও আরো অনেক লাইভ অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। এগুলো যেখানে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যম, সেখানে জ্ঞানগত উন্নতিরও মাধ্যম। জামা'ত প্রতিবছর এর পেছনে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করে যাতে জামা'তের সদস্যদের তরবিয়্যত হয়। জামা'তের সদস্যগণ যদি এথেকে পুরোপুরি লাভবান না হয় তাহলে নিজেরাই নিজেদেরকে বঞ্চিত করবে। অ-আহমদীরা এথেকে অনেক বেশি লাভবান হচ্ছে এবং জামা'তের সত্যতা তাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে আর আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তারা পূর্ণভাবে জ্ঞাত হচ্ছে এবং প্রকৃত সত্য তারা জানতে ও বুঝতে পারছে। কাজেই, এখানে বসবাসকারী আহমদীদের এবং বিশ্বের সকল আহমদীর উচিত MTA থেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়া। MTA 'র আরো একটি কল্যাণ রয়েছে আর তা হলো এটি জামা'তকে খিলাফতের কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত করারও অনেক বড় এক মাধ্যম। অতএব, এথেকে লাভবান হওয়া উচিত।"

(খুতবা জুমুআ, ১৮ অক্টোবর ২০০৩, মসজিদ বায়তুল হুদা, সিডনী, অস্ট্রেলিয়া; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৮ নভেম্বর ২০১৩)

আহমদী মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বার বার নির্দেশনা প্রদান করছেন। এ প্রসঙ্গে এক বাণীতে তিনি (আই.) বলেন:

"লাজনা ইমাইল্লাহ্-ও জামা'তেরই একটি অঙ্গসংগঠন, যাদের একটি

শাখা হচ্ছে নাসেরাতুল আহমদীয়া যা পনের বছর বয়ঃসীমায় উপনীত আহমদী কিশোরীদের সংগঠন। কাজেই, খোদা তা'লার কৃপায় আপনারা জামা'তের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় (সাংগঠনিক) কাঠামোর অংশ, যাদের কাজ হচ্ছে বিশ্ববাসীকে ইসলাম ও আহমদীয়াতের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা। এজন্য আপনাদের ব্যাপক ধর্মীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নিজেদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সম্যক ধারনা থাকতে হবে এবং ইসলামী শিক্ষামালা মেনে চলতে হবে। যেমন- শালীন পোশাক পরিধান করুন, কোট ও বোরকা পরিধানের বয়স হলে এগুলো না পরে ঘর থেকে বের হবেন না। গল্পগুজবের আসর, অনৈতিক বন্ধুত্ব আর ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন ইত্যাদির বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক থেকে নিজেকে দূরে রাখুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর "কিশতিয়ে নূহ" পুস্তকে যারা কুসংসর্গ এবং মন্দ আড্ডা পরিত্যাগ করে না তাদেরকে খুবই শক্তভাবে সতর্ক করেছেন। অতএব সর্বদা এ শিক্ষাকে স্মৃতিপটে জাগরুক রাখুন।

নাসেরাতের বয়স হচ্ছে শিক্ষার্জনের বয়স। নিজের শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে পরিশ্রম করুন এবং বেশি বেশি দোয়া করুন। নিজেদের কর্মপরিকল্পনা আপনারা এমনভাবে করুন যদ্বারা ধর্মের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ প্রত্যেক শুক্রবারে MTA'তে যখন আমার খুতবা সম্প্রচার হয় তখন তা শোনার ব্যবস্থা করুন। কিছু কথা সঙ্গে সঙ্গে টুকেও রাখুন যাতে খুতবার প্রতি পূর্ণ মনযোগ নিবদ্ধ থাকে। যেসব কথা বুঝতে না পারেন, বাড়ির কোন জ্যেষ্ঠ সদস্যের কাছে তা জিজ্ঞেস করুন। এতে যুগ-খলীফার সাথে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠবে, ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, চিন্তাধারা ও মন-মানসিকতা পবিত্র হয়ে যাবে এবং ধর্মসেবা ও জামা'তী অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। স্মরণ রাখবেন! নিজেকে আপনি যতটা ধর্মের কাছে রাখবেন, সামাজিক কলুষ বা অবক্ষয় থেকে ততটাই নিরাপদ থাকতে পারবেন। এর মাধ্যমেই আত্মিক প্রশান্তি লাভ হবে। তবলীগ করলে (আপনাদের) কথা মানুষের হৃদয়ে দাগ কাটবে।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানির উদ্দেশ্যে প্রেরিত বার্তা, ত্রৈমাসিক গুলদাস্তা, ২০ মার্চ ২০১৭; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৯ জুন ২০১৭)

MTA'র মাধ্যমে তবলীগ

MTA'র মাধ্যমে জামা'তের উন্নতি ও অগ্রগতির বৃত্তান্তও প্রচারিত হয়ে থাকে আর তবলীগ বা প্রচারের কাজও অব্যাহত থাকে যার ফলে মহিলারাও কল্যাণমণ্ডিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একবার হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আমি ঐশী কৃপারাজি আর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কাজ সহজসাধ্য করার কথা বলেছি। এ মর্মে আজও কতিপয় উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, (যাতে স্পষ্ট হবে) কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীর হৃদয় উন্মুক্ত করছেন- যাদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নারীরাও। মাত্র কয়েকজন নারীর উদাহরণ আমি নিয়েছি, যাদেরকে আল্লাহ তা'লা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা সর্বোত্তম উম্মত হবার দাবি পূরণার্থে সম্মুখে এগিয়ে চলেছেন।

সিরিয়া থেকে আমাদের একজন বোন হালওয়ানী সাহেবা তার কয়েকটি স্বপ্ন তুলে ধরছেন। তিনি বলেন, প্রথম স্বপ্নে আমি আলেমদের একটি দল দেখি আর মনে হচ্ছিল, তারা 'আল হিওয়ারুল মুবাশের'-এ (যা আমাদের MTA'র একটি আরবী অনুষ্ঠান) বসে আছেন এবং হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী সম্পর্কে কথা বলছেন। জাগ্রত হবার পর শুধু 'পাঞ্জাব' শব্দটি আমার স্মৃতিপটে গেঁথে ছিল যা আমি এর পূর্বে কখনো শুনি নি। অতএব আমি আমার এক আহমদী বান্ধবীকে স্বপ্নটি শোনানোর পর এ শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করি তখন সে খুব বিস্মিত হয়। এর কিছুদিন পর আমি আরেকটি স্বপ্নে একটি নূর বা জ্যোতি দেখতে পাই যা এমন এক ব্যক্তির অবয়বে ছিল যিনি পাগড়ী পরিহিত আর তিনি হাঁটু গেড়ে বসে ছিলেন এবং আমাকে বলেন- আমিই মাহ্দী। ঘুম ভাঙ্গার পর আমি খুবই আনন্দিত ছিলাম। আমি বয়আত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করি, কিন্তু কোন কারণে আমার বয়আত করতে বিলম্ব হয়ে যায়। তিনি বলেন, তৃতীয় স্বপ্নে আমি দেখি, দিনের বেলা আরাম করছি আর তখন একটি আওয়াজ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, আমি তোমাকে তৃতীয়বার বলছি যে, আমিই মাহ্দী। তুমি কিসের অপেক্ষায় আছ? এরপর আমার মেয়ে আমাকে (ঘুম থেকে) জাগিয়ে

দেয় আর তখন আমি বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন ছিলাম। অতএব আমি ত্বরিত বয়আত করে নেই।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানির বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৬ নভেম্বর ২০১২)

একজন আফ্রিকান যুবকের MTA'র প্রতি ভালোবাসা এবং এথেকে উপকৃত হওয়া সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আইভরিকোস্টের একটি শহরে বসবাসকারী বাসাম (Bassam) নামের এক যুবকের উদাহরণ আমি উপস্থাপন করছি:

তিনি বলেন, তিনি একজন অ-আহমদী মুসলমান এবং ইসলামের প্রতি তার গভীর আকর্ষণ ছিল। তিনি অ-আহমদীদের মসজিদে যাতায়াত করতেন কিন্তু তারা পারস্পরিক ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত থাকত। এটি দেখে তিনি খুবই নিরাশ হতেন, তার অনেক দুঃখ হতো আর এ কারণে অনেক আক্ষেপও করতেন। কিছুদিন পর আল্লাহ তা'লার কৃপায় তাকে আহমদীয়া জামা'তের সাথে পরিচয় করানো হয়। এরপর তিনি আমাদের মসজিদে নামায পড়তে আরম্ভ করেন এবং কুরআনের দরসও শুনতেন আর পাশাপাশি স্থানীয় আহমদীরা তাকে তবলীগও করে। এভাবে অচিরেই তার সামনে আহমদীয়াতের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যায় আর তিনি বয়আতও গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি শুধু বয়আত করেই ক্ষান্ত হন নি বা শুধুমাত্র বয়আত করাকেই যথেষ্ট মনে করেন নি, বরং স্থানীয় জামা'তে মনোযোগের সাথে নিয়মিত MTA দেখতে থাকেন। MTA দেখে তিনি এতটাই প্রভাবিত হন যে, কয়েক মাসের মধ্যেই টাকা জমিয়ে নিজ বাড়িতে স্যাটেলাইট ডিশ লাগিয়ে নেন। আহমদীয়া জামা'তের যে অনুষ্ঠানই তিনি দেখতেন তার ভাষ্য অনুসারে তা তার ঈমান বৃদ্ধির কারণ হতো। যদিও তিনি ফরাসি ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু এমন অনুষ্ঠানও দেখতেন যা ফরাসি নয় এবং তিনি MTA'র শিডিউল বা অনুষ্ঠানসূচী পুরো মুখস্ত করে ফেলেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমার বিভিন্ন খুতবা তার জন্য বিশেষভাবে আত্মিক প্রশান্তির কারণ হয় এবং একইভাবে অন্যান্য অনুষ্ঠানও (তাকে প্রশান্তি দিয়ে থাকে)। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত MTA রূপী এই নেয়ামতকে প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের মূল্যায়ন করা উচিত আর কোনভাবেই এর অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়।

মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবী বিভিন্ন যুগচক্র বা যুগ-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে আর এখন ইসলাম সেই চিরস্থায়ী খিলাফতের যুগে প্রবেশ করেছে যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। এজন্য প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক হলো খিলাফতের সাথে নিজের বন্ধন ও সম্পর্ককে সুদৃঢ় করা আর আইভরিকোস্টের এই যুবকের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করা। সে যুবক একথাও বলেছেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্র জুমুআর খুতবা শোনা অথবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্র কোন অনুষ্ঠান দেখা তিনি বাদ দেন নি, প্রতিটি অনুষ্ঠান দেখেছেন। তিনি সব সময় এমন কোন কথা পান, যা তার ঈমান আরো বৃদ্ধির কারণ হয়। এজন্য প্রত্যেক আহমদী যুবককে নিজের Preference বা পছন্দ পাল্টানো উচিত আর আল্লাহ তা'লার সেই পুরস্কারের জন্য সত্যিকার অর্থে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যা তিনি MTA রূপে আমাদেরকে দান করেছেন। আমাদের উচিত MTA'র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্বলিত এবং বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনার আলোকে MTA খুবই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানমালা প্রস্তুত ও সম্প্রচার করছে। আপনাদের উচিত এসব অনুষ্ঠান দেখে বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অবগত হওয়া, যাতে আপনাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায় আর এভাবে ইসলাম ও জামা'তের সাথে আপনাদের বন্ধনও দৃঢ় হবে ইনশাআল্লাহ্।"

(খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় যুবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৪ জুন ২০১৫; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪ এপ্রিল, ২০১৭)

অগণিত অন্যান্য মানুষের মত আরবদেরও ইসলাম আহমদীয়াতে যোগ দেওয়ার মাধ্যম হয়েছে, এই MTA। এমনি একজনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"জর্ডানের আহমদ সাহেব বলেন, MTA'র মাধ্যমে জামা'তের সাথে তার পরিচয় হয় আর এতে উপস্থাপিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ শুনে আন্তরিক প্রশান্তি নিয়ে তিনি খোদা তা'লার কাছে পথনির্দেশনা কামনা করে দোয়া করতে থাকেন। তিনি বলেন, এ দোয়ার পর আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখি, যিনি বাড়ির ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ফজরের আযান দিচ্ছেন। আযান শেষ করার পর তিনি অনেকটা এভাবে বলেন, "হাইয়্যা আলাল আহমদীয়্যাহ্,

হাইয়্যা আলাল আহমদীয়্যাহ্" অর্থাৎ আহমদীয়াতের দিকে এসো, আহমদীয়াতের পানে এসো। স্বপ্নে মুয়ায্যিন আরো কিছু বাক্য বলেন কিন্তু আমার শুধু এটিই স্মরণে আছে। আশ্চর্যের কথা হল, আমি যখন সজাগ হলাম, তখন পাড়ার মসজিদে মুয়ায্যিন ফজরের আযান দিচ্ছিলেন। এই সুস্পষ্ট স্বপ্ন দেখার পর আমি বয়আত করার সিদ্ধান্ত নিই আর নিজ পুত্রদের ও পরিবারের অন্যদেরকে সাথে নিয়ে আমি বয়আত গ্রহণ করি।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার ভাষণ, ১৩ আগস্ট, ২০১৬; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২০ জানুয়ারি ২০১৭)

MTA'র কল্যাণে সংঘটিত আরেকটি আধ্যাতিক পরিবর্তনের উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লেখেন, অ-আহমদী মৌলভীদের প্ররোচনায় 'মামত ফান্না (Mamt Fanna) গ্রামে জামা'তের তীব্র বিরোধিতা হয়। গ্রামে যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিল তারা MTA'র সংযোগ নেয় আর অনুষ্ঠান দেখতে থাকে। এর ফলে আহমদীয়াতের প্রতি লোকদের আগ্রহ বাড়তে থাকে আর ধীরে ধীরে বিরোধীরাও MTA'র অনুষ্ঠান দেখতে আরম্ভ করে। যারা জামা'তের ঘোর বিরোধী ছিল, খুতবা শোনা ও দেখার পরে তারাই বলে, এই ব্যক্তির তো বিরোধিতা হওয়া উচিত নয়। (আমীর সাহেব) আরো বলেন, সেখানে ৩৫০জন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব আরো লেখেন, 'মামত ফান্না' গ্রামে একজন মহিলা আহমদী হওয়ার পর MTA'র অনুষ্ঠানাদি দেখতে আরম্ভ করেন। উক্ত মহিলার স্বামী আহমদীয়াতের ঘোর বিরোধী ছিল। জামা'ত ও খিলাফত সম্পর্কে তিনি বাড়িতে কথা বললে তার স্বামী রাগান্বিত হয় এবং বলে, আজকের পর বাড়িতে আহমদীয়াত সম্পর্কে কোন কথা হবে না এবং মানুষের উপস্থিতিতে স্ত্রীকে চরম ভাষায় গালমন্দ করে। উক্ত মহিলা দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্যের সাথে স্বামীর কথা হজম করলেও অবিচলতার সাথে আহমদীয়াত ধরে রাখেন এবং নিয়মিত MTA দেখতে থাকেন। কিছুদিন পর (তার) স্বামীও MTA দেখতে আরম্ভ করে আর এর ফলে এক মাস পর উক্ত মহিলার স্বামীও আহমদীয়াত গ্রহণ করে। *(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার ভাষণ, ২২ আগস্ট ২০১৫; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)*

"বিরোধিতা জামা'তের উন্নতিতে প্রতিবন্ধক হতে পারে না"

আহমদীয়া জামা'তের বিরোধীরা আমাদের প্রকাশিত বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আহমদীয়াতের তবলীগ বন্ধ করতে পারবে বলে মনে করে। কিন্তু প্রচারমাধ্যম ও অন্যান্য মাধ্যমের সুবাদে খোদা তা'লা আহমদীয়াতের শুভবার্তা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছেন। পাঞ্জাব সরকারের নেয়া শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ডের স্বরূপ উন্মোচন করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"গত জুমুআয় আমি বলেছিলাম, জামা'তের কয়েকটি সাময়িকী ও পুস্তকের ওপর পাঞ্জাব সরকার প্রকাশ, প্রচার এবং প্রদর্শন (Display) ইত্যাদি করা যাবে না মর্মে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সেখানকার কিছু পত্রপত্রিকা এ বিষয়ে সংবাদও প্রকাশ করেছে। বর্তমানে সেল ফোনের মাধ্যমেই ছবি, ক্ষুদেবার্তা (Messages) এবং বিভিন্ন ধরনের বার্তা প্রেরণের যে পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে মিনিটেই পুরো পৃথিবীতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এগুলো দেখে ও শুনে লোকেরা আমার কাছে চিঠি ও ফ্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্বেগ প্রকাশ করে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এসব নতুন কোন বিষয় নয়। আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাসে নামধারী এসব আলেমের দাবিতে এ ধরনের অপকর্ম পূর্বেও হয়েছে এবং হয়েই থাকে। সূচনা থেকেই, তথা জামা'তে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই এরা এ ধরনের অপকর্ম করে আসছে আর করতে থাকবে। এসব অপকর্মের ফলে পূর্বেও কখনো জামা'তের কোন ক্ষতি হয় নি এবং ভবিষ্যতেও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা হবে না আর ক্ষতি করার সামর্থ্যও এদের নেই। কোন 'মা' এমন সন্তান জন্ম দেয় নি যে, এমনটি করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ঐশী মিশনকে প্রতিহত করতে পারে। নামধারী এসব আলেম আর সেসব সরকার যারা তাদের পথপানে চেয়ে থাকে, তারা আহমদীয়াতের উন্নতি দেখে হিংসা প্রকাশের কোন না কোন অজুহাত খোঁজে। হিংসায় তারা এতটাই অন্ধ হয়ে গেছে যে, তারা সম্পূর্ণরূপে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে। বাহ্যত শিক্ষিত মানুষ অথচ তারা অজ্ঞদের চাইতেও হীন আচরণ প্রকাশ করতে থাকে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং মহানবী (স.)-এর মহিমা ও মর্যাদাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কীভাবে বর্ণনা করেছেন এবং

আহমদীয়া জামা'তের প্রকাশনায় এগুলো যে কত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তারা তা কখনো জানা ও দেখার চেষ্টাই করে নি। আরব ও অন্যান্য জাতির ন্যায়পরায়ণ মুসলমানগণ যখন প্রকৃত সত্য দেখে, জামা'তের বিভিন্ন প্রকাশনা ও পুস্তকাদি দেখে বাস্তবতা উপলব্ধি করে, তখন তারা অবাক হয়ে যায় যে, এসব নামধারী আলেম, যারা নিজেদেরকে ইসলামের ধ্বজাধারী জ্ঞান করে, তারা কতটা ঘৃণ্য, মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ধ্যাণধারণা, শিক্ষামালা ও তাঁর রচনাসমগ্রকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে এবং অনবরত মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। মহানবী (স.)-এর মর্যাদা ও ইসলামের অনুপম শিক্ষার মহিমাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেভাবে বর্ণনা করেছেন আর আমাদের টেলিভিশন (চ্যানেল) MTA'তে সরাসরি যে অনুষ্ঠান হয় তা দেখে, তাতে এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমেও অধিকাংশ মানুষ যারা এখনো আহমদী হয় নি, একথাই প্রকাশ করে যে, এই মর্যাদা ও মহিমা সম্বন্ধে এখনই আমরা জানতে পারলাম। নতুবা এসব আলেম-উলামা তো আমাদেরকে অজ্ঞতার পর্দায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সত্যটা জেনে লোকেদের কাছে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, আহমদীয়াতের শত্রুতায় এরা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অজান্তে মহানবী (সা.) ও ইসলামকে আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত করছে।

যাহোক, এসব আলেমের ধর্মই হচ্ছে শত্রুতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা আর এ কারণেই এরা প্রকৃত সত্য জানার চেষ্টা কখনোই করবে না, এতে অতি সরল মুসলমানদের যত ক্ষতিই হোক না কেন! যাহোক, এগুলো তাদের কাজ আর তারা এসব করতেই থাকবে, কেননা তাদের কাছে ধর্মের চাইতে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা অধিক প্রিয়। কিন্তু বিরোধীদের এহেন কর্মকাণ্ড অতীতের ন্যায় আমাদের ঈমানে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্ক আরো নিবিড় করার ক্ষেত্রে ফলনবৃদ্ধি সারের ভূমিকা পালন করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি পাঠের প্রতি যদি আমাদের মনোযোগ কম থেকে থাকে তাহলে এখন মনোযোগ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত।

এক পাঞ্জাব সরকারের বাধা তো দূরের কথা গোটা বিশ্বের সব রাষ্ট্রের বাধায়ও এ কাজ বন্ধ হতে পারে না; কেননা এটি মানবীয় চেষ্টা-

প্রচেষ্টায় সাধিত হওয়ার মত কাজ নয়; বরং এটি খোদা তা'লার কাজ। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে জ্ঞান ও তত্ত্বভাণ্ডারে সমৃদ্ধ করে প্রেরণ করেছেন আর সফলতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বড় বড় বাধা-বিপত্তি ও বিরোধিতার পর জামা'তের উন্নতি আরো ব্যাপকভাবে হয়েছে; আমরা সব সময় এটিই দেখেছি। তাদের ধারণা অনুসারে তারা আমাদের বিরুদ্ধে যে মোক্ষম পদক্ষেপ নিয়েছে বলে মনে করে, তা খুবই নগণ্য এক প্রতিবন্ধকতা। আমাদেরকে দমনের চেষ্টা যত বেশি করা হয় আল্লাহ তা'লা (আমাদের প্রতি) স্বীয় কৃপারাজি ততই বৃদ্ধি করেন। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এখনো মঙ্গলই হবে, কাজেই চিন্তার কিছু নেই; বেশি উদ্বিগ্নও উৎকণ্ঠিত হবারও কোন প্রয়োজন নেই। কেননা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি এখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছাপানো হচ্ছে, ওয়েব সাইটগুলোতেও সহজলভ্য। বিভিন্ন বইয়ের অডিও সংস্করণও পাওয়া যাচ্ছে এবং বাকিগুলোও অচিরেই সরবরাহের চেষ্টা করা হবে। এমন এক যুগও ছিল যখন এ চিন্তা হতো যে, প্রকাশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপে জামা'তের ক্ষতি হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই জ্ঞান ও তত্ত্বভাণ্ডার এখন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে, একটি বোতাম টিপতেই যা আমাদের সামনে এসে যায়। আমাদের কাজ হচ্ছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ধর্মীয় সাহিত্য ও পুস্তকাদি থেকে বেশি বেশি লাভবান হবার চেষ্টা করা। এখন MTA'তেও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদির ভিত্তিতে পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় ধরে দরস সম্প্রচার করা হবে। এভাবে পাকিস্তানের একটি প্রদেশের আইনের কারণে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা আহমদীদের উপকার হবে। প্রতিটি বাধা ও বিরোধিতা আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে আর নতুন পথ ও মাধ্যমের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। এর কল্যাণে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা কেবল মূল ভাষায়ই পুস্তক ছাপা হবে না এবং দরস বা আলোচনা হবে না, বরং অনেক জাতির স্থানীয় ভাষায়ও এসব তথ্যভাণ্ডার সহজলভ্য হবে। যেহেতু লোকেরা এ ব্যাপারে আমাকে লিখে থাকে তাই আমাকে এ কথা বলতে হচ্ছে যে, যাদের অন্তরে কোন প্রকার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আছে তারা তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন। *(খুতবা জুমুআ, ১৫ মে ২০১৫, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৫ জুন ২০১৫)*

"রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স" পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামের বাণী

ইংরেজি ভাষা-ভাষী লোকদের মাঝে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে উর্দূ ও ইংরেজি উভয় ভাষায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে পত্রিকা ১৯০২ সনে কাদিয়ান থেকে প্রকাশ করেন, সেটি আজ প্রিন্ট মিডিয়া (মুদ্রণ মাধ্যম) ছাড়াও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমেও সমগ্র বিশ্বের (ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষা-ভাষী) শিক্ষিত শ্রেণির সামনে ইসলামের জ্যোতিকে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ করছে। এ পত্রিকা'র উল্লেখ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন:

"রিভিও অফ রিলিজিওন্স" (Review of Religions) যার সূচনা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৯০২ সনে করেছিলেন, এখন এর প্রচার ব্যপ্তিকাল ১১৪ বছর। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আধুনিক যুগের বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম ব্যবহার করে এখন এটিকে একটি মাল্টি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ, ওয়েব সাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ইউটিউব এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিশাল সংখ্যক মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো হচ্ছে আর বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার সুবাদে প্রায় দশ লক্ষাধিক মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে যাচ্ছে।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার ভাষণ, ১৩ আগস্ট ২০১৬;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২০ জানুয়ারি ২০১৭)

"alislam.org" ইসলাম প্রচারের অন্যতম মাধ্যম

"আল ইসলাম ডট অর্গ" (alislam.org) এমন একটি ওয়েব সাইট, যেখানে তবলীগ ও তরবিয়্যতের লক্ষ্যে বিভিন্ন ভাষায় সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এক জায়গায় একত্রিতরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর উপকারিতার ধারণা কেবল তারাই করতে পারে, যারা এ থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে। স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল এই ওয়েব সাইটটিকে যথাসম্ভব উন্নত থেকে উন্নত করার চেষ্টায় অহর্নিশ রত থাকে। এর উল্লেখ করতে গিয়ে এক জুমুআর খুতবায় হুযূর (আই.) বলেন:

"আরেকটি কথা যা আজ আমি বলতে চাই আর আমি কাদিয়ানের

সালানা জলসার সমাপনী অধিবেশনেও বলেছিলাম যে, আমাদের ওয়েব সাইট, alislam কর্তৃপক্ষ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এতে একটি নতুন বিষয়ের সংযোজন করেছে, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রূহানী খাযায়েনের সবকটি গ্রন্থকে এমন একটি সার্চ ইঞ্জিনে (Search Engine) অন্তর্ভুক্ত করেছে যে, আপনারা যদি এতে কোন শব্দ যেমন আল্লাহ্‌র নাম, ইউসু মসিহ্‌র নাম, মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম খুঁজতে চান, তাহলে সেই নাম এবং উদ্ধৃতি অনায়াসেই আপনার সামনে চলে আসবে, তা সেই নাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রূহানী খাযায়েনের খণ্ডসমূহে অন্তর্ভুক্ত কিতাবের যেখানেই ব্যবহৃত হয়ে থাকুক না কেন। অধিকন্তু যারা ইন্টারনেটে আগ্রহ রাখেন বা alislam ব্রাউজ করেন, তারা সেটি বের করে মূল বইয়ের পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোও দেখতে পারেন। অতএব এটি একটি অনেক বড় অগ্রগতি যা ছিল খুবই কঠিন একটি কাজ; আল্লাহ্‌র কৃপায় আমাদের যুবকদের একটি সেবক দল এ কাজ সম্পাদন করেছে।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন:

"অতএব তারা এটি অনেক বড় একটি কাজ সম্পাদন করেছে, কিন্তু যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখে সে তা অনুভবও করে না। প্রতিটি পুস্তক পাঠ করা, প্রতিটি পুস্তক থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, এরপর সূচীপত্র প্রস্তুত করা, তারপর সেই সূচীর সাথে সম্পর্কযুক্ত উদ্ধৃতি ও পৃষ্ঠাগুলোর প্রোগ্রাম বানানো একটি অনেক বড় কাজ ছিল, যা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের যুবকরা সম্পাদন করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং জগদ্বাসী এর মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হবে– এটিই আমার প্রত্যাশা।

আপত্তিকারীরা বর্তমানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। চিন্তা করলে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে যে, এ যুগে এটিই একমাত্র ধনভাণ্ডার যা জগদ্বাসীর সংশোধনের উপায় হতে পারে। কিন্তু যাদের ওপর প্রভাব পড়বার নয়, তারা কুরআন করিমের আয়াতকেও এ মর্মে হাসি ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে যে, তাদের ওপর (কুরআনেরও) কোন প্রভাব পড়ে নি। আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন।" *(খুতবা জুমুআ, ৩১ অক্টোবর ২০১০, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ জানুয়ারি ২০১১)*

জুমআর খুতবা এক আধ্যাত্মিক খাদ্য

যুক্তরাজ্যের মজলিসে শুরা'র সমাপনী বক্তব্যে শুরার প্রতিনিধিগণকে MTA হতে বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে নিয়মিত খুতবা জুমআ শ্রবণ করার প্রতি জোর তাগিদ প্রদান করে সৈয়্যদনা হুযূর (আই.) বলেন:

"আরেকটি কথা, যেদিকে আমি কর্মকর্তাদের এবং মজলিসে শুরার প্রতিনিধিদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই তা হলো তাদের এবং তাদের পরিবারের লোকদের যতটুকু সম্ভব MTA থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। বরং আপনারা অন্যান্য বন্ধুদেরও MTA থেকে কল্যাণ লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। প্রাথমিকভাবে আপনি যা করতে পারেন তাহলো প্রত্যহ MTA-তে আপনার পছন্দের অনুষ্ঠান দেখার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করুন। যেমন, যেসব বন্ধু ইংরেজি অনুষ্ঠান শ্রবণ করতে পছন্দ করেন তাদের জন্য খুবই উন্নত কতিপয় ইংরেজি অনুষ্ঠান প্রাত্যহিকভাবে MTA-তে সম্প্রচার করা হয়; তাদের সেই সকল অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে দেখা উচিত।"

যে বিষয়টির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তা হলো, আপনারা প্রত্যেক শুক্রবারে সম্প্রচারিত খুতবা জুমুআ নিয়মিত শ্রবণ করুন, সেই সাথে সেসকল অনুষ্ঠানও দেখুন, যেগুলোতে আমি নিজে অংশ গ্রহণ করে থাকি, যেমন অমুসলমানদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্য, জলসায় প্রদত্ত আমার বক্তৃতাসমূহ বা অন্যান্য বৈঠক, ইত্যাদি। এ সকল অনুষ্ঠান দেখা আপনাদের জন্য কল্যাণকর হবে ইনশাআল্লাহ্ আর এই উদ্দেশ্যেই আপনাদের এ সকল অনুষ্ঠান দেখা উচিত।

(মজলিসে শুরা যুক্তরাজ্য, ১৬ জুন ২০১৩, বাইতুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যশনাল, ২৫ অক্টোবর ২০১৩)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের ওয়াকেফীনে নও ন্যাশনাল ইজতেমায় প্রদত্ত সমাপনী ভাষণে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বিভিন্ন বিষয়ে স্বর্ণালী উপদেশ প্রদান করেন ও গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেন। সেই বক্তব্যে হুযূর আনোয়ার (আই.) জুমুআর খুতবা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য বিশেষ উপদেশ দেন, কেননা এর মাধ্যমে যুগ-খলীফার সাথে জামা'তের সদস্যগণের এক দৃঢ় সম্পর্ক-বন্ধন তৈরী হতে পারে। হুযূর আনোয়ার (আই.) দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বলেন:

"আপনাদের এ কথায়ও পূর্ণ ঈমান থাকা আবশ্যক যে, এ যুগে অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগে ইসলাম প্রচারের কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন উপায় উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে ধর্মীয় বিধান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে। তিনি (সা.) ছিলেন 'খাতামান নবীঈন' অর্থাৎ নবীগণের মোহর। কিন্তু ইসলামের বাণীকে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ মিডিয়া ও অন্যান্য মাধ্যম, যার সুবাদে সংবাদ প্রচার করা যায় তা তখন প্রকাশিত হয় নি। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে এ সকল উপায় উপকরণ হস্তগত হয়েছে, যার মাধ্যমে অর্থাৎ মিডিয়া, টেলিভিশন, প্রেস ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামের বাণীকে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সমস্ত জগতে প্রচার ও প্রসারের কাজটি সম্ভবপর করার জন্যই একান্ত নিজ অনুগ্রহে আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে আহমদীয়া জামা'তকে এসব উপকরণ দান করেছেন। এ কারণে জামা'তের প্রতিটি সদস্য, সে পৃথিবীর যে কোন এলাকার অধিবাসীই হোক না কেন, তার উচিত এই নতুন উপকরণের পর্যাপ্ত ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। জামা'তের সদস্যগণের সার্বিক চেষ্টা করা উচিত যেন ইসলামের বাণী সকল দিকে পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডে পৌঁছে যায়। এভাবে তারা খোদা তা'লার সেসকল কল্যাণেরও অধিকারী হবে, যা আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে আহমদীয়া জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।"

জুমুআর খুতবা থেকে সরাসরি উপকৃত হওয়ার জন্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"এ ছাড়া আপনাদের হৃদয়ে সকল ধরণের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত, পূর্ণ ও অটল বিশ্বাস থাকা উচিত যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে এবং রসূল করিম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সত্য ও প্রকৃত খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই খিলাফতের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করা আপনাদের জন্য আবশ্যকীয়। খিলাফতের আনুগত্য এবং যুগ-খলীফার দিক-নির্দেশনার ওপর আমল করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো MTA, যা আল্লাহ্ তা'লার এক মহান অনুগ্রহ ও অনুকম্পার নিদর্শনস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত

মাধ্যম। তাই আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন, আমার জুমুআর খুতবা শোনার সর্বাত্মক চেষ্টা আপনাদের করা উচিত, তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন। সেটি টেলিভিশনের মাধ্যমেই হোক, ল্যাপটপের মাধ্যমেই হোক কিংবা আপনাদের সেল ফোনের মাধ্যমেই হোক। এ যুগে এই অযুহাত করা বৈধ হবে না যে, সে শিক্ষা কিংবা বার্তা শোনার সুযোগ পায় নি। প্রচার ও প্রসারের আধুনিক উপায় উপকরণের সুবাদে কেবল একটি বাটনে চাপ দিয়ে প্রতিটি জিনিস পর্যন্ত খুব সহজেই পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। তাই বিভিন্ন উপায় উপকরণের মাধ্যমে আপনারা আমার খুতবা পেতে পারেন। খুতবা MTA-তে শুনতে পারেন অথবা MTA-এর ওয়েব সাইট থেকে ডাউন লোড করতে পারেন তাছাড়া MTA-এর 'অন ডিমান্ড' সেবার মাধ্যমেও আমার খুতবা শ্রবণ করতে পারেন। এ ছাড়া MTA এর অন্য কিছু অনুষ্ঠানও আছে যা দেখা আপনাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। সেই সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং এভাবে খিলাফতের সাথে আপনাদের সম্পর্ক পরিপক্ক ও দৃঢ় হবে। নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে আল ইসলাম ওয়েব সাইট, যেখানে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক উপকরণ বিদ্যমান। আপনাদের মধ্য থেকে যারা পরিপক্ক বয়সে পৌঁছেছেন, তাদের নিজেদেরকেও এ সকল উপায় উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। এর মাধ্যমে আপনারা যেখানে নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করবেন সেখানে খিলাফতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্যও এ সকল উপকরণ ব্যবহার করুন আর ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার দায়িত্ব পালন করুন। এ যুগে টিভি, ওয়েব সাইট এবং ইন্টারনেট ইত্যাদিতে অগণিত এমন অনুষ্ঠানমালা বিদ্যমান যা সব সময় একজন মানুষের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এগুলো এক অকূল সাগরতুল্য। আপনি যদি বলেন, আমি প্রথমে আমার জাগতিক কাজ সম্পন্ন করব তারপর টিভিতে বা স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে MTA দেখব, তাহলে মনে রাখবেন আপনার কখনো MTA দেখার সময় হবে না। এসব উপায় উপকরণ আপনার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু নিজের দায়িত্ব পালন করার জন্য আপনাকে অবশ্যই যেকোন অবস্থায় ধর্মকে প্রাধান্য দিতে হবে। নিজেদের জাগতিক ব্যস্ততা ও জাগতিক কর্মপরিকল্পনার ওপর ধর্মকে প্রাধান্য দিতে

হবে।"

(ন্যাশনাল ওয়াকেফীনে নও ইজতেমা যুক্তরাজ্য, ০১ মার্চ ২০১৫;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ জুলাই ২০১৬)

MTA-এর মাধ্যমে সারাবিশ্বে আহমদীয়া খিলাফতের সাথে জামা'তের সদস্যদের যে দৃঢ় সম্পর্কবন্ধন রচিত হচ্ছে সেটির উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর (আই.) একবার বলেন:

"এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য বিভিন্ন বিষয়কে সহজতর করে তুলেছেন। একটি হচ্ছে নিজেদের শিক্ষাদীক্ষা এবং খিলাফতের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য প্রত্যেক আহমদীর MTA দেখা ও এর অভ্যাস গড়ে তোলা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত তবলীগের জন্য MTA এবং ওয়েব সাইটে যেসব অনুষ্ঠান রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে অন্যদেরকে বলা উচিত। অনেক সময় বন্ধুদের সাথে বসে প্রোগ্রাম দেখার সুযোগ আসে, সে সুযোগও কাজে লাগানো উচিত। বন্ধুদেরকে এসম্পর্কে বলা উচিত। আমার কাছে এখনো এমর্মে অনেক চিঠি আসে যে, যখন থেকে আমরা MTA-তে নিয়মিত শুধু জুমুআর খুতবাই শোনা আরম্ভ করেছি, জামা'তের সাথে আমাদের সম্পর্কবন্ধন দৃঢ় হচ্ছে। আমাদের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং বর্তমানে MTA এবং alislam ওয়েব সাইট হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী প্রচার এবং সকল আহমদীর শিক্ষাদীক্ষার পাশাপাশি খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ারও মাধ্যম। কাজেই প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক হলো এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার চেষ্টা করা।"

(খুতবা জুমআ, ০৪ মার্চ ২০১৬, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন;
আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৫ মার্চ ২০১৬)

জামা'তের সদস্যগণের নিজেদের সংশোধন এবং ব্যবহারিক অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্তে জুমুআর খুতবার উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে এক খুতবায় হুযূর (আই.) নিম্নোক্ত ভাষায় নসীহত করেন:

"যেমনটি আমি বলেছি, আহমদীয়া খলীফাগণ নিঃসন্দেহে ব্যবহারিক অবস্থার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছেন। আমিও জুমুআর খুতবা ইত্যাদির মাধ্যমে সেই দুর্বলতা দূর করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি আর পূর্ববর্তী খলীফাগণও করেছেন। এছাড়া জামা'তের সকল শ্রেণি ও

সকল বয়সের আহমদীদেরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সেসকল দিক-নির্দেশনার আলোকে জামা'তের অঙ্গসংগঠন এবং জামা'তী ব্যবস্থাপনাও বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়ে থাকে। কিন্তু যদি আমাদের প্রত্যেকেই নিজের ব্যবহারিক সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেয়, ধর্মের শত্রুদের আক্রমণকে ব্যর্থ করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়, বরং ধর্মের শত্রুদের সংশোধনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দণ্ডায়মান হয়, কেবল প্রতিহত করাই নয়, বরং আক্রমণ করে তাদের সংশোধনের নিমিত্তে খোদা তা'লার সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে আমরা কেবল ধর্মের শত্রুদের আক্রমণকে প্রতিহতই করব না বরং তাদের সংশোধন করে তাদের ইহকাল ও পরকালকেও সুনিশ্চিৎ করতে পারব, অধিকন্তু সেই ফিতনাকে ধ্বংস করতে পারব যা আমাদের নব প্রজন্মকে নিজের নেতিবাচক প্রভাবের অধীনস্ত করার চেষ্টা করছে। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারব আর আমরা আমাদের দুর্বলদের ঈমানের সুরক্ষাকারীও হব। এরপর সেই ব্যবহারিক সংশোধন একজন থেকে অন্যজনে সঞ্চারিত হতে থাকবে আর এই ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আমাদের কর্মের সংশোধনের ফলে তবলীগের পথ ক্রমশঃ উন্মোচিত হতে থাকবে। নতুন আবিষ্কারাদি পাপ প্রসারের পরিবর্তে প্রতিটি দেশে এবং প্রতিটি অঞ্চলে খোদা তা'লার নাম ছড়ানোর মাধ্যমে পরিণত হবে।"

(খুতবা জুমুআ, ০৬ ডিসেম্বর ২০১৩, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩)

খোদার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী

ইলেক্ট্রনিক ও সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে যেখানে তবীলগ ও তরবিয়্যত-সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সেখানে আহমদীয়তের শত্রুরাও বিভিন্ন নৈরাজ্য ছড়ানোর নিত্য-নতুন অপচেষ্টা আরম্ভ করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে হুযূর (আই.) বলেন: "হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার বহু প্রতিশ্রুতি রয়েছে, এসব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হচ্ছে এবং হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে বিস্তৃত করছেন সে-সংক্রান্ত কিছু ঘটনা আপনাদের শোনাব কিন্তু যুবতীদেরকে আমি বিশেষভাবে বলব যে,

ইন্টারনেটের কারণে এবং মানুষের কথায় মজে কেউ কেউ মনে করে যে, জামা'ত উন্নতি করছে না, আর তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকার নৈরাশ্যকর কথা আরম্ভ হয়ে যায় আর শত্রু ও বিরোধীরা আমাদের মাঝে নৈরাশ্য ছড়ানোর চেষ্টাও করে। মিডিয়া, বিশেষ করে ওয়েবসাইট ইত্যাদিতে অনেক বাজে প্রকৃতির কথাবার্তা আলোচিত হয়ে থাকে, যার ফলে মাথায় নৈরাশ্য দানা বাঁধে আর এরপর তারা ধর্ম থেকে দূরে সরে যেতে আরম্ভ করে। তাই কোনপ্রকার নৈরাশ্যকর ধারণা যাতে সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে সজাগ থাকবেন।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মনির বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ; ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৬ নভেম্বর ২০১২)

وَالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا

ইসলাম ধর্মের সত্যিকার বাণী সারা বিশ্বে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে অধুনা আবিষ্কারাদি ও প্রচারমাধ্যমের আধুনিক সব মাধ্যম খুবই সহায়ক ও লাভজনক প্রমাণিত হচ্ছে। হুযূর (আই.) তাঁর খুতবা ও বক্তৃতায় ঐশী সাহায্যের নিদর্শন, ঐশী কৃপা ও সাফল্যের কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়টি উপস্থাপন করে কুরআনের বরাতে হুযূর (আই.) একবার বলেন:

"আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, খোদা তা'লা সসীম শক্তির অধিকারী (কোন সত্তা) নন। নবীর সাথে কৃত সব ওয়াদা ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি নবীর যুগে তার জীবদ্দশায় যদি তিনি পূর্ণ করতে চান তাহলে করতে পারেন কিন্তু পরবর্তীদেরকেও আল্লাহ তা'লা সেই সকল বিজয় ও কৃপার অংশীদার করতে চান। অতএব এযুগের দ্রুতগতিসম্পন্ন মাধ্যমগুলো আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে যে, আমরা যেন এর সঠিক ব্যবহার করি এবং এগুলোকে কাজে লাগাই এবং সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে যুগ-ইমামের সাহায্যকারী হয়ে যাই আর তার সাহায্যকারী হিসেবে তাঁর মিশনের বাস্তবায়নের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। দ্রুতগতিসম্পন মাধ্যমগুলো এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, এই গতিময়তাকে খোদার পুরস্কার জ্ঞান করে তা যেন আমরা ধর্মের জন্য ব্যবহার করি।

আল্লাহ্ তা'লা যদি وَالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا (সূরা আল্ মুরসালাত

77 : 4) বলে থাকেন আর যারা বাণী ভালোভাবে প্রচার করে তাদেরকেও যদি সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে তাহলে (স্মরণ রাখবেন!) এটি সেই বাণী যার জন্য খোদা তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন। অধিকন্তু ধর্মের সেই পূর্ণ ও সম্পূর্ণ পুনরুজ্জীবনের জন্য এযুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

অতএব প্রচার প্রসারের এ যুগে খোদা তা'লা আধুনিক সব মাধ্যম সহজলভ্য করেছেন তবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের কাছে বর্তমান যুগের এ আধুনিক উপকরণগুলো ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা ইসলামের তবলীগের দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে পালন করেছেন। বর্তমান যুগে এসব মাধ্যম আমাদের হাতের মুঠোয় আর মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের যুগের জন্য এটিই অবধারিত ছিল। আল্লাহ্ তা'লা এর আগাম সংবাদও দিয়ে রেখেছেন। এ আয়াতটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী যার উল্লেখ এভাবে রয়েছে যে, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (সূরা আত তাক্ভীর 81: 11) অর্থাৎ যখন বইপুস্তক ছড়িয়ে দেয়া হবে। সুতরাং প্রধানত এযুগটি হলো পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচারের যুগ, যা কিনা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগ। এটি এ (ভবিষ্যদ্বাণীরই) পূর্ণতা যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আধ্যাত্মিক ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ আমাদের জন্য রেখে গেছেন যা তাঁর (আ.) যুগেই প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সাহাবীরা তা প্রসারের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। আমরা সাহাবীদের ঘটনায় পড়ি যে, কোন সাহাবী কাউকে কোন বই পড়ার জন্য দিয়েছেন, সে পড়ে আর তার হৃদয়ে তা দাগ কাটে আর এভাবে ধীরে ধীরে মানুষ আহমদীয়া জামা'তে প্রবেশ করতে থাকে। ত্যাগের সেই প্রেরণা নিয়ে এসব সাহাবী এ কাজ করেছেন; যেভাবে ইসলামের প্রথম যুগে সাহাবীরা করেছিলেন। এর ফলে এসব লোক তথা এই সাহাবীরা খোদার (সে) প্রিয়ভাজনদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন যাদের নামে শপথ করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীরাও মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছেন যার ফলে তারাও খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

এখন খোদা তা'লা এসব পুস্তক প্রকাশ এবং বিরোধীদের আপত্তি খণ্ডনের জন্য পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি মাধ্যম বা উপকরণ দান করেছেন যা

অধিক গতিসম্পন্ন। বইপুস্তক পৌঁছতে সময় লাগত কিন্তু এখন এখানে কোন সংবাদ বা বার্তা প্রকাশ পেতেই তা অপর প্রান্তে পৌঁছে যায়। এখানে প্রিন্ট অর্ডার দিয়ে অপর প্রান্তে বের করে নেয়া হয়। আজকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি, কুরআন করীম এবং অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য ইন্টারনেট ও টিভির মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক অতিক্রম করছে। প্রচারমাধ্যমে বর্তমানে যে গতি বিদ্যমান তা আজ থেকে কয়েক দশক পূর্বে ভাবাই যেতো না। অতএব ইসলামের প্রচার ও সুরক্ষাকল্পে ব্যবহারের জন্য খোদা তা'লা আমাদেরকে এসব সুযোগ দান করেছেন। এটি খোদার কৃপা যে তিনি এযুগে আমাদের জন্য আধুনিক আবিষ্কারাদি সহজলভ্য করে তবলীগ বা প্রচারের কাজ সহজতর করে তুলেছেন। সুতরাং বৃথা কার্যকলাপে সময় কাটানোর পরিবর্তে এসব সুযোগসুবিধার অপব্যবহার করার পরিবর্তে আমাদের উচিত এগুলোর যথাযথ ব্যবহার করা এবং এগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করা। পৃথিবীতে যারা মুহাম্মদী মসীহ্র বাণী প্রচার করছে আমরা যদি সেই শ্রেণির অংশ হয়ে যাই তাহলে আমরাও সেসব লোকের মাঝে গণ্য হতে পারি যাদের নামে আল্লাহ্ তা'লা (এ আয়াতে) শপথ করেছেন।

MTA-র অনুষ্ঠানে আমি তাদের এটিই বলেছিলাম যে, MTA'র প্রত্যেক কর্মী, সে পৃথিবীর যেখানেই বা যে প্রান্তেই কাজ করুক না কেন, সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর কাজ করছে। একাজ আল্লাহ তা'লাই যেভাবে তিনি নিজেই তাকে অবহিত করেছিলেন যে, **'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেব।'** অতএব তাঁর বাণী যাতে পৃথিবীর সকল প্রান্তে পৌঁছায় তিনি এর বিভিন্ন মাধ্যমও সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এটি ঐশী তকদীর আর এসব আবিষ্কার এরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।" *(খুতবা জুমুআ, ১৫ অক্টোবর ২০১০, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৫ নভেম্বর ২০১০)*

আধুনিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যম শিল্পের নিত্যনতুন উন্নতি ও অগ্রগতির কারণে আহমদীদের দায়িত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে একবার হুযূর (আই.) নিম্নলিখিত দিক-নির্দেশনা দেন। (আহমদী মহিলাদের সরাসরি সম্বোধন করতে গিয়ে হুযূর এ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন:

আল্লাহ্ তা'লা এযুগে আমাদের জামা'তের কল্যাণের জন্য আধুনিক যোগাযোগমাধ্যম ও মিডিয়ার ন্যায় প্রচারমাধ্যম সহজলভ্য করে দিয়েছেন। পৃথিবীর সকল প্রান্তে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য এসব মাধ্যম খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হচ্ছে; যেমন MTA-এর মাধ্যমে আমাদের জামা'তের বাণী পৃথিবীর সকল প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু একারণে আমাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়, কেননা যারা আমাদের বার্তা শুনছে তারা এটি জানার জন্য আমাদের প্রতি চেয়ে থাকবে যে, আমাদের কথার সাথে কাজের সামঞ্জস্য আছে কিনা? তারা যদি দেখে, আমরা যে শিক্ষা উপস্থাপন করছি তা সত্য কিন্তু আমাদের নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থায় দুর্বলতা রয়ে গেছে তাহলে তাদের ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ার পরিবর্তে নেতিবাচক ও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। তারা আমাদের বাণী হয়ত শুনবে, কিন্তু এটি অনুভব করবে যে, পুরোনো আহমদীদের ব্যবহারিক মান যেমনটি হওয়া উচিত তেমন নয়, তখন তারা নিজেরাই হয়ত ইসলামের বাণী প্রচার আর ইসলামী শিক্ষানুসারে আমল করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়ে নেবে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের জামা'ত অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের উন্নতি ও সাফল্যের মুকুট সে সকল নবাগতদের মাথায় শোভা পাবে আর যারা পিছিয়ে থাকবে তারা এসব কল্যাণরাজি হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। অতএব যারা পিছিয়ে থাকবে আপনারা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যারা আহমদীয়াতের সত্যতা প্রচারে অগ্রগামী থাকবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হোন আর তা কেবল নিজেদের কথার মাধ্যমে নয় বরং কর্মের মাধ্যমে হোন। আপনারা সেই আলোর উৎস হয়ে যান যার কিরণ ইসলামের সত্যতাকে আরো উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত করে।

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ;
২৫ অক্টোবর ২০১৫; আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৫ মার্চ ২০১৬)

নব যুগের আবিষ্কারাদিকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের শিক্ষামূলক, প্রচারমূলক ও তরবিয়্যতি দক্ষতা বৃদ্ধি করব আর যুগ-খলীফার সর্বোত্তম সাহায্যকারী হয়ে ইসলাম-আহমদীয়তের দায়িত্ববান সন্তান হিসেবে কর্মক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যাব– আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার এ দোয়াই থাকবে। আমীন!

সোশাল মিডিয়া
(Social Media)

আধুনিক যুগে সোশাল মিডিয়ার দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবহারের কারণে সমাজে ছড়িয়ে পড়া চারিত্রিক ব্যাধি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ দিক-নির্দেশনা ও স্বর্ণোজ্জ্বল উপদেশাবলী সম্বলিত উপায় এ পুস্তিকায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু সেসব দায়িত্বাবলীর কথাও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা সোশাল মিডিয়া ব্যবহারকালে একজন আহমদীর দৃষ্টিতে রাখা চাই। একইভাবে সোশাল মিডিয়ার প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে আহমদী প্রজন্মের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

(কেন্দ্রীয় লাজনা সেকশন কর্তৃক প্রকাশিত)